শিক্ষিত প্রধানমন্ত্রী চাই

দেশের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে সপ্তাহব্যাপী প্রচারে এটিই আপের দাবি

পৃষ্ঠা ৫

কালান্তর

কলকাতা সংস্করণ

স্তব্ধ ফ্রান্স

সরকারের পেনশান নীতির প্রতিবাদে আবার পথে নেমেছেন শ্রমিকশ্রেণি।

পৃষ্ঠা ৭

৫৬ বর্ষ ❑ ১৭১ সংখ্যা ❑ ৩১ মার্চ, ২০২৩ ❑ ১৬ চৈত্র ১৪২৯ ❑ শুক্রবার ৩.০০ টাকা

Morning Daily ● **KALANTAR** ● Year 56 ● Issue 171 ● 31 March, 2023 ● Friday ● **Total Pages 8** ● 3.00 Per day ● Printed and Published from 30/6 Jhowtala Road, Kolkata-700017

তৃণমূল ছেড়ে ইংরেজবাজারে শতাধিক পরিবারের সিপিআইতে যোগদান

মহ. আফতাব হোসেন, মালদহ ঃ আবার মালদা জেলায় ভাঙলো তৃণমূল। এবং তাঁরা ঘাসফুল ছেড়ে লাল পতাকা হাতে নিয়ে সিপিআইতে যোগদান করলেন। আগেরবার ছিল হবিবপুর ব্লকে। এবার ইংরেজবাজার ব্লক। রাজ্যজুড়েই কেলেঙ্কারিতে এবং প্রতিশ্রুতির নামে ভাঁওতায় জেরবার শাসক দল। এরসঙ্গে রাজ্যে পঞ্চায়েত ভোট আসন্ন। তখন যেন তৃণমূল ত্যাগের হিড়িক বেড়েছে। এবং বাম-কংগ্রেসের দিকেই পাখির চোখ করে এগোচ্ছেন মানুষ। বিশেষ করে মালদায়।

মালদহ জেলার ইংরেজ বাজার ব্লকের শোভানগর অঞ্চলের শেখপাড়া গ্রামের শতাধিক পরিবার বৃহস্পতিবার শাসক দল তৃণমূল ছেড়ে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিআই)-তে যোগদান করলেন। এর আগে হবিবপুর ব্লকের আদিবাসী গ্রাম বুজরুক খানপুরের প্রায় দেড়শো পরিবারের মানুষ সিপিআইতে যোগ দিয়েছিলেন উৎসাহের সঙ্গে।

এদিন শেখপাড়া গ্রামের যোগদানপর্বও ছিল অতি উৎসাহজনক। প্রায় যেন মেলার মতো। সারা গ্রামকে লাল পতাকা ও সিপিআই ঝান্ডা দিয়ে সাজিয়ে তোলা হয়। এই যোগদানের প্রভাব বোঝা যায় যখন ছোট ছোট শিশু কিশোররাও লাল পতাকা হাতে নিয়ে অনাবিল আনন্দে মেতে ওঠে। শেখপাড়া গ্রামের লোকদের দাবি, তৃণমূল দলটাই দুর্নীতির আখড়ায় পরিণত হয়েছে। গ্রামের রাস্তা থেকে শুরু করে খাওয়ার জল সব জায়গাতেই কাটমানি খাচ্ছে ও আবাসের বাড়ি পাইয়ে দিতে টাকা চাইছে রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল তাই স্বাভাবিক ভাবেই এই দুর্নীতিগ্রস্ত দলের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে তাই তাঁরা আজকে সিপিআইয়ে যোগদান করলেন।

এই যোগদান কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন সিপিআই জেলা সম্পাদক সমীর সরকার (বাবর), জেলা সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য ইফতেকার সুফি এবং রাজ্য সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য ও জাতীয় কমিটির সদস্য তরুণ দাস। এইদিন যোগদান কর্মসূচিতে এসে জেলা সম্পাদক সমীর সরকার (বাবর) জানান, মালদা জেলায় এইবার সুষ্ঠুভাবে পঞ্চায়েত ভোট হলে তৃণমূল দলটাই না হয়ে যাবে।

বৃহস্পতিবার মালদার শেখপাড়া অঞ্চলে তৃণমূল ছেড়ে সিপিআই'র পতাকা হাতে তুলে নেওয়ার সেই দৃশ্য। ফটো ঃ প্রতিবেদক

তাৎপর্যপূর্ণ পর্যবেক্ষণ সুপ্রিম কোর্টের

ধর্মের নামে রাজনীতি বন্ধ হলেই শেষ হবে ঘৃণাভাষণ

নয়াদিল্লি, ৩০ মার্চ ঃ বিদ্বেষ-প্রচার রুখতে ব্যর্থ রাজ্যগুলি। রাজনীতির সঙ্গে ধর্মকে মেলানো যখন বন্ধ হবে এবং যে দিন রাজনীতিবিদরা ধর্মের নামে রাজনীতি বন্ধ করবেন, সেদিনই শেষ হবে ঘৃণা ভাষণের প্রবণতা। বুধবার এ কথা জানিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। শীর্ষ আদালতের বিচারপতি কে এম জোসেফ এবং বিচারপতি বিভি নাগরত্নের বেঞ্চে একটি পিটিশনের শুনানি চলছিল এদিন। ঘৃণা ভাষণকারীদের বিরুদ্ধে একাধিক রাজ্য কেন এফআইআর দায়ের করতে ব্যর্থ-তা নিয়েই দায়ের করা হয়েছিল ওই পিটিশন। বিচারপতিদের বেঞ্চ সেই প্রেক্ষিতেই উষ্মার সুরে জানিয়েছে, ঘৃণাভাষণ সংক্রামক ব্যধির মতো। কিন্তু এই প্রবণতা আটকাতে যথাসময়ে পদক্ষেপ করতে ব্যর্থ রাজ্য সরকারগুলি। বিচ্ছিন্নতাবাদী কিছু শক্তি টেলিভিশনে ঘৃণাভাষণ চালিয়ে গেলেও শাস্তিমূলক পদক্ষেপ করা হচ্ছে না। যে মুহূর্তে রাজনীতি আর ধর্ম, পরস্পরের ঘেরাটোপমুক্ত হবে, সেই মুহূর্তে ঘৃণা ভাষণের প্রবণতারও ইতি হবে। যে মুহূর্তে রাজনীতিবিদরা কথায় কথায় রাজনীতিতে ধর্মকে টেনে আনবেন না, সেই মুহূর্তে ঘৃণা ভাষণ বন্ধ হবে। পিটিশনের পরবর্তী শুনানি ২৮ এপ্রিল। শুধু তাই নয়, জনসাধারণের কাছে বিচারপতি কে এম জোসেফ এবং বিচারপতি বি ভি নাগরত্নের প্রশ্ন-কেন মানুষ নিজেদের ঘৃণা ভাষণের এই বিপজ্জনক চল থেকে বিরত রাখতে পারে না? বেঞ্চের কথায়, রোজ আমরা দেখি, বিচ্ছিন্নতাবাদী-দেশবিরোধী শক্তিগুলি টিভির পর্দায় এবং গণমঞ্চগুলিতে প্রকাশ্য ঘৃণা ভাষণ দেয়। একে অন্যের বিরুদ্ধে বিষ উগরে দেয়। কেন এই প্রবণতা মানুষ মেনে নিচ্ছেন? কেন ভারতীয় নাগরিকরা সংকল্প নিচ্ছেন না যে, তাঁরা কোনওমতেই অপর নাগরিক বা গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আপত্তিকর বয়ানবাজি করবেনও না এবং এবং কাউকে করতে দেবেনও না? এই প্রসঙ্গে বিচারপতি বি ভি নাগরত্ন প্রাক্তন দুই প্রধানমন্ত্রী, প্রয়াত জওহরলাল নেহরু এবং অটলবিহারী বাজপেয়ীর উপমাও তুলে ধরেন। তিনি বলেন, এ আমরা কোন দিকে এগোচ্ছি? পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু এবং অটলবিহারী বাজপেয়ীর মতো সুবক্তাদের কথা মনে করুন। ওঁদের মুখের কথা শুনতে দূর-দূরান্তের গ্রাম থেকে মানুষ ছুটে আসতেন। ভুললে চলবে না, অসহিষ্ণুতার জন্ম হয় শিক্ষা এবং জ্ঞানের অভাব থেকে।

গাছ বাঁচাও আন্দোলনের নেত্রীকে প্রাণনাশের হুমকি

স্টাফ রিপোর্টার ঃ প্রকৃতি ও পরিবেশ রক্ষার স্বার্থে যশোর রোডের গাছ কাটার বিরুদ্ধে এবং যশোর রোডের গাছগুলো হেরিটেজ স্বীকৃতির দাবিতে ২৫ মার্চ কলকাতা প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলনে আন্দোলন চালিয়ে যাবার কথা ঘোষণা করেন। ওই দিন তাঁরা একই দাবি নিয়ে কলকাতা রাজপথে মানববন্ধন করেন। এই ঘটনার পর ২৮ মার্চ গাছ যশোর রোড গাছ বাঁচাও কমিটির সদস্য কনভেনর অর্পিতা সাহাকে ফোনে হুমকি ও প্রাণনাশের হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে। এই হুমকি পাওয়ার পর অর্পিতা দেবী হাবড়া থানায় এফ আই আর করেছেন এবং বৃহস্পতিবার বারাসতে জেলা পুলিস সুপারের সঙ্গে দেখা করে প্রতিলিপি জমা দিয়েছেন। পুলিস সুপার তাঁর অভিযোগ পেয়ে গুরুত্ব দিয়ে তদন্ত হবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন। এই হুমকি গাছ কাটার বিরুদ্ধে আন্দোলন থেকে সরে আসার জন্য বলে মনে করা হচ্ছে।

অর্পিতা সাহা পুলিসের কাছে অভিযোগ পত্রে লিখেছেন তাঁকে মানসিক এবং শারীরিক নির্যাতনের হুমকি দেওয়া হয়েছে। তিনি যশোর রোড গাছ বাঁচাও কমিটির সদস্য এবং কনভেনর, হাবড়া অঞ্চলের বাসিন্দা গত ৯ ফেব্রুয়ারি দীর্ঘ পাঁচ বছরের আইনি লড়াইয়ের শেষে দেশের সর্বোচ্চ আদালত মহামান্য সুপ্রিম কোর্ট যশোর রোডের ৩৫৬টি গাছ কেটে রেলওয়ে ওভার ব্রিজ করার রায় দিয়েছেন। এই গাছগুলি আমাদের প্রতিদিনের জীবনে শুধু কোন আবেগ নয় আক্ষরিক অর্থেই অক্সিজেন। যশোর রোডের এই গাছ আমাদের দেশের এক গৌরবময় ঐতিহ্য। আমরা যশোর রোড গাছ বাঁচাও কমিটির পক্ষ থেকে যশোর রোডের গাছগুলো হেরিটেজ স্বীকৃতির দাবি নিয়ে শান্তিপূর্ণ, গণতান্ত্রিক উপায় পথে নামি। পরিবেশের সার্বিক অবক্ষয়ের

২ পৃষ্ঠায় দেখুন

বৃহস্পতিবার শহিদ মিনারে ডিএ প্রার্থীদের সংগ্রামী ঐক্যের সমাবেশের একাংশ। ফটো ঃ পূর্বাদ্রি দাস

ফের ডিএ আন্দোলনকারীদের তোপ মমতার

টাকা নিচ্ছে, পেনশন নিচ্ছে, আরও চাই

স্টাফ রিপোর্টার ঃ ফের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিশানায় ডিএ আন্দোলনকারীরা। ধরনামঞ্চ থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ফের দাবি করলেন, যাঁরা চিরকুটে চাকরি পেয়েছেন, তাঁরাই নাকি আন্দোলন করছেন ডিএ-র দাবিতে। বললেন, টাকা নিচ্ছে, পেনশন নিচ্ছে, আরও চাই। মুখ্যমন্ত্রীর এই মন্তব্যের তীব্র নিন্দা করেছে বিরোধীরা। বুধবার ধরনামঞ্চ থেকে ডিএ আন্দোলনকারীদের চোর, ডাকাত বলে কটাক্ষ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার ফের সেই একই মেজাজে দেখা গেল তাঁকে। বিক্ষুব্ধ সরকারি কর্মীদের ফের তীব্র আক্রমণ করলেন মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমো। এদিন তিনি বলেন, যাঁরা আন্দোলন করছে, সব কটা চিরকুটে চাকরি পেয়েছে। টাকা নিচ্ছে, পেনশন নিচ্ছে তারপর আরও চাই। এদিন মমতা দাবি করেন, ষষ্ঠ পে কমিশন অনুযায়ী এরিয়ার দেওয়া হয়েছে। ১০৬ শতাংশ ডিএ দেওয়া হয়েছে বলেও জানান মুখ্যমন্ত্রী। এদিন মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, তিনি কো-অর্ডিনেশন কমিটিকে নির্দেশ দিয়েছেন সব কাগজ বের করার। তা খতিয়ে দেখা হবে। ডিএ আন্দোলনকারীদের উদ্দেশে মমতার এই মন্তব্য নিয়ে তীব্র সমালোচনা শুরু হয়েছে রাজনৈতিক মহলে।

২৩০ বছর পর বাতিল কর্নওয়ালিস কোড

স্টাফ রিপোর্টার ঃ ব্রিটিশ শাসনের সময় ভারতের তৎকালীন গভর্নর জেনারেল লর্ড কর্নওয়ালিস ১৭৯৩ সালে আইন জারি করেছিলেন। যা কর্নওয়ালিস কোড নামে পরিচিত। কিন্তু, ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্তি পাওয়ার পরেও এখনও পর্যন্ত সেই আইন কাগজে কলমে রয়ে গিয়েছিল। অবশেষে ২৩০ বছর পর সেই কোড বাতিল হল। রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস বিধানসভায় পাস হওয়া ওয়েস্ট বেঙ্গল ল্যান্ড লজ (রিপেলিং) বিল, ২০২৩-এ সম্মতি দিলেন।

কর্নওয়ালিস কোডের প্রধান বিষয় ছিল চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। এই বন্দোবস্তের অধীনে জমিদারকে জমির একচ্ছত্র মালিক বলে ঘোষণা করা হয়। মালিক হিসেবে জমিদার তার ভূসম্পত্তি অবাধে হস্তান্তর বা দান করার অধিকার লাভ করেন। জমিদারির ওপর সরকারি রাজস্ব ঘোষণা করা হয়। চুক্তি মোতাবেক সরকারি রাজস্ব পরিশোধে ব্যর্থ হলে জমি নিলামে বিক্রয় করে বকেয়া আদায়ের ব্যবস্থা করা হয়। প্রথমে বাংলায় এই কোড চালু হয়েছিল এবং পরে মাদ্রাজে এই কোড অনুসরণ করা হয়। এই কোডে ভারতীয়দের চাকরিতে উচ্চপদ না দেওয়া, বা সরকারি অফিস থেকে বঞ্চিত করার কথাও বলা রয়েছে।

রাজ্যপাল টুইট করে জানিয়েছেন, এই কঠোর আইন ভারতীয় জনগণের স্বার্থের জন্য ক্ষতিকারক বলে প্রমাণিত হয়েছে। তা বাতিল করা হয়েছে। পরামর্শের ভিত্তিতে রাজ্য আইন কমিশন এবং রাজ্য আইন বিভাগ, এই আইনগুলি প্রথমে চিহ্নিত করে এবং পরে রাজ্য বিধানসভা এই আইন বাতিল করার জন্য একটি বিল পাস করা হয়। রাজ্যপাল সেই বিলে সম্মতি দেওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই বাতিল হয়ে গেল কর্নওয়ালিস কোড। উল্লেখ্য, ১৭৯৩ সালে ভারতের ব্রিটিশ গভর্নর জেনারেল লর্ড কর্নওয়ালিস ৪৮টি রেগুলেশন বা আইন জারি করেন। সেগুলিতে বলা হয় কর্নওয়ালিস কোড। এই কোডের মাধ্যমে বকেয়া খাজনা আদায়ের জন্য প্রজাদের দৈহিক নির্যাতন করার চিরাচরিত প্রথা নিষিদ্ধ করা হয় এবং জমিদারদের সকল দাবি আদায়ের জন্য বলপ্রয়োগের পরিবর্তে আদালতের আশ্রয় নেওয়ার বিধান করা হয়।

মুখ্যমন্ত্রীর কটুক্তির তীব্র প্রতিবাদ

স্টাফ রিপোর্টার : ডিএ আন্দোলনরত সরকারি কর্মীদের চোর-ডাকাত বলে কটুক্তি করায় তীব্র প্রতিবাদ জানালেন যুক্ত কমিটির রাজ্য সাধারণ সম্পাদক ও যৌথ মঞ্চের অন্যতম আহ্বায়ক তাপস ত্রিপাঠী। বৃহস্পতিবার এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রের বঞ্চনার প্রতিবাদে ধর্ণায় বসে রাজ্যের কর্মচারিদের সম্পর্কে যে ভাষায় ও অঙ্গভঙ্গিতে অশালীন মন্তব্য করেছেন যুক্ত কমিটি তার প্রতিবাদ করছে এবং অবিলম্বে তার মন্তব্য প্রত্যাহারের দাবি জানাচ্ছে। আসলে ১০ মার্চ সফল ধর্মঘটের ফলে তিনি অশনি সংকেত দেখছেন। নিজের দলের চোরদের দেখতে দেখতে সবাইকে তিনি চোর-ডাকাত মনে করছেন। যে সরকারি কর্মচারিরা এক-তৃতীয়াংশ কম বেতনে তার সরকারের ১০০ শতাংশ কাজ করছেন, তাদের সম্পর্কে এইরকম অশালীন মন্তব্য একমাত্র তার মুখেই মানায়। যুক্ত কমিটি এই ধরণের অশালীন, কদর্য, কর্মচারি বিরোধী মন্তব্যের তীব্র বিরোধীতা করছে। কর্মচারিদের চোর, ডাকাত, চিরকুট-এ চাকরি ইত্যাদি বলার আগে নিজের দলের চাকরি-চোর, বালি চোর, গরু চোর নেতা মন্ত্রীদের দিকে একবার তাকালেই বুঝতে পারবেন থুতু উপর দিকে ছুঁড়লে তা নিজের গায়েই পড়ে। তার এই ধরণের অশালীন মন্তব্য প্রত্যাহার করে সরকারি কর্মচারিদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নেওয়া উচিত।

এদিকে মুখ্যমন্ত্রীর এই অশালীন মন্তব্যের তীব্র নিন্দা করেছে এআইসিসিটিইউ। এক

২ পৃষ্ঠায় দেখুন

হাওড়ায় সঙ্ঘ পরিবারের প্ররোচনায়

রামনবমীর মিছিল ঘিরে অশান্তি ও আগুন

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ রামনবমীতে হাওড়া শহরে যে অশান্তি, সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে, সে সম্পর্কে স্থানীয় মানুষের অভিযোগ, বিজেপি ইচ্ছা করে এটা ঘটাল। সংখ্যালঘু এলাকায় মিছিলের নাম উত্তেজনার পরিকল্পনা ছিল সঙ্ঘ পরিবারের। প্রশ্ন হল, পুলিসের কাছে আগে থেকে খবর ছিল গোলমাল বাধানোর। গতবছরও ওরা একই কান্ড ঘটিয়েছিল। পুলিস সতর্ক হলনা কেন? রেড রোডের ধর্ণা মঞ্চ থেকে পুলিসের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থার বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। তার সাফাই, মিছিলের যে রুটে অনুমতি ছিল, তা বদলে অন্য রুটে ঢুকে পড়েছিল। সে কারণেই হাওড়ায় গোলমাল হয়েছে। মিছিল করতে কেউ বারণ করেনি। কিন্তু তরোয়াল, বুলডোজার নিয়ে মিছিল করার অধিকার কে দিয়েছে? রুট চেঞ্জ করলে কেন? ইচ্ছে করে একটা কমিউনিটিকে ধাক্কা দেওয়ার জন্য? হামলা করার জন্য? বুধবারই ধর্ণা মঞ্চ থেকে মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, রাম নবমীর শোভাযাত্রা নিয়ে কোনও আপত্তি নেই। সবার নিজের নিজের ধর্মাচরণের অধিকার রয়েছে। কিন্তু মিছিলের নামে একটাও মুসলিম এলাকায় হামলা হলে ছেড়ে কথা বলব না। তার হুঁশিয়ারির পর পুলিস কী করে স্পর্শকাতর এলাকায় মিছিল ঢুকতে দিল? তাহলে কি পুলিসের একাংশ মুখ্যমন্ত্রীর কথা মানতে চাইছে না? যদিও পুলিসের বক্তব্য জোর করে হাওড়ার অলকা সিনেমা হল সংলগ্ন চড়া বস্তিতে ঢোকার জন্য জিডি করতে থাকে।

সার্বিক ভাবে এদিন গোটা রাজ্যের পরিস্থিতি শান্তিপূর্ণই ছিল। কিন্তু গোল বাঁধে হাওড়ায়। অলকা সিনেমা হল এলাকার চড়া বস্তির সামনে জড়ো হয়ে জিডি করতে থাকে কাজীপাড়া পর্যন্ত মিছিল করতে দিতে হবে। তারপর পুলিসের নিষেধ উপেক্ষা করে চড়া বস্তিতে ঢুকে পড়ে। মুখে উত্তেজক প্ররোচক স্লোগান। ছিল সশস্ত্র এবং বুলডোজার। স্বাভাবিকভাবেই উত্তেজনা তৈরি হয়। অগ্নি সংযোগের ঘটনা ঘটে। ভাঙচুর হয় দোকান এবং কিছু সাধারণ মানুষের গাড়ি। শেষ পর্যন্ত পুলিসের তৎপরতায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। এখন এলাকা থমথমে হলেও উত্তেজনা কমেছে। পুলিসের দাবি, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে। আর যাতে নতুন করে অশান্তি না ছড়ায় সে ব্যাপারেও সতর্ক প্রশাসন।

স্থানীয় বাম নেতৃত্ব বিজেপির এই সাম্প্রদায়িক ষড়যন্ত্র থেকে সবাইকে সাবধান থাকার আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, সবাইকে চোখ কান খোলা রাখতে হবে। কারণ দেখা গেছে, বেছে বেছে বেশ কিছু এলাকায় ওরা ইচ্ছা করে অশান্তি পাকায়। এই ষড়যন্ত্র বাংলার মানুষকেই রুখে দিতে হবে। হাওড়ার সিপিআই জেলা সম্পাদক চিরঞ্জীব চন্দ বলেছেন, পুলিস সতর্ক হলে এই অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়ানো যেত। তবে তিনি একথাও বলেন যে পুলিসি হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি এখন নিয়ন্ত্রণে।

প্রার্থী বাছাইয়ের আগেই চোপড়ায় তৃণমূলের হাতে তৃণমূল খুন

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ ভরদুপুরে গুলি চলল তৃণমূল কংগ্রেসের বৈঠকে। পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে তেতে উঠল গ্রামবাংলা। আজ, বৃহস্পতিবার ভরদুপুরে শ্যুটআউটের ঘটনা ঘটে গেল। চোপড়ায় এক তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীকে লক্ষ্য করে গুলি চলে। তাতে মৃত্যু হয়েছে তাঁর। আহত হয়েছেন বেশ কয়েকজন সদস্য। এই গুলিচালনার নেপথ্যে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব রয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। ভরদুপুরে গুলির শব্দে আতঙ্কের বাতাবরণ তৈরি হয়। বচসা থেকেই গুলি চলেছে বলে সূত্রের খবর। এমন ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে।

স্থানীয় সূত্রে খবর, উত্তর দিনাজপুরের চোপড়ার দিঘাপানা এলাকায় বৃহস্পতিবার দুপুরে তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয়ে বুথ কমিটির বৈঠক চলছিল। পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে প্রার্থী নির্বাচন নিয়ে বৈঠক চলছিল। সেই বৈঠক শেষ করে সকলে যখন দলীয় কার্যালয়ের বাইরে বেরিয়ে আসছেন, তখনই আচমকা এলোপাথাড়ি

২ পৃষ্ঠায় দেখুন

ভিতরের পাতায়

❑ তাপসের গ্রেপ্তার নিয়ে ধমক বিচারপতির। পৃষ্ঠা : ২ ❑ বিধায়ক সাংসদদের বিরুদ্ধে রায় দানে সতর্কবার্তা। পৃষ্ঠা : ৫ ❑ পাকিস্তানে খাদ্য সংকটে ত্রানের গাড়ি লুঠ। পৃষ্ঠা : ৭

তাপসকে এখনও গ্রেফতার নয় কেন? ধমক বিচারপতির

স্টাফ রিপোর্টার ঃ তৃণমূল বিধায়ক তাপস সাহার বিরুদ্ধে নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তের দাবিতে দায়ের মামলায় ভৎর্সনার মুখে রাজ্য পুলিস। কেন তাপস সাহাকে গ্রেফতার করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়নি সেই প্রশ্ন তুলে রাজ্য পুলিসের হলফনামা তলব করেছেন বিচারপতি রাজশেখর মান্থা। আগামী ১০ এপ্রিল মামলার পরবর্তী শুনানি। তাপস সাহার বিরুদ্ধে নিয়োগ দুর্নীতিতে যুক্ত থাকার অভিযোগ উঠেছিল আগেই। টাকার বিনিময়ে শিক্ষকের চাকরি বিক্রির অভিযোগ উঠেছিল তৃণমূল বিধায়কের বিরুদ্ধে। বিধায়ককে তলব করে জিজ্ঞাসাবাদ করে রাজ্য পুলিসের দুর্নীতিদমন শাখা। গ্রেফতার হন তাপসবাবুর আপ্তসহায়কসহ ৩ জন। তবে তাপসবাবুকে গ্রেফতার করেনি রাজ্য পুলিস।

সম্প্রতি একটি অডিয়ো ক্লিপ প্রকাশ করে বিজেপি নেতা তরুণজ্যোতি তিওয়ারি দাবি করেন, শুধু শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি নয়। দমকলে নিয়োগ দুর্নীতিতেও যুক্ত তেহট্টের তৃণমূল বিধায়ক তাপস সাহা। তাপসের বিরুদ্ধে সিবিআই তদন্তের দাবিতে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন তিনি।

সেই মামলার শুনানিতে বৃহস্পতিবার আদালতের ভৎর্সনার মুখে রাজ্য পুলিস। এদিন বিচারপতি মান্থা রাজ্য পুলিসকে প্রশ্ন করেন, কেন তাপস সাহাকে গ্রেফতার করা হয়নি। কেন তাঁকে হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়নি। অবিলম্বে কেস ডায়েরি আদালতে জমা দিতে হবে। সঙ্গে আদালতের যাবতীয় প্রশ্নের জবাব হলফনামা আকারে জমা দিতে হবে আগামী শুনানির মধ্যে। মামলার পরবর্তী শুনানি হবে ১০ এপ্রিল।

তৃণমূল কর্মীর নির্মীয়মান আবাসন থেকে উদ্ধার বোমা

স্টাফ রিপোর্টার ঃ কামারহাটি ষষ্ঠীতলায় তৃণমূল কর্মীর নির্মীয়মান আবাসন থেকে তাজা বোমা উদ্ধার। বৃহস্পতিবার সকালে কামারহাটি থানার পুলিস গিয়ে বোমাগুলি উদ্ধার করে। পুলিস সূত্রে খবর, অভিযুক্ত তৃণমূল কর্মী এখনও পলাতক। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে মদন মিত্রর ছায়াসঙ্গী মহম্মদ মুস্তাফা হোসেন ওরফে রিন্টু নামে এক তৃণমূল কর্মীর নির্মীয়মান আবাসন থেকে ৫টি তাজা বোমা উদ্ধার করল কামারহাটি থানার পুলিস। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে এলাকায়। এই বিষয়ে স্থানীয় কাউন্সিলর কোনোরকম প্রতিক্রিয়া দিতে চাননি। ঘটনার পর থেকে পলাতক তৃণমূল কর্মী মহম্মদ মুস্তাফা হোসেন ওরফে রিন্টু। এই বিষয়ে তৃণমূল নেতা কমল দাস জানান, আইন আইনের পথে চলবে। মদন মিত্র আমাদের জননেতা। তাঁর সঙ্গে অনেকেই ছবি তোলেন। মদন মিত্রের সাথে কারও ছবি থাকলে, সে তাঁর ঘনিষ্ঠ হবে এটা সঠিক নয়। পাশাপাশি বিজেপি নেতা কিশোর কর বলেন, কামারহাটি অঞ্চলে মদন মিত্র এই ধরনের দুষ্কৃতীদের নিয়ে সঙ্গে করে ঘোরাফেরা করেন। তাই এই ধরনের ঘটনা ঘটবে এটাই স্বাভাবিক। এই ধরনের ঘটনা দেখে কেউ আর তৃণমূল কংগ্রেস দল করতে চাইছেন না। এ বিষয়ে বামেদের পত্রিক্রিয়া, তৃণমূল এলাকায় সন্ত্রাস ছড়ানোর জন্য বোমাগুলি মজুত করেছিল।

স্বদেশ-সমাজ আক্রান্ত, সাহিত্য সংস্কৃতি সংকটগ্রস্থ
পরিত্রাণের পথানুসন্ধানে
উত্তর ২৪ পরগনা জেলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি মঞ্চের আহ্বানে
কনভেনশন
১ এপ্রিল বিকেল ৪টে
স্থান ঃ **বারাসত সুভাষ ইনস্টিটিউট হল**
বক্তা ঃ রজত বন্দোপাধ্যায়, অসীম বন্দোপাধ্যায়, চন্দন সেন (নাট্যকার) কপিল কৃষ্ণ ঠাকুর এবং অন্যান্য সভাপতি ঃ অধ্যাপক অমলেন্দু দেবনাথ
আয়োজনে ঃ পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ, ভারতীয় গণনাট্য সংঘ পশ্চিমবঙ্গ, প্রগতি লেখক সংঘ, ভারতীয় গণসংস্কৃতি সংঘ, ভারতীয় লোকসংস্কৃতি সংসদ, আদিবাসী অধিকার মঞ্চ, জনবাদী লেখক সংঘ, পশ্চিমবঙ্গ সামাজিক ন্যায় মঞ্চ, পশ্চিমবঙ্গ গণসংস্কৃতি পরিষদ।

* বেকারী বিরোধী দিবসে কাজের দাবিকে সাংবিধানিক স্বীকৃতি
* রাজ্যের সমস্ত সরকারি দপ্তরে ৬ লক্ষ শূন্য পদে যোগ্যতার ভিত্তিতে স্বচ্ছ নিয়োগ
* রাজ্যে ৮২০০'র বেশি সরকারি বিদ্যালয় বন্ধের পরিকল্পনা বাতিল
* সকল নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে দ্রুত তদন্ত শেষ করে জড়িত তৃণমূল নেতা-মন্ত্রীদের কঠোর শাস্তি
* শান্তিপূর্ণভাবে পঞ্চায়েত নির্বাচন করা
—ইত্যাদি দাবিতে—
পূর্ব মেদিনীপুর জেলার ৪ মহকুমা দপ্তরে
বামপন্থী ছাত্র-যুব অভিযান
কাঁথি : ৩০ মার্চ, জমায়েত বেলা ২টা
হলদিয়া : ৩১ মার্চ, জমায়েত বেলা ২টা
এগরা : ৪ এপ্রিল, জমায়েত বেলা ২টা

ম্যাক্সিম গোর্কির প্রতি শ্রদ্ধায়
প্রদর্শনী, চলচ্চিত্র প্রদর্শন, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও আলোচনা সভা
গোর্কি সদন
❑ **৩১ মার্চ :** বিকাল সাড়ে ৫টা থেকে চলচ্চিত্র প্রদর্শন
আয়োজনে
আইজেনস্টাইন সিনে ক্লাব, নর্থ ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটি এবং সিনে সেন্ট্রাল কলকাতা

সহযোদ্ধাদের চোখের জল আর লড়াইয়ের শপথে

সিপিআই নেতা শিশির সোমের শেষকৃত্য সম্পন্ন

সংবাদদাতা ঃ সহযোদ্ধাদের চোখের জল, স্লোগান আর লড়াইয়ের শপথ গ্রহণের মধ্যে দিয়ে সিপিআই নেতা শিশির সোমের শেষকৃত্য সম্পন্ন হল। বুধবার রাত ২.৪৪ মিনিটে শ্রীরামপুরে কালীবাবু শ্মশানে তাঁর দাহকার্য সম্পন্ন হয়। এর আগে কলকাতা মেডিকেল কলেজ থেকে তাঁর দেহ নিয়ে যাওয়া হয় পহলামপুর গ্রামের বাড়িতে যেখানে তাঁর রাজনৈতিক জীবনের হাতেখড়ি এবং তাঁর সমস্ত কর্মকান্ড। এদিন কমরেড শিশির সোমের মৃত্যু সংবাদে শোকবিহ্বল তাঁর গোটা গ্রাম তাঁকে একবার শেষ দেখা দেখার জন্য রাস্তার দুইধারে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল। রাত ১১টায় দেহ পৌঁছায়। সেখানে তাঁর স্ত্রী ভাই বোন পরিবারের সদস্য ও দলের কর্মী সমর্থকরা শ্রদ্ধা জানান। শিশির সোমের মরদেহ রক্তপতাকায় ঢেকে দেন সিপিআই হুগলি জেলা সম্পাদক তিমির বরণ ভট্টাচার্য। একে একে মাল্যদান করেন হুগলি জেলার সহ সম্পাদক তথা এআইটিইউসি'র জেলা সম্পাদক প্রানেশ বিশ্বাস, জেলা সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য শ্যামল ব্যানার্জি, বিকাশ ধর প্রমুখ। কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য পল্লব সেনগুপ্তর পক্ষ থেকেও তাঁর মরদেহে মালা দেওয়া হয়। এছাড়া মাকলা শাখার পক্ষে মাল্যদান করেন রঘুনাথ সরকার। এছাড়া মাল্যদান করেন এআইওয়াইএফ এর জেলা কনভেনার শিশির সোমের ভাইপো কিংশুক সেন, বোড়াই পহলামপুর আঞ্চলিক সম্পাদক সমীর দে কবিরাজ, শিক্ষক নেতা সুবোধ দত্ত, সারা ভারত কৃষক সমিতির রাজ্য সম্পাদক অজিত মুখার্জি, নান্দা শাখার নেতা হারাধন মালিক, বিড়ি শ্রমিক নেতা নৃপেন মালিক, প্রাক্তন মহিলা নেত্রী সুলেখা দাশগুপ্ত, এছাড়াও শ্রদ্ধা জানান প্রয়াত নেতার ভাই বিশিষ্ট কমিউনিস্ট চিকিৎসক ডা. সুখেন্দু কুমার সোম। এছাড়া এলাকার সমস্ত কমরেড গুণমুগ্ধরা সমর্থকরা ফুল মালায় ঢেকে দিয়ে তাদের প্রিয় নেতাকে শেষ সম্মান জানায়। সিপিআইএম এর পক্ষে মাল্যদান করেন জয়দেব সীট, বিজেপির পক্ষে মাল্যদান করেন বাপ্পা কোলে, তৃণমূলের পক্ষ থেকে মাল্যদান করেন উজ্জ্বল সোম।

রাত ১ টায় তাঁর দেহ শ্মশানে পৌঁছায় কমরেডদের স্লোগান আর আন্তর্জাতিক গানের মধ্যে দিয়ে। রাস্তায় দফায় দফায় মানুষ তাদের প্রিয় নেতাকে শেষ শ্রদ্ধা জানিয়ে বিদায় দিয়েছেন এদিন। ২.৪৪ তাঁর দাহকার্য সম্পন্ন হয়। কমরেড শিশির সোমের চিতাভস্ম ছুঁয়ে এদিন তাঁর কমরেডরা প্রতিজ্ঞা করেন আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিরোধীদের একচুল জমিও তারা ছাড়বে না। জীবনপণ লড়াই করে ছিনিয়ে আনবে জয় আর এটাই হবে তাদের প্রাণপ্রিয় নেতার প্রতি তাদের প্রকৃত শ্রদ্ধার্ঘ। প্রসঙ্গত, কমরেড শিশির সোম শুধুমাত্র রাজনীতি নয় সাহিত্য সঙ্গীত চর্চার পাশাপাশি নানা সামাজিক কর্মকান্ডের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। তিনি শ্রীরামপুর আই ব্যাঙ্কের সম্মানিয় সদস্য ছিলেন। ছিলেন শ্রীরামপুর নেতাজী পাঠাগারেরও একজন সম্মানিয় সদস্য।

(বাঁদিকে) হাসপাতালে রক্তপতাকা অর্পণ করে রাজ্য নেতৃত্বের শ্রদ্ধা। (ডানদিকে) গ্রামের বাড়িতে। ফটো ঃ কালান্তর

শুটিংয়ের জন্যে স্টেশনের নামবদল, ক্ষোভ রেলযাত্রীদের

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ রাতারাতি বদলে গেল রেলস্টেশনের নাম। তার আগে ঘুণাক্ষরেও জানতে পারলেন না রেলযাত্রীরা। পূর্ব রেলের বর্ধমান-সাহেবগঞ্জ লুপ লাইনে আউশগ্রাম এলাকার বনপাস-এর নাম বদলে গিয়ে হল পাহাড়গঞ্জ হল্ট ! আর এই নতুন নাম নিয়ে রীতিমতো বিভ্রান্ত বহু রেলযাত্রী। এক নিত্যযাত্রী সোশ্যাল মিডিয়ায় বদলে যাওয়া নামফলকের ছবি পোস্ট করে ক্ষোভপ্রকাশ করেছেন। জানা গিয়েছে, বনপাস স্টেশনের এই নামবদল কেবলমাত্র তিনদিনের জন্য। ২৮ মার্চ থেকে ৩০ মার্চ – এই তিনদিন ধরে বনপাস স্টেশনে একটি বাংলা সিনেমার শুটিং চলছে। পরিচালক পৃথা চক্রবর্তীর পরিচালনায় সিনেমার নাম পাহাড়গঞ্জ হল্ট। এই প্রেমের ছবিতে জুটি বঁধেছেন ঋত্বিক চক্রবর্তী এবং পাওলি দাম। এছাড়াও এই ছবিতে অভিনয় করছেন খরাজ মুখোপাধ্যায়, শান্তিলাল মুখোপাধ্যায়, বাসবদত্তা চট্টোপাধ্যায়, সোহাগ সেনের মতো অভিনেতা-অভিনেত্রীরা। রেলের অনুমতি নিয়েই তিনদিনের জন্য বনপাস স্টেশনে সেট সাজিয়েছেন পরিচালক। তাই বদলেছে নামফলক। এই শুটিং ঘিরে এলাকার মানুষের কৌতূহলের মাঝে শুরু হয়েছে বিতর্কও। কারণ স্থানীয়দের একাংশের বক্তব্য, এমন নামবদলের বিষয়ে যাত্রীদের উদ্দেশে আগাম জানানো উচিত ছিল। কারণ, এই স্টেশনে রেলযাত্রীরা বিভ্রান্ত হচ্ছেন। বিল্বগ্রামের এক নিত্যযাত্রী সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করে ক্ষোভপ্রকাশ করেছেন। তিনি লেখেন, বনপাস স্টেশনের নাম রাতারাতি পালটে গিয়ে হল পাহাড়গঞ্জ হল্ট স্টেশন। কিন্তু দুর্ভাগ্য, এ বিষয়ে রেল কর্তৃপক্ষ বা দায়িত্বশীল জনসংযোগ আধিকারিকের পক্ষ থেকে জনগণের কাছে আগাম কোনও প্রচার বা নির্দেশিকা কেন দেওয়া হল না। পূর্ব রেলের জনসংযোগ আধিকারিক বা সেফটি অফিসারের বা রেল কর্তৃপক্ষের এ বিষয়ে একটু বোঝা উচিত ছিল যে, রেল কেবলমাত্র লাভার্জনের জায়গা নয় বা স্ফূর্তি করার জায়গা নয়। ভারতীয় রেল হল মূলত সেবামূলক প্রতিষ্ঠান। এলাকার এক বাসিন্দা বলেন, স্টেশনের টিকিট কাউন্টারে টিকিট কাটতে গিয়ে তাদের সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। শুটিং হওয়ার নিরাপত্তা রক্ষীরা বাধা দিচ্ছে। নিরাপত্তার কড়াকড়িতে অনেকেরই সমস্যা হচ্ছে। পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কৌশিক মিত্রের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, তিনদিন ওখানে শুটিং হবে। তবে সমস্যা হলে বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

ঝগড়ার জেরে বোনকে খুন দাদার

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ বোনের সঙ্গে দাদার ঝগড়া। আর তার পরিণতি হল মর্মান্তিক। মা-বাবার সামনেই চাকুর আঘাতে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থী বোনকে খুন করল দাদা।

ভয়ংকর এই ঘটনাটি ঘটেছে জলপাইগুড়ি শহরের ৭৩ মোড় সংলগ্ন দেবনগরের উত্তরপাড়া এলাকায়। খুনের ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। এলাকার শোকের ছায়া নেমে এসেছে। দাদার হাতে বোন খুন হয়ে যাওয়ার এই ঘটনায় স্তম্ভিত প্রতিবেশীরাও।

জানা গিয়েছে, নিহত বোন এবারের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থী ছিল। বুধবার রাতে ভাই-বোনের মধ্যে তুমুল বিবাদ হয়। যে ঝগড়ার আওয়াজ শুনতে পান প্রতিবেশীরাও।

অভিযোগ, ঝগড়া বিবাদের সময়ই রাগের মাথায় মা-বাবার সামনেই চাকু দিয়ে বোনের পিঠে একাধিকবার আঘাত করে দাদা। চাকুর আঘাতে গুরুতর জখম হয় বোন।

রক্তাক্ত অবস্থায় বোনকে জলপাইগুড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

এই খুনের ঘটনায় দাদা রাহুল ঠাকুরকে পুলিস আটক করেছে। কী কারণে এমন ঘটনা ঘটেছে, তা জানার জন্য তদন্ত শুরু করেছে জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানার পুলিস। মৃতদেহটি উদ্ধারের পর ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে পুলিস।

স্কিম কর্মীদের সভা
এআইটিইউসি রাজ্য কাউন্সিলের উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গের অঙ্গনওয়াড়ি আশা কর্মী প্রভৃতি স্কিম কর্মীদের সভা
২ এপ্রিল বেলা ১২টা থেকে
এআইটিইউসি রাজ্য দপ্তর
উজ্জ্বল চৌধুরী
সাধারণ সম্পাদক
এআইটিইউসি প.ব. কমিটি

তৃণমূলের হাতে তৃণমূল খুন

১ পৃষ্ঠার পর

গুলি চলতে শুরু করে। আর গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু হয় ফাইজুল রহমান নামে এক তৃণমূল কর্মী। তাঁর বুকে গুলি লাগে। আহত হয়েছেন আরও বেশ কয়েকজন। খবর পেয়ে চোপড়া থানার পুলিস ঘটনাস্থলে আসে।

সূত্রের খবর, তৃণমূল কংগ্রেসের দুই গোষ্ঠীর বচসার জেরেই গুলি চলে। গুলিতে জখম হন বেশ কয়েকজন তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী। তাঁদের দ্রুত ইসলামপুর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই মারা যান ফাইজুল রহমান এবং বাকিদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বুথ কমিটির বৈঠক শেষ হওয়ার পরেই গুলি চলে। বাড়ি ফেরার সময় বাইরের কিছু দুষ্কৃতী এসে ফাইজুলকে লক্ষ্য করে গুলি চালাতে থাকে। সেখানেই রক্তাক্ত অবস্থায় লুটিয়ে পড়ে ফাইজুল। গুলি লাগে আরও তিনজনের। এগুলি সবই ছররা গুলি।

এখানে বৈঠক চলাকালীন নির্বাচনী টিকিট বিতরণ ঘিরে বচসা বাধে। সেখান থেকেই একটি গোষ্ঠী, অন্যদের লক্ষ্য করে গুলি চালায় বলে অভিযোগ। বিষয়টি জানতে পেরে এলাকায় পৌঁছয় বিশাল পুলিসবাহিনী। এলাকার বাসিন্দাদের জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। ইসলামপুরে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জেরে এক সিভিক ভলান্টিয়ারের হয়েছিল কয়েকদিন আগে। ফাইজুলের ছেলে বলেন, যে দুষ্কৃতীদের গুলিতে আমার বাবার প্রাণ খোয়া গেল তারা সবাই তৃণমূলের অন্য গোষ্ঠীর মদতপুষ্ট। এলাকায় তৃণমূল এখন দুটি শিবিরে ভাগ হয়ে গিয়েছে।

গাছ বাঁচাও আন্দোলনের নেত্রীকে প্রাণনাশের হুমকি

১ পৃষ্ঠার পর

কথা মাথায় রেখে আমরা যশোর রোডের গাছগুলো নিয়ে চিন্তিত। এই শতাব্দী প্রাচীন গাছগুলির রক্ষণাবেক্ষণ, তার পরিচর্যা, সময়মত শুকনো ডাল কাটা এগুলির বিষয়ে আমরা বারংবার বনদপ্তর, পিডব্লিউডিকে চিঠি দিয়ে আবেদন করি কিন্তু কোনও ফল হয়নি। ইতিমধ্যে আমরা গাছ বাঁচানোর দাবিতে ২৫ মার্চ পথে নামি।

বহু মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে আমাদের সঙ্গে যোগদান করেন। এই পরিস্থিতিতে গত ২৮ মার্চ সকালে আমার কাছে সকাল ১১-২০ নাগাদ একটি অপরিচিত নম্বর ৯১৮৯২৬৫২২৫০৫ থেকে ফোন করে হুমকি দেওয়া হয়। যেখানে আমাকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ এবং প্রাণনাশের হুমকি পর্যন্ত দেওয়া হয়। একজন নারী কর্মী হিসেবে যা চরম অবমাননাকর। আমি মানসিকভাবে বিপর্যস্ত। এমতাবস্থায় আমার নিজের নিরাপত্তা নিয়ে আমি চিন্তিত।

আমি প্রশাসনের কাছে আবেদন করছি বিষয়টিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে দেখা হোক এবং ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে আপনারা কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।

মুখ্যমন্ত্রীর কটুক্তির তীব্র প্রতিবাদ

১ পৃষ্ঠার পর

বিবৃতিতে সংগঠনের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক বাসুদেব বসু বলেন, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডিএ নিয়ে আন্দোলনরত সরকারি কর্মচারিদের চোর-ডাকাত হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন যা তীব্র নিন্দনীয়। মুখ্যমন্ত্রীর এই অশালীন মন্তব্যের তীব্র ধিক্কার জানাই এবং তা প্রত্যাহার করার দাবি জানাচ্ছি। অবিলম্বে শ্রমিক-কর্মচারিদের এই আন্দোলনের প্রতি অশালীন মন্তব্যের জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে ক্ষমা চাইতে হবে।

কলকাতা হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির টিএস শিবজ্ঞানম

স্টাফ রিপোর্টার ঃ অবসর নিলেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি প্রকাশ শ্রীবাস্তব। কলকাতা হাইকোর্টের পরবর্তী ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি হতে চলেছেন টিএস শিবজ্ঞানম। আজ শুক্রবার ৩১ মার্চ থেকে তিনি ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব সামলাবেন। কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে ইতিমধ্যেই এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি-সহ তিন বিচারপতির কলেজিয়াম কলকাতা হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি হিসেবে বিচারপতি শিবজ্ঞানমের নাম সুপারিশ করে। সেই মর্মে সম্মতি জানায় কেন্দ্র। এরপরেই কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রক বিজ্ঞপ্তি জারি করে ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি হিসেবে শিবজ্ঞানমের নাম ঘোষণা করে।

বৃহস্পতিবার বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানানো হয়েছে, বিচারপতি প্রকাশ শ্রীবাস্তবের অবসরের পর ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি হিসেবে বিচারপতি শিবজ্ঞানম আগামী ৩১ মার্চ থেকে দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। এদিন কলকাতা হাইকোর্টে বিচারপতি প্রকাশ শ্রীবাস্তবের বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অন্যদিকে, বিচারপতি শিবজ্ঞানম এক বছরেরও বেশি সময় ধরে কলকাতা হাইকোর্টে বিচারপতি হিসেবে কাজ করছেন। বিচারপতি শিবজ্ঞানমের জন্ম তামিলনাড়ুতে। আইনের ডিগ্রী পাস করার পর আইনজীবী হিসেবে নাম নথিভুক্ত করেন ১৯৮৬ সালে। দীর্ঘ ২৩ বছর ধরে আইনজীবী থাকার পর তিনি ২০০৯ সালে মাদ্রাজ হাইকোর্টের অতিরিক্ত বিচারপতি হিসেবে হিসেবে তাঁর পথ চলা শুরু হয়। ১২ বছর মাদ্রাজ হাইকোর্টের বিচারপতি হিসাবে কাজ করেন। এরপর ২০২১ সালের অক্টোবর তিনি কলকাতায় হাইকোর্টের বিচারপতি হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। প্রধান বিচারপতির পর তিনি কলকাতায় হাইকোর্টের দ্বিতীয় প্রবীণ বিচারপতি হওয়ায় তাঁকে ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি করার সুপারিশ করে সুপ্রিম কোর্ট কলেজিয়াম।

বিচারপতি শিবজ্ঞানম বেশ কয়েকটি মামলায় গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ করেছেন। সম্প্রতি বিচারপতি রাজশেখর মান্থার এজলাস বয়কট করেছিলেন হাইকোর্টের আইনজীবীরা। এরপরে আদালত অবমাননার রুল জারি করেছিলেন বিচারপতি রাজশেখর মান্থা। সেই রুলের বিচার করেছে বিচারপতি শিবজ্ঞানমের নেতৃত্বে বৃহত্তর বেঞ্চ। পর্যবেক্ষণে তিনি জানিয়েছিলেন, আইনজীবীরা যা করেছেন তাতে বিচারের মান এবং মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়। প্রসঙ্গত, ২০২৫ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর অবধি মেয়াদ রয়েছে বিচারপতি শিবজ্ঞানমের।

পূর্ব মেদিনীপুরে বামফ্রন্টের বিক্ষোভ

সংবাদদাতা ঃ রেগা প্রকল্পে কেন্দ্রীয় সরকারের পশ্চিমবঙ্গের জন্য অর্থ বরাদ্দ না করা, রাজ্যে শিক্ষক নিয়োগ সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে দুর্নীতির বিরুদ্ধে বৃহস্পতিবার পূর্ব মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন সহানে বিক্ষোভ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এদিন ছিল বামফ্রন্টের তিনদিনব্যাপী গণসংযোগ ও বিক্ষোভ অভিযানের শেষদিন। তমলুকের মিছিলে নেতৃত্ব দেন কার্তিক ঘোষ, গৌরাঙ্গ কুইলা, অশোক শী। বক্তব্য রাখেন সিপিআই'র পক্ষে মনোতস সামন্ত, আর এস পি'র নারায়ণ সামন্ত ও সিপিআইএম-এর পক্ষে চন্দ্র পাঁজা ও রীতা দত্ত। কাঁথি শহরে বামফ্রন্টের মিছিলে নেতৃত্ব দেন সিপিআই (এম)-এর হর প্রসাদ ত্রিপাঠী, সিপিআই'র তেহরান হোসেন। বক্তব্য রাখেন সিপিআই' র পক্ষে সেখ খলিল উদ্দিন, সিপিআইএমের নিরঞ্জন সিহি, হিমাংশু দাস।

বৃহস্পতিবার তমলুকে মিছিল। ফটো ঃ নিজস্ব

ঝড়ো হাওয়ার সঙ্গে শিলাবৃষ্টির সম্ভাবনা

স্টাফ রিপোর্টার ঃ সকাল থেকেই শহর কলকাতা জুড়ে রোদের দাপট। গরমে একেবারে নাজেহাল দশা কলকাতাবাসীর। এই আবহে ঝোড়ো হাওয়া এবং শিলাবৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। ৩১ মার্চ শুক্রবারের পাশাপাশি ১ এপ্রিল শনিবার এই আবহাওয়া থাকার সম্ভাবনা রয়েছে বলে হাওয়া অফিস জানিয়েছে। যদিও রবিবার থেকে পরিস্থিতির উন্নতি ঘটবে। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, ৩১ মার্চ শুক্রবার উত্তরবঙ্গের জেলাগুলির ওপর দিয়ে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঘণ্টায় ৪০ থেকে ৫০ কিমি বেগে ঝোড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে। সঙ্গে কোনও কোনও জায়গায় শিলাবৃষ্টির সম্ভাবনাও রয়েছে। শুক্রবার উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গের জন্যও কমলা সতর্কবার্তা জারি করা হয়েছে। বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ এবং নদিয়া জেলার কোনও কোনও জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঘণ্টায় ৪০-৫০ কিমি বেগে ঝোড়ো হাওয়া এবং শিলাবৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

বাংলা সাধারণ রঙ্গালয়ের সার্ধশতবর্ষ উদযাপনে দুর্গাদাস স্মৃতি সংঘের

ব্যাপিকা বিদায়

রসরাজ অমৃতলাল বসু লিখেছিলেন 'ব্যাপিকা বিদায়' নামে হাস্যরসের এই নাটক আজ থেকে ৯৭ বছর আগে। নাটকে আছে হাসির ছড়াছড়ি পাকা পাকা বুলি। একশ বছর আগের ঔপনিবেশিক শাসকরা এদেশ শোষণ আর লুণ্ঠনের প্রয়োজনে এক শ্রেণির কেরাণি আর মুৎসুদ্দি তৈরি করেছিল। বাঙালির নিজস্ব
রীতিনীতি ও মূল্যবোধ এরা ধ্বস্ত করেছিল। তারই একটি নিখুঁত ব্যঙ্গচিত্র 'ব্যাপিকা বিদায়' নাটকে ফুটে উঠেছে।
মিনি আর পুষ্পবরণের সুখী দাম্পত্য জীবনে কালগ্রহের মত আবির্ভাব ঘটে প্রাচীনপন্থী জাহাবাজ প্রৌঢ় রমণী মিসেস পাকড়াসীর, যিনি মিনির মা পুষ্পবরণের শাশুড়ি। স্ত্রীর অঙ্গুলিহেলনে পুরুষ চরকির মতো ঘুরবে, মেয়েজামাইয়ের দাম্পত্য জীবনে তিনি এই মতটার প্রয়োগ দেখতে চান। কিন্তু মিনি পতিব্রতা রমণী। স্বামীর কোনও কথাই সে অমান্য করেনা। অতএব, জমে ওঠে নাটকের রসায়ন। নানান চরিত্রের নানান কথামালায় দেখা যায় তরল হাসি মস্করা তামাসা। দর্শকদের মধ্যে হা হা হি হি হাসি, নিঃশব্দ হাসিতে নাটক জমে ওঠে। এ নাটকে আজকের যুগের মানুষের মধ্যে প্রচলিত বক্রোক্তি, মিছরির ছুরি নেই। মজাদার সংলাপ,শরীরি অভিনয় দিয়ে কৌতুক আর ভুলভাল ইংরেজি ও তার আরও ভুলভাল উচ্চারণ দিয়ে নাটকটিকে রসঘন করে তোলা হয়েছে। যেমন, সেলফিশ হয়েছে শেল ফিস, প্যালপিটেশন হয়েছে প্যালপিলেশন, ন্যাচারাল হয়েছে ন্যাশানাল, ইংরেজি হয়েছে ইনজেরি, সি-সাইড হোটেল হযেছে সুইসাইড হোটেল, তবে দুচারটে ডায়ালগে দেশাত্মবোধ মেশানো হয়েছে। দুর্দান্ত অভিনয় করেছেন পুষ্পবরণ চরিত্রে নীলাঞ্জন গাঙ্গুলি, জটিলেশ্বর করেছেন সঞ্জয় দাস, সঞ্জীব চরিত্রে পবিত্র চট্টোপাধ্যায়, ঘনশ্যাম করেছেন জয়ন্ত মিত্র, মিনি চরিত্রে পিয়ালী সামন্ত, মিসেস পাকড়াসী মধুরিমা গোস্বামী, চমৎকার সঞ্জিতা এবং ঝি চরিত্রে রূপা ঘোষ। নাট্য নির্দেশক অসিত বসু। বাংলা সাধারণ রঙ্গালয়ের সার্ধশত বর্ষ উদযাপন উপলক্ষে দক্ষিণ কলকাতার তপন থিয়েটারে মঞ্চায়িত হলো 'ব্যাপিকা বিদায়'।
দুর্গাদাস স্মৃতি সংঘের প্রযোজনায় নাটকটির আয়োজন করেছে নাট্য সংহতি সংগঠন। রসরাজ অমৃতলাল বসু সে যুগে বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করতেন আবার নাটক ও লিখতেন। তাঁর মঞ্চসফল হাস্যরসের নাটকগুলির তাকে 'রসরাজ' আখ্যা দেওয়া হয়েছিল।

কৃষ্ণনগর সিঞ্চনের জাতীয় নাট্যোৎসব

১০-১৩ মার্চ কৃষ্ণনগর সিঞ্চনের জাতীয় নাট্যোৎসব হয়ে গেল স্থানীয় রবীন্দ্রভবনে। প্রথমদিন মুক্তমঞ্চে সঙ্গীত দিয়ে সূচনা করলেন হেলেন কেলার বিদ্যামন্দিরের দৃষ্টিহীন ছাত্র-ছাত্রীরা। সঙ্গে ছিল আকাশের একক নাটক আবৃত্তি 'কালবেলার ধ্বনি'। ছিল দুই নাটক, কলকাতা শ্যামবাজার নাট্যচর্চা কেন্দ্রের 'নবজাতক', নির্দেশক সমরেশ বসু ও কাঁচরাপাড়া ফিনিকের 'বিলাসী বেদনা নয়', নির্দেশক কাবেরী মুখার্জি। ১১ মার্চ দ্বিতীয়দিন ছিল বিহার পাটনার বোধিসত্যের নাটক 'ব্রোকেন চেয়ার', নির্দেশনা স্বরম উপাধ্যায় এবং চন্দনগর রঙ্গপিঠের 'জঙ্গলের দিন রাতের জঙ্গল', নির্দেশনা সুমন সিংহ রায়। মুক্তমঞ্চে ছিল কৃষ্ণনগর সিঞ্চনের 'ও নদীরে', নির্দেশক

কৌটো নাটকের অভিনয় চলছে

সুশান্ত কুমার হালদার। প্রসেনিয়াম মঞ্চে ছিল গয়েশপুর সংলাপের 'চৈতন্য', নির্দেশক সুদীপ্ত দত্ত। ১৩ মার্চ শেষদিন মুক্তমঞ্চে ছিল বারাকপুর বিসর্গের 'কৌটো'। এদিন প্রসেনিয়াম মঞ্চে ছিল ইছাপুর আলেয়ার 'স্পর্শ', নির্দেশনা শুভেন্দু মজুমদার এবং ব্যান্ডেল নান্দনিকের 'হাজার মাইল অন্ধকার', নির্দেশনা সমীরণ সমাদ্দার।
দুই উৎসব মঞ্চ উৎসর্গিত ছিল দুই প্রয়াত নাট্যব্যক্তিত্বের স্মৃতিতে। মুক্তমঞ্চ অশোক রায় চৌধুরীর এবং প্রসেনিয়াম মঞ্চ অম্বুজ কুমার মৌলিকের নামে। এবারের কৃষ্ণনগর সিঞ্চন সম্মান পেলেন নাট্যব্যক্তিত্ব শান্তনু মজুমদার এবং নাট্যদল টাকি নাট্যম। সমাপ্তি হয় বসন্তের গান ও নৃত্যে। আবিরের ছোঁয়া ও পলাশের উষ্ণ পরশে রঙিন হয়ে ওঠে বিদায়বেলা।

নৈহাটি রঙ্গসেনার রঙ্গোৎসব

নৈহাটি রঙ্গসেনার তৃতীয় আন্তর্জাতিক নাট্যোৎসব তথা ৬ষ্ঠ রঙ্গোৎসব নৈহাটি ঐকতান মঞ্চে হয়ে গেল, ২-৫ ফেব্রুয়ারি। শাঁওলি মিত্র ও পিটার ব্রুককে স্মরণে।
উদ্বোধনী সংগীত ছিল রঙ্গসেনার শিল্পীদের। প্রারম্ভিক বক্তব্য রাখেন সভাপতি দেবব্রত ঘোষ। ছিলেন ড. তাপস দাস, দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়, আনিসুর রহমান ও দেবিন্দা বিক্রমসিংহ। ইটালী থেকে নাট্যব্যাক্তিত্ব স্যার মার্কো লুলি ও আমির নওয়াজের প্রেরিত শুভেচ্ছা বার্তা প্রোজেক্টরে দেখান হয়। প্রথম সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ছৌনাচ সৌরভ দসান্ডির পরিচালনায়। মাতিয়ে দেয় পুরুলিয়ার প্রাচীন লোকনৃত্য। প্রথম নাটক 'দলছুট'। অভিনয় করে শিশু অভিনেতারা। কলকাতার এস নাটক শিখির অনবদ্য নাট্যপ্রযোজনা। মুক্ত মঞ্চে নৈহাটি রঙ্গসেনার পরিবেশনা ছিল কাব্য নৃত্যনাট্য 'বিদায় অভিশাপ'। পরিচালক দীপ ভৌমিক। মূলমঞ্চে 'গান্ধারী' অশোকনগর নাট্যমুখের অপূর্ব প্রয়াস। কর্ণধার অভি চক্রবর্তী। মুক্তমঞ্চে রবীন্দ্র সংগীত পরিবেশন করলেন বন্দনা ও আয়ান। এদিনের শেষ নাটক পাকিস্তান মাস ফাউন্ডেশনের 'দা কিং অফ নাথিং' ছিল এক অসাধারণ উপস্থাপনা।
দ্বিতীয়দিনে কিশোর কিশোরী ও শিশুদের নিয়ে মাইম ও পেন্টোমাইম অবলম্বন করে হয় কর্মশালা। প্রশিক্ষক আনিসুর রহমান শিপ্পু। বিকেলের সেমিনারের বিষয় ছিল 'মহাকাব্যিক নির্দেশক পিটার ব্রুক'। বক্তা ছিলেন নাট্যব্যক্তিত্ব সুপ্রিয় সমাজদার, শ্রীলংকার দেবিন্দা বিক্রম সিংহে ও নাট্য সমালোচক তমাল মুখার্জি। সন্ধ্যায় ছিল বাংলাদেশের বেঙ্গল নাট্যম এবং বিয়্যাম ল্যাবরেটরি স্কুল প্রযোজিত মনোজ্ঞ নাটক 'দখল'। মুক্তমঞ্চে লোকগীতি পরিবেশনা লালন একাডেমীর, পরিচালনায় শুভেন্দু মাইতি। মূল মঞ্চে ছিল 'একটি সেলসম্যানের মৃত্যু', প্রযোজনা টেনথ প্লানেট। পরিচালক স্বরণ্য দে
৪ ফেব্রুয়ারি ছিল নাট্য সেমিনার 'নাথ বতি শাঁওলি মিত্র'। বলেন নাট্য ব্যক্তিত্ব প্রবীর গুহ এবং নাট্য সমালোচক ড.অপূর্ব দে। মুক্তমঞ্চে টালিগঞ্জ স্বপ্ন মৈত্রী পরিবেশন করে 'আদাব'। মূল মঞ্চে নৈহাটি রঙ্গসেনা উপস্থাপিত করল 'শ্রীচরণকমলেষু'র ৯৯তম প্রদর্শন। ধ্রুপদ ঘোষ অভিনীত নির্দেশিত। রঙ্গসেনার পূর্ণাঙ্গ প্রযোজনা 'উত্তরায়ন'ও প্রশংসিত হয়। নাটক, পরিচালনায় ধ্রুপদ ঘোষ, নাটককার দেবব্রত ঘোষ।
গত দুদিনের অনুষ্ঠানে বিশিষ্টজনদের সম্মাননা জ্ঞাপন করা হয়েছে।
শেষদিনের সেমিনার ছিল 'আ-মরি বাংলা থিয়েটার'। বলপন প্রদীপ ভট্টাচার্য ও বৈদ্যনাথ চক্রবর্তী। ছিল ঐন্দ্রি দাসের নৃত্যানুষ্ঠান। মুক্তমঞ্চে ছিল টালিগঞ্জ স্বপ্ন মৈত্রীর 'আদাব', পরিচালক ইন্দ্রনীল মুখোপাধ্যায়। মূল মঞ্চে ছিল মুক্তধারার 'কেতকী উপাখ্যান', পরিচালক দীপ ভৌমিক। শিশুরা মন কেড়ে নেয়। হাযদ্রাবাদ সুদ্রক পরিবেশন করে তেলেগু নাটক 'রক্সাসুডি থোটা'। অপূর্ব নাটক। শেষে ছিল শ্রীলংকা থ্রি আইডিয়া কনসেপ্ট থিয়েটারের 'আইএম হাফ মাস্টেড', ডেভিন্ডা বিক্রম সিংহে পরিচালিত। এটিও ছিল অপূর্ব। প্রতিদিনই অংশগ্রহণকারী দেশগুলির জাতীয় সংগীত দিয়ে অনুষ্ঠান শেষ করা হয়। সম্পাদক দীপ ভৌমিকের সমাপ্তি ভাষণ দিয়ে শেষ হয় নাট্যোৎসব।

বিশ্ব নাট্য দিবস উদযাপন ন্যাজাট ভাবনার

গত ২৬ মার্চ বিশ্ব নাট্য দিবস উপলক্ষে ন্যাজাট ভাবনার অন্তরঙ্গ পরিসরে উৎসব পালন হয়। দলের আবৃত্তি বিভাগের আবৃত্তি কোলাজ দিয়ে শুরু হয় অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে গান শোনান দলের সদস্যা বিশিষ্ট সংগীতশিল্পী পৌলমী চক্রবর্তী। একক নৃত্য, কবিতা আবৃত্তি পরিবেশন করে দলের ছাত্রছাত্রীরা। ন্যাজাট ভাবনার প্রযোজনায় দুটি নাটক পরিবেশিত হয় এই অনুষ্ঠানে। প্রথম নাটক 'দেশে ফেরা', নির্দেশনা কবিশংকর মৃধা। দ্বিতীয় নাটক 'ইতি সৌদামিনী', নির্দেশনা মৌমিতা বর সাহা। দুটি নাটক-সহ গোটা অনুষ্ঠান উপভোগ্য হয়ে ওঠে।

কলকাতা স্বতন্ত্রের

জ ন নী

বিশ্ব নাট্য দিবসের প্রাক্কালে গত ২৪ মার্চ বরানগর রবীন্দ্রভবনে কলকাতা স্বতন্ত্র নাট্যদলের 'জননী' নাটকের চতুর্থ মঞ্চায়ন হয়। ইন্দ্রাশিস লাহিড়ির এই নাটকে মুন্সীয়ানার সঙ্গে প্রাণদান করেছেন অভিনেতা-নির্দেশক সায়ন চক্রবর্তী। নাটকে রয়েছেন রাজর্ষি ব্যানার্জি নামের এক যুবক, যার সমস্ত জগত হুইলচেয়ারে সীমাবদ্ধ। নিজ ঘরে বন্দি। বাবাকে হারানোর পর তার মা তার ওপর এতটাই যত্নশীল হয়ে ওঠেন যে, তিনি সব দায়িত্ব নিজের হাতে পালন করেন এবং রাজর্ষিকে এক মুহূর্তের জন্যও একা ছাড়েন না। কিন্তু তাঁর এই যত্ন একটা সময়ের পর রাজর্ষিকে দমবন্ধকর পরিস্থিতির মধ্যে ফেলে দেয়। তার থেকে মুক্তি পেতে

সে বেশ কয়েকবার আত্মহত্যার চেষ্টা করে। কিন্তু অসফলতা তাকে তার মায়ের প্রতি আরও বেশি নির্ভরশীল করে তোলে। বাইরের জগতের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়। রাজর্ষির জায়গা হয় প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ বা।রি জানলাবিহীন একটা ঘরে যেখানে টিভি, মোবাইল কিছুই নেই, এমনকি ডাক্তারবাবু চেকআপের জন্য আসলেও তার মা কোনও মতেই একা ছাড়েন না।
রাজর্ষির জন্মদিনে উপহার কিনতে যাওয়ার সময় মিসেস ব্যানার্জির আপত্তি থাকা সত্ত্বেও ডাক্তারবাবুর অনুরোধে কয়েক ঘন্টার জন্য একজন নার্সকে আনা হয় রাজর্ষির দেখাশোনা করার জন্য। নার্স মঞ্জিরা তার যথাযথ দায়িত্ব পালন করার চেষ্টা করলেও, অবশেষে রাজর্ষির ফাঁদে পা দেন। অজান্তেই তিনি তাঁর পেশেন্টকে তার যন্ত্রণাময় জীবন থেকে চিরতরে মুক্তি দিয়ে ফেলেন।
নার্সের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় রয়েছেন অভিনেত্রী ন্যান্সী। রাজর্ষির চরিত্রে এবং আবহ নির্মাণে পরিচালক তাঁর বহুমুখী প্রতিভার পরিচয় দেন। আলো পরিকল্পনা করেছেন অমিত পাল এবং প্রক্ষেপন করেছেন ভিকি। আবহ প্রক্ষেপনে ছিলেন শ্রীতমা বসু।

ফিল্মফেয়ার পুরস্কার জিতে নিল দোস্তজী এবং আ হোলি কনসপিরেসি

আ হোলি কনসপিরেসি

সম্প্রতি কলকাতায় বসেছিল ফিল্মফেয়ার অ্যাওয়ার্ডসের আসর। জাঁকজমক আয়োজনের মধ্য দিয়ে ফিল্মফেয়ার অ্যাওয়ার্ডস 'বাংলা ২০২২' প্রদান করা হয়েছে। এবার যৌথভাবে সমালোচকদের বিচারে সেরা ছবি হয়েছে 'আ হোলি কন্সপিরেসি' ও 'অভিযান'। শৈবাল মিত্র পরিচালিত 'আ হোলি কন্সপিরেসি'তে প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছে তিন গুণী অভিনয়শিল্পী। একদিকে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, অন্যদিকে নাসিরউদ্দিন শাহ। আবার গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে দেখা গেছে বাংলাদেশের পার্থপ্রতিম মজুমদারকে। অন্যদিকে কিংবদন্তি অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের বায়োপিক নিয়ে 'অভিযান'। বায়োপিক নির্মাণ করেছেন পরিচালক ও অভিনেতা পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়। বায়োপিকে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের যুবক বয়সের চরিত্রে অভিনয় করেছেন যিশু সেনগুপ্ত।
পুরস্কারপ্রাপ্তদের তালিকা ঃ সেরা ছবি দোস্তজি ও বল্লভপুরের রূপকথা। সেরা পরিচালক দোস্তজীর প্রসূন চট্টোপাধ্যায়। সমালোচকদের বিচারে সেরা অভিনেতা যিশু সেনগুপ্ত, অভিযান ছবির জন্য। সেরা অভিনেত্রী স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায় শ্রীমতী ছবির জন্য। সেরা অভিনেত্রী শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায় বৌদি ক্যান্টিন ছবির জন্য ও গার্গী রায়চৌধুরী মহানন্দা ছবির জন্য। সেরা অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তী প্রজাপতির জন্য। সেরা সহ-অভিনেতা শ্যামল চক্রবর্তী বল্লভপুরের রূপকথা ছবির জন্য। সেরা সহ-অভিনেত্রী মমতা শংকর প্রজাপতি প্রজাপতির জন্য।

কল্যাণীতে আশাবরীর শাস্ত্রীয় সংগীতের আসর

আশাবরী কল্যাণীর সূচনা উদ্যোগ হিসাবে গত ২৬ মার্চ, ২০২৩ ঋত্বিক সদনে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল একটি মনোজ্ঞ শাস্ত্রীয় সংগীত সন্ধ্যা। চার ঘন্টার বেশি সময়ের এই অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী নৃত্য পরিবেশন করেন গুরু প্রণব সান্যালের সুযোগ্যা ছাত্রী আশাবরী কল্যাণীর সদস্যা চন্দ্রানী রায়। এরপর প্রবীণ সেতারবাদক রবি চক্রবর্তী, কণ্ঠশিল্পী আলপনা রায় ও তবলা বাদক রাজনারায়ণ ভট্টাচার্যকে আশাবরীর পক্ষ থেকে সম্মাননা জ্ঞাপন করা হয়। তাঁরা প্রত্যেকেই বর্তমান সময়ে শাস্ত্রীয় সংগীতচর্চার প্রয়োজনীয়তা ও তাদের পথচলার অভিজ্ঞতা দর্শকদের সঙ্গে ভাগ করে নেন। আশাবরীর সঙ্গে থাকার আশ্বাস দেন। প্রথমে সরোদ পরিবেশন করেন সন্ময.গুহ, কণ্ঠসংগীত পরিবেশন করেন অনল চ্যাটার্জি এবং সেতার পরিবেশন করেন পন্ডিত পার্থ বসু। এঁদের সঙ্গে তবলায.সঙ্গত করেন যথাক্রমে আশিস চক্রবর্তী ও ইন্দ্রনীল মল্লিক। শিল্পীদের বাদনশৈলী ও কণ্ঠসংগীত উপস্থিত পাঁচ শতাধিক

শ্রোতার মনোরঞ্জন করে। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন আশাবরী, কল্যাণীর সভাপতি বিশ্বনাথ চক্রবর্তী।সুচারু সঞ্চালনায় ছিলেন শর্মিষ্ঠা ভট্টাচার্য ও অনন্যা চট্টোপাধ্যায়। সমগ্র অনুষ্ঠানে আশাবরী কল্যাণীর ব্যবস্থাপনা ও কার্যক্রমকে যথোচিত মর্যাদায় এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সময়ানুবর্তিতা ও সাংস্কৃতিক মানসিকতার ছাপ পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। দীর্ঘদিন পর ঋত্বিক সদনে এই ধরনের শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের অনুষ্ঠান উপভোগ করে শ্রোতা দর্শকরা প্রত্যেকেই আশাবরী কল্যাণীর ভূয়ষী প্রশংসা করেন এবং আশাবরী কল্যাণীর সঙ্গে আগামী দিনগুলিতে পথ চলাতে শামিল হওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেন।

মুরারী মুখার্জি

গোবরডাঙ্গা কথাপ্রসঙ্গের নাট্য উৎসব

গোবরডাঙ্গা পৌর টাউন হলে সম্প্রতি হয়ে গেল গোবরডাঙ্গার কথাপ্রসঙ্গের তিনদিনের নাট্য উৎসব। কথাপ্রসঙ্গ নাট্য দল ২০০০ সাল থেকে কথাপ্রসঙ্গের পথ চলা শুরু
এই উৎসবের শুভ সূচনা করেন গোবরডাঙ্গা পৌরসভার পৌরপ্রধান শঙ্কর দত্ত । এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন নাট্য নির্দেশক আশিস দাস, শ্যমল দত্ত সহ বিশিষ্ট জনেরা। এদিন অতিথিদের সম্বর্ধনা জ্ঞাপন অনুষ্ঠানের পর দুটি নাটক মঞ্চস্থ হয়। তিন দিনব্যাপী এই কথাপ্রসঙ্গ নাট্য উৎসবে প্রতিদিনই ছিল দুটি করে নাটক। এই উৎসবে দুদিন ধরে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার প্রায় ১০-এর অধিক স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে 'বিদ্যালয় থেকে মঞ্চে' আন্ত বিদ্যালয় নাট্য প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল। আরও উল্লেখযোগ্য বিষয় গোবরডাঙ্গায় এই প্রথম ৩০-এর ও অধিক শিল্পী সমন্বয় গোবরডাঙ্গা পৌরটাউন হলের সম্মুখে এক বিশাল চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল সংস্থার পক্ষ থেকে। কথাপ্রসঙ্গ নাট্য সংস্থার কর্ণধার বিকাশ বিশ্বাস বলেন এবারের নাট্য উৎসবে প্রতিদিনই বাছা বাছা ২টি করে নাটক ছিল। আমাদের এবারের নাট্য উৎসবে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে আগত প্রায় ১০-এর ও অধিক স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে আন্ত বিদ্যালয় নাট্য প্রতিযোগিতা ও চিত্র প্রদর্শনী, ৩০ এর ও অধিক শিল্পী সমন্বয় গোবরডাঙ্গা পৌর টাউন হলের সন্মুখে এক বিশাল চিত্র প্রদর্শনী আয়োজন করেছিলাম। সবমিলিয়ে বলাই যায় কথা প্রসঙ্গের এই উৎসব সব দিকদিয়ে সফল।

ইন্দ্রজিৎ আইচ

শোভাযাত্রা ও নাটকে খড়দহ আহিরীর

বিশ্ব নাট্য দিবস উদযাপন

গত ২৭ মে বিশ্ব নাট্য দিবস উপলক্ষে খড়দহ আহিরী নাট্য সংস্থা এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার আয়োজন করেছিল। শোভাযাত্রা কল্যাণনগর থেকে রহড়া বাজার হয়ে পুনরায় ফিরে আসে কল্যাণ মঞ্চে। শোভাযাত্রায় আহিরি নাট্যসংস্থার সঙ্গে পা মিলিয়েছেন রহড়া খড়দার বিশিষ্ট মানুষেরা ও বিভিন্ন নাট্যদল। উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করে আহিরির সভাপতি উদিতি গোস্বামীর পরিচালনায় আহিরি নাট্য সংস্থার সদস্যরা। অনুষ্ঠান সূচনা করেন সাহিত্যিক সাধন চট্টোপাধ্যায়, আহিরির পরিচালক অমিত চক্রবর্তী ও শিল্পপতি গৌতম দাস। শ্রীচট্টোপাধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত ভাষণের পর শ্রুতিনাটক 'মনের জানালা' ও 'ঘরে বাইরে' পরিবেশন করেন সুজয়- মৌমিতা ও অংশুমান-পূজারিণী চক্রবর্তী। একে একে অনুষ্ঠিত হয় নাটক ব্রাত্য নাট্যজন বাকসার 'ভুল স্বর্গ'। গরলগাছা ডানকুনি স্বপ্নসৃজনের 'অ্যাক্সিডেন্ট', নূপুর নাট্য কলামন্ডলমের 'আওরত' ও 'হ্রস্বীকৃত' এবং রহড়া সৃজনের 'দাহ'। দর্শকধন্য এক মনোজ্ঞ নাট্য সন্ধ্যা উপহার পেল খড়দহবাসী।

কালান্তর
সম্পাদকীয়
৫৬ বর্ষ ১৭১ সংখ্যা ❑ ১৬ চৈত্র ১৪২৯ ❑ শুক্রবার

ভারকেন্দ্র ক্রমে সরে আসার ইঙ্গিত
আত্মহারার বদলে দায়িত্বশীলতার পরীক্ষার শুরু

বুধবার একদিকে বাম– কংগ্রেসের সঙ্গে মহামিছিল কলকাতায় ঝড় তুলছে। ঠিক তখনই পূর্ব মেদিনীপুরের তমলুকের নাইকুড়ি ব্লকের হিজলবেড়িয়া চাদরাবাড়ি সমবায়ে বাম প্রগতিশীল জোটের বিপুল জয়ের খবর এসেছে। শুধু ১২টি আসনের ১২টিত জয়ের তৃণমূলহীন সমবায়ের জন্য মানুষের রায় নয়, ৭০ শতাংশের বেশি ভোট দিয়ে ৪ বছর আগের বিরোধীহীন অবস্থা থেকে ভারকেন্দ্রের নিরঙ্কুশ বদলের ইঙ্গিত দিয়েছেন চাদরাবাড়ির মানুষ। এটিই একমাত্র নয়, এই জেলারই হলদিয়া, কোলাঘাট, পাঁশকুরায় একের পর এক এমনই ঘটে চলেছে। যে জেলা দিয়ে বাংলার বুকে তৃণমূলের উত্থান, কিছুদিন আগেও সেই জেলার বুকে তৃণমূলের প্রতিরোধে মানুষের জোটের কথা বলে বাম থেকে বিজেপি পর্যন্ত মুড়ি মুড়কি এক কৌটোয় মিশিয়ে দেবার যে ঝোঁক দেখা দিচ্ছিল, তা প্রতিরুদ্ধ হয়েছে। আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে তৃণমূল বিরোধী মানুষের মেজাজে ভর করে বামেদের হাত ধরে তাদের জমিতে ঢুকে পড়ার চাতুরি ব্যর্থ হতে শুরু করেছে।

কিন্তু, এক চাদরাবাড়ি এমনকি গোটা পূর্ব মেদিনীপুর জেলা মানেই এতবড় বাংলা নয়। অঞ্চলে অঞ্চলে ব্লকে ব্লকে জেলায় জেলায় এই বাংলার বৈচিত্র্য, বৈশিষ্ট্য, সমস্যা এবং তা সমাধানের উপাদান ও তার ভারসাম্যের বৈচিত্র্যও জটিল। একথা যেমন অনুধাবনযোগ্য তেমনই উপরোক্ত ইঙ্গিত মিলছে আরও। নানা জেলার বুকে, নানা ক্ষেত্রে মানুষের রায়ে। ঘটে গেছে সাগরদীঘির রায়। হয়তো বা আরও ঘটবে এমন। এগুলি সবই বাংলায় ভারকেন্দ্র বদলের প্রতি মানুষের আকাঙ্ক্ষার ইঙ্গিত। সম্ভাবনাময় বার্তা। যার এক বড় পরীক্ষা আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে।

সাগরদীঘি সহ আলোচিত রায়গুলিতে একটি বার্তা পরিষ্কার। তাহল বিজেপি ও তৃণমূলের দ্বিদলীয় খেলাকে যুগপৎ প্রতিরোধে সক্ষম আধার হিসেবে বাম–কংগ্রেসের সহযোগিতায় ভরসা রাখতে শুরু করেছেন। বিশেষ করে এর বাইরেও যেসকল শক্তি, দল, সংগঠন, ব্যক্তি যারাই ঐ দ্বিদলীয় বিপদ থেকে বাংলাকে মুক্তি দিতে চান তাঁদের সকলের প্রতি ঐক্যবদ্ধ হবার জন্য বামপন্থীদের উদাত্ত আহ্বান। বুধবারের কলকাতার মহামিছিলের পরিণতিও তারই ইঙ্গিতবাহী। তৃণমূল তার দিশেহারা দশা থেকে নজর ঘোরাতে কেন্দ্রীয় বঞ্চনার কথা বলে কলকাতারই বুকে দু'দিনের ধরণার আয়োজন করে, তখনই বামফ্রন্ট ২৮ থেকে ৩০ মার্চ গণসংযোগ কর্মসূচি আহ্বান করে। এই কথা মনে করিয়ে দিয়ে যে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় রাজ্যগুলির প্রতি কেন্দ্রের অতিকেন্দ্রিক আচরণ ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে বামপন্থীরাই গোড়া থেকে লড়ে আসছেন এবং এখনও লড়তে চান ও সেই কাজে রাজ্য সরকারের সর্বদলীয় উদ্যোগ থাকার কথা। কিন্তু, তৃণমূল এতদিন তা বিদ্রূপ করে এসেছে। এখন ক্ষমতায় বসে হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে। কিন্তু, সেই সর্বদলীয় লড়াইয়ের বদলে নিজের সর্বব্যাপী দুর্নীতিতে জেরবার দশা থেকে নজর ঘোরাতে ধরণার নাটক করছে। তাই, ২৯শের মহামিছিল ও সমগ্র গণসংযোগ কর্মসূচিতে উক্ত সকল শক্তির সামিল হবার আহ্বান। সেই ক্ষেত্রে প্রথমে নিজেরা ঐ একইদিনে মিছিল ডেকে, তারপর বামফ্রন্টের মিছিলের প্রতি নৈতিক সমর্থন ঘোষণা করে পরিণতিতে বামফ্রন্টের মিছিলকেই যুক্ত মিছিলের রূপদানের কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত অভিনন্দনযোগ্য। এবং বামফ্রন্টের তা সাদরে গ্রহণ করতে পারার মধ্যে যে প্রাজ্ঞতার পরিচয় মেলে বাংলার মানুষ নতুন পরিস্থিতিতে এই ধরনের সহযোগিতার মধ্যে নতুনের সম্ভাবনা দেখতে চাইছিলেন।

কিন্তু, এইসকল ইঙ্গিতের মধ্যে একটি সুপ্ত উদ্বেগের লক্ষণও ধরা পড়েছে। ছোটো ছোটো এইসব সাফল্যের ঝিলিকেই অনেকের মাথাঘোরা শুরু হতে দেখা যাচ্ছে যে তাহলে ক্ষমতায় বসার আর কত বাকি? ঠিক আগে রাম পরে বাম মার্কা আরএসএসের ধূর্ত স্লোগান গিলে ফেলার মধ্যে যে পাতি মধ্যবিত্ত সুলভ সুপ্ত বাসনার আত্মঘাতী বিপদ কাজ করে, ক্ষমতাভোগের জন্য অতিচাঞ্চল্য তেমনই এক সুপ্ত বিপদ। সারাদেশের মতো পশ্চিমবঙ্গের মতো রাজ্যেও দ্বিদলীয় ব্যবস্থা প্রচলনের পিছনে যে কর্পোরেট স্বার্থ আছে তা রক্ষায় তারাও মরিয়া হয়ে উঠবে। ফলে, পরিস্থিতি গুলিয়ে দিতে যে সামনে কি খেলা আসবে কে জানে! তবে, তা ব্যর্থ করে মানুষ মনে করলে ক্ষমতার বদলও ঘটাবেন। ব্যবস্থা বদলের দিকে অগ্রসর হবার জন্য ক্ষমতাগ্রহণ আর সুযোগভোগের ক্ষমতার জন্য অতিচাঞ্চল্য দুই বিপরীত মেরুর বিষয়।

মানুষ এখন সেই পরীক্ষা নিচ্ছেন। আগামীতে যত সাফল্যের ইঙ্গিত মিলবে বামপন্থীদের দায়িত্ব আরও বেশি করে বৃদ্ধি পাবে। ফলে, এই মহামিছিলের বার্তা হল পথে নামার, ঐক্য, আরও ঐক্যের, বিজেপি–তৃণমূলের বিরুদ্ধে সর্বব্যাপী করার। এই মিছিল কোনো প্রতীকীবাদের দায়সারার নয়, একে শহরে, নগরে, গ্রামে–গঞ্জে, কলে–কারখানা, খেত–খামারে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, পেশা ও কর্মস্থলে ছড়িয়ে দেবার। গণদেবতার কাছে বিশ্বাসযোগ্য হবার আরাধনার। এ যেন থেমে না যায়।

রাজ্য রাজনীতি

দিদির অনুপ্রেরণা-চালিত দলে এখন বড় ঘাটতি অনুপ্রেরণারই

গৌতম রায়

সম্প্রতি সোস্যাল মিডিয়ায় দেখা গেল, রাজ্যের বর্তমান শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু কোন এক সভা টভায় বলেছেন, এক প্রাক্তন বাম সংসদের স্ত্রীর নাকি বাম আমলে দুর্নীতি করে দক্ষিণ কলকাতার একটি কলেজে কেরানির চাকরি হয়েছিল। তারা সব জেনেশুনেও ভদ্রতা করে এতদিন চুপ করে ছিলেন। তা রাজ্যের মানুষ শিক্ষামন্ত্রীর এই স্বর্গাদপি ভদ্রতাবোধের পরিচয় পেয়ে প্রকৃতই অভিভূত, কারু মুখে আর কথা সরছে না। তবে অনেক জন্মনিন্দুকের মনে আবার এই প্রশ্ন দেখা দিয়েছে, যে এখন হঠাৎ এমন কী ঘটেছে যে তার ওই পরম সুঅভ্যাসটিতে চিড় দেখা গেল? তাকে বামকর্মীদের কেউ পথে ঘাটে আক্রমণ করেছেন বলে শোনা যায় না। তিনি তার দলের এমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ নেতাও নন যে তার সম্পর্কে প্রকাশ্যে কেউ কোনো কটুক্তি করবে।

শোনা যাচ্ছে, কিছুদিন আগে দলের এক কর্মিসভায় নেত্রী বলেছিলেন, মনে রাখতে হবে অফেন্স ইজ দ্য বেস্ট ডিফেন্স। ব্রাত্যবাবু সেদিন সোস্যাল মিডিয়ায় যা বলেছেন তা হল ওই দলের নেত্রী নির্দেশিত অফেন্সের নমুনা। তিনি একা নন, রাজ্যের ভূতপূর্ব শিক্ষামন্ত্রী যিনি বর্তমানে সিবিআইয়ের হেফাজতে বন্দি, যার কন্যাপ্রতীম এক বান্ধবী আছে সেই পার্থ চট্টোপাধ্যায়ও হঠাৎ প্রকাশ্য আদালতে বেসুরো গলায় বলে উঠেছিলেন, খোঁজ নিয়ে দেখুন না, বাম আমলের চাকরি দুর্নীতি নিয়ে সি এ জি রিপোর্টে কী বলেছে! যেহেতু তিনি একদা শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন তাই কোন্ রিপোর্টে কী লেখা আছে তা তার ভাল করেই জানার কথা, তবু এতদিন প্রকাশ্যে তিনি তা বলেননি। এটাও তার ব্রাত্যবাবুর বয়ান মাফিক সেই অভিনব ভদ্রতা বোধ বলে তার গুণগ্রাহীরা মনে করেছেন। সেই সংখ্যা কম বেশি যাই হোক।

আসলে তৃণমূল নেতারা চাইছেন, এই রেকর্ড সৃষ্টিকারী দুর্নীতির অভিযোগ থেকে রাজ্যবাসীর দৃষ্টি ঘুরিয়ে দিতে। রাজ্যবাসী অবশ্য এমনিই দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিয়েছেন। তাদের যা জানার ছিল জানা হয়ে গেছে। প্রকৃতই অপরাধীদের নিত্যনতুন স্বীকারোক্তি, ইডির জালে আর কোন্ নতুন নেতা নেত্রী ধরা পড়লো তা আর মানুষের কৌতূহলের উদ্রেক করছে না। প্রকাশ্যে ভদ্রবেশী কিছু যুবক, যুবতী ও প্রৌঢ়কে 'চোর' 'চোর' বলে বলেও তারা ক্ল্যান্ত। রাজ্যের বিদগ্ধজনেদের মতে, তৃণমূলের দুই শিক্ষামন্ত্রীর ভদ্রতাবোধ কতদূর আছে কে জানে, চক্ষুলজ্জা যে ন্যূনতম মাত্রায়ও নেই তা হলফ করে বলা যায়।

আসলে তৃণমূল নেতারা চাইছেন, এই রেকর্ড সৃষ্টিকারী দুর্নীতির অভিযোগ থেকে রাজ্যবাসীর দৃষ্টি ঘুরিয়ে দিতে। রাজ্যবাসী অবশ্য এমনিই দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিয়েছেন। তাদের যা জানার ছিল জানা হয়ে গেছে। প্রকৃতই অপরাধীদের নিত্যনতুন স্বীকারোক্তি, ইডির জালে আর কোন্ নতুন নেতা নেত্রী ধরা পড়লো তা আর মানুষের কৌতূহলের উদ্রেক করছে না। প্রকাশ্যে ভদ্রবেশী কিছু যুবক, যুবতী ও প্রৌঢ়কে 'চোর' 'চোর' বলে বলেও তারা ক্ল্যান্ত। রাজ্যের বিদগ্ধজনেদের মতে, তৃণমূলের দুই শিক্ষামন্ত্রীর ভদ্রতাবোধ কতদূর আছে কে জানে, চক্ষুলজ্জা যে ন্যূনতম মাত্রায়ও নেই তা হলফ করে বলা যায়।

বস্তুত, অভিযোগ, অনুযোগে জর্জরিত তৃণমূল নেতারা হারিয়ে ফেলেছেন সাধারণ কাণ্ডজ্ঞান। শিক্ষক নিয়োগে যাবতীয় দুর্নীতির তথ্য উদ্‌ঘাটিত করেছে তো সিবিআই ও ইডি। বামনেতা ও কর্মীরা তো করেননি। ওই প্রাক্তন বাম সাংসদেরও এক্ষেত্রে কোনো ভূমিকা ছিল না। তবে ওরা বামেদের নিশানা করলেন কেন? যত দোষ নন্দ ঘোষ। নাকি সাগরদীঘী নির্বাচনের ফল ওদের আত্মবিশ্বাসের পাহাড়টিতে কিঞ্চিৎ ধস নামিয়ে দিয়েছে। তা যে দিয়েছে সেটা বোঝা যায় যখন তৃণমূল নেত্রী ওই পরাজয়ের কারণ বিশ্লেষণের জন্যে পাঁচ সংখ্যালঘু নেতার এক বিশেষ কমিটি গঠন করেন।

হাওয়া ঘুরে গেছে, এমত ভাবনা অতি আশাবাদ হয়ে যাবে তবে একথা ঠিক হাওয়া যে ক্ষমতাসীন দলের পুরোপুরি অনুকূলে আছে তা নয়। শিক্ষক ও সরকারি কর্মচারিরা লাগাতর আন্দোলনে নেমেছেন এটা যেমন এক সমস্যা—ওই দলে এর চেয়েও বড় সমস্যা হল, নেতা নেত্রীদের ঘর থকে এমন কোটি কোটি টাকা উদ্ধার হতে দেখে, কলাগাছের মত স্থূলকায় ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট দেখে সাধারণ কর্মীরা বেজায় ক্ষুব্ধ। দিনের পর দিন দেয়ালে পোস্টার লিখে, রোদে মিটিং মিছিল করে, ভোটের দিন ছুটোছুটি করে ছাপ্পা ভোটের ব্যবস্থা করে তারা কি পেয়েছেন? দুর্নীতি যে হচ্ছে তা তারাও জানতেন কিন্তু কই, তার টাকা তো সমবন্টন হয়নি। এই বঞ্চনা এমন প্রকট যে তা কার্যত সহ্যের বাইরে। নেত্রীর এখন তাই প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে দলের সাংগঠনিক বুনোট অক্ষত রাখা। কাজ ভাল-মন্দ যাই হোক, কাজে অনুপ্রেরণা না থাকলে তা সম্পন্ন করা যায় না। আশ্চর্য হল, তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পর থেকেই সব কিছু দিব্যি দিদির অনুপ্রেরণায় চলছিল, এখন ওই দলে অনুপ্রেরণারই সবচেয়ে বড় ঘাটতি।

সব প্রশ্নের উত্তর অবশ্য মিলবে আগামীদিনে

অরুণ কুমার দাস

কলকাতা মহানগরী জুড়ে ২৯ মার্চ ধরনা, মিছিল আর জনসভা। আমাদের চুরি করা ডি–এ ফেরতের দাবিতে আমাদের ধর্নাটি এদিন বাষট্টি দিন অতিক্রম করে । আমরা যে আমাদের ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত হচ্ছি সেটা দিনের আলোর মতো স্পষ্ট।

অপরদিকে মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে কেন্দ্রের বঞ্চনার বিরুদ্ধে একটি ধর্না নামক একটি নাটক মঞ্চস্থ করে জনগণকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করা হচ্ছে। এমনভাবে ঘটনার অবতারণা করা হচ্ছে যে, কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যকে প্রাপ্য টাকা না দেওয়ার জন্য নাকি (!) আমাদের ডি–এ দেওয়া যাচ্ছে না! প্রকল্পের টাকার সঙ্গে ডি–এ দেওয়ার ব্যাপারটাকে গুলিয়ে দিয়ে রাজ্যবাসীকে ভুল পথে পরিচালিত করার ব্যর্থ প্রয়াস ছাড়া আর কিছুই নয়!

আমাদের চুরি করা ডি–এ ফেরতের দাবিতে আমাদের ধর্নাটি এদিন বাষট্টি দিন অতিক্রম করে। আমরা যে আমাদের ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত হচ্ছি সেটা দিনের আলোর মতো স্পষ্ট।

রাজ্য জুড়ে কেন্দ্রীয় প্রকল্পের টাকা চুরির কথা সর্বজনবিদিত। একদিকে সেই চুরির ঘটনাকে লুকানোর জন্য শাসক দলের ছটফটানি। অপর দিকে সমস্ত বিরোধী দল এক যোগে এই চুরির বিরুদ্ধে প্রতিবাদে আজকের দিনে সামিল হয়েছে। জাতীয় কংগ্রেস ও বামেদের মহামিছিল সেই বার্তা দিচ্ছে। আজ সবাই সেইদিকে তাকিয়ে আছে।

আর একটি সভাও অনুষ্ঠিত হল শহিদ মিনার ধর্না মঞ্চের পাশেই। মহামান্য হাইকোর্টের অনুমতি নিয়ে আমাদের যে ধর্না চলেছে ঠিক তার পাশেই। সভা নিয়ে পুলিসের সে কী তৎপরতা!

পুলিসের আবদার, যুবনেতা তার সভায় হাজির হলেই যেন পাশের ধর্না মঞ্চে মাইক বন্ধ রাখা হয়। অবশ্য তার আগেই পুলিস কর্তাদের একটি দল গিয়ে অনুরোধ জানায় যে, যুবনেতার সভার যাতে ব্যাঘাত না ঘটে তার জন্য ঐ দিন ধর্না মঞ্চ সরিয়ে নিয়ে অথবা বন্ধ রাখতে হবে! এ আবদারের যেন সীমা পরিসীমা নেই! ধর্না মঞ্চের পক্ষ থেকে অবশ্য তাদের পত্রপাঠ বিদায় দেওয়া হয়।

ছাত্র যুবদের নিয়ে সেই সভা থেকে কি রাজ্যের জনগণের বঞ্চনার কথা বলা হল? না শুধু কেন্দ্রের বঞ্চনার সুযোগের নাম করে নিজেদের অপকীর্তিগুলির বিরুদ্ধে মানুষের ক্রমবর্দ্ধমান ক্ষোভ থেকে আসল ঘটনাকে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করা হল। আর, আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে নানা অসত্য ও কল্পকাহিনী ছড়িয়ে বিষোদ্গার করা হল।

মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়া নাকি তার ধর্না মঞ্চে আমাদের সংবিধান হাতে নিয়েই বসে থাকছেন । ক্ষমতা প্রাপ্তির আগে আমাদের পবিত্র সংবিধানকে হাতে নিয়ে তিনি যে বিধানসভা ভাঙচুর করেছিলেন আমরা কি তার পুনরাবৃত্তি দেখতে পাবো নাকি অন্যকিছু?

সব প্রশ্নের উত্তর অবশ্য মিলবে আগামী দিনগুলিতে।

দুটি ওয়াশিং মেশিনের মধ্যে তুলনা...

প্রসূন আচার্য

ধর্মতলায় মমতা ব্যানার্জি হাতে কলমে ডেমনস্ট্রেট করে একদম ঠিক দেখিয়েছেন। বিজেপি হচ্ছে ফুল অটোমেটিক ওয়াশিং মেশিন। কালো কাপড়ে মোড়া নেতাদের এই মেশিনে ঢুকিয়ে দাও। সাদা হয়ে বেরিয়ে আসবে। ইডি, আইটি, সিবিআই সব মাফ। মোদি অমিত শাহ দলের এই মাদারিকা খেল নিয়ে দেশের মানুষ একমত। বিরোধীরাও। কারণ তাঁরা সকলেই দিনের পর দিন দিন এই খেলা দেখছেন।

কিন্তু তৃণমূল কি সেমি অটোমেটিক ওয়াশিং মেশিন নয় ?

১) ২০১৬ সালে বিধানসভা ভোটের আগে খুনের কেসে অভিযুক্ত, পালিয়ে বেড়ানো, জামিন নেওয়া সবং এর কংগ্রেস নেতা মানস ভূঁইয়া তৃণমূলের ওয়াশিং মেশিনে ঢোকার পরে সেই কেসের কি হল দিদি? কেসটা আছে? না উঠে গিয়েছে? মানস তো আজ মন্ত্রী।

২) ২০১৬ বিধানসভা ভোটের আগে বাম আমলে রাজ্য বীজ নিগমের চেয়ারম্যান, ২০১১ সালে দিনহাটা থেকে ফরওয়ার্ড ব্লক বিধায়ক উদয়ন গুহ তৃণমূল আমলে কোটি কোটি টাকার বীজ কেলেঙ্কারিতে সি আই ডি তদন্তে অভিযুক্ত হন। একেবারে দিদির পুলিসের গ্রেফতারের মুখে। সাপ লুডো খেলায় সাপের মুখে পড়ার মত। পাল্টি খেয়ে তৃণমূলে যোগ দেন। এখন লুডোর সিঁড়ি বেয়ে মমতার মন্ত্রিসভার মন্ত্রী! সেই তদন্ত কিন্তু আর এগোয়নি। ফাইল চাপা পড়ে গিয়েছে।

৩) ২০১৯ সালের পর থেকেই বিজেপি সাংসদ অর্জুন সিংহ এর দ্বিতীয় স্ত্রীর কাশীপুরে বহুতল ফ্ল্যাট বাড়িতে নিয়মিত পুলিস হানা দিচ্ছিল। তিনি বাড়িতে থাকতে পারছিলেন না। ছেলেকে আত্মীয় বা অন্য ফ্ল্যাটের বাসিন্দাদের কাছে রেখে ওই ফ্ল্যাট ছেড়ে অন্যত্র থাকছিলেন। ওদিকে ভাটপাড়ায় অর্জুন আর তার বড় ছেলের বিরুদ্ধে পুলিসে রোজই নানা মামলা হচ্ছিল। যার কয়েকটি জামিন অযোগ্য। নিজেকে বাঁচাতে অর্জুন রোজ দিল্লিতে বিজেপির নেতাদের কাছে ছুটছিলেন। সেই অর্জুন তৃণমূলে যোগ দেওয়ার পরে সব কিছু বন্ধ! আর কোনো পুলিসি অভিযান হয়নি। অর্জুনের বিরুদ্ধে অভিযোগ বা কেসের কি হল কেউ জানে না! তারমধ্যে পুরসভার কোটি কোটি টাকা নয় ছয় করার মত আর্থিক দুর্নীতিও রয়েছে। যা নিয়ে রোজ রোজ প্রেস কনফারেন্স করত তৃণমূল।

৪) ২০২১ বিধানসভা ভোটের আগে মমতার ছবি বুকে নিয়ে চোখের জলে বিধানসভা থেকে ইস্তফা দিয়ে বিজেপিতে নাম লেখান হাওড়ার রাজীব ব্যানার্জি। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বিরুদ্ধে বন দফতরের বেআইনি নিযোগ এবং দুর্নীতি নিয়ে তদন্ত শুরু হয়। সম্ভবত এফ আই আরও হয়। ভাইপো তো প্রতিটি সভায় রাজীবের কেলেঙ্কারির কথা তুলে ধরতে শুরু করেন। উদ্ধত রাজীব পাল্টা চ্যালেঞ্জ করেন। কিন্তু ভোটে হেরে যাওয়ার পরে ক্রমেই রাজীবের গলার ফাঁস চেপে বসে। নিজেকে বাঁচাতে তিনি তৃণমূলে যোগ দিয়ে ত্রিপুরার দায়িত্ব পান। সেই বেআইনি নিয়োগ নিয়ে তদন্তের কি হলো দিদি?

বলতে থাকলে নামের তালিকা বাড়তেই থাকবে। ... বর্তমান মন্ত্রী ২০১১ সালের পর বিধানসভায় মমতার বিরুদ্ধে সোচ্চার বাম বিধায়ক তাজমুক হক, বাম আমলের খাদ্য মন্ত্রী এবং লাখ লাখ ভুয়ো রেশন কার্ড বিলিতে এই তৃণমূল আমলেই অভিযুক্ত ফরওয়ার্ড ব্লকের পরেশ অধিকারী, দাপুটে এস এফ আই নেতা, দিল্লিতে তৎকালীন অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্রকে হেনস্থা, মহিলা ঘটিত অভিযোগে অভিযুক্ত (দুই ক্ষেত্রেই রাজ্য জুড়ে মিছিল করে তৃণমূল) ঋতব্রত ব্যানার্জি, এমনকি একদা অধীর চৌধুরী ঘনিষ্ঠ (যার মাথায় তৃণমূলের লোকেরাই মেরেছিল) বর্তমানে তৃণমূলের সাংসদ আবু তাহের। এঁদের সবার বিরুদ্ধেই তৃণমূল আমলেই সিরিয়াস মামলা হয়েছে। ওহ হো, ভুলেই যাচ্ছিলাম আসানসোলে দাঙ্গায় বার বার তৃণমূলের নেতাদের মুখে উঠে আসা একটি অতি পরিচিত নাম বাবুল সুপ্রিয়। তিনিও মন্ত্রী! তৃণমূলের সেমি অটোমেটিক ওয়াশিং মেশিন কিন্তু বিজেপির ফুল অটোমেটিক ওয়াশিং মেশিনের সঙ্গে সমানে পাল্লা দিতে পারে! মিডিয়ার লোকেরা সবাই সব কিছু জানেন। কিন্তু বলেন না। কারণ মিডিয়ার নতুন নীতি হচ্ছে, অপ্রিয় প্রশ্ন করতে নেই। করলেই সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক খারাপ হবে। মিডিয়ার বিজ্ঞাপন বন্ধ হবে। আরও কত কি ঝামেলা! আমিও কিন্তু কোনও প্রশ্ন করিনি। শুধু দুটি ওয়াশিং মেশিনের মধ্যে তুলনা টানলাম। যেমন দোকানে গেলে নতুন ওয়াশিং মেশিন বিক্রির সময় সেলসম্যানেরা করেন! ঠিক তেমনি।

(প্রতিবেদকের ফেসবুক পোস্ট থেকে সংগৃহীত)

রামনবমীতে মন্দিরে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড, অন্ধ্রপ্রদেশে প্রায় পদপিষ্ট হতে হতে বাঁচলেন ভক্তরা

হায়দরাবাদ, ৩০ মার্চ ঃ দেশ জুড়ে চলছে রাম নবমীর উৎসব। উৎসবের আবহেই মন্দিরে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড। ঘটনাটি ঘটেছে অন্ধ্রপ্রদেশের পশ্চিম গোদাবরী জেলার তনুকু মণ্ডলের দুভা গ্রামের ভেনুগোপাল স্বামী মন্দিরে। রামনবমীর পুজো চলছিল। ভক্তদের সমাগমে ভিড় ছিল মন্দির প্রাঙ্গণে। আচমকাই আগুন লেগে যায়। ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, মন্দিরের ছাদে বিধ্বংসী আগুন। মন্দির থেকে বেরোনোর জন্য মানুষ ছুটোছুটি করছে। ভিড়ে, ঠেলাঠেলিতে প্রায় পদপিষ্ট হওয়ার মতো অবস্থা। কিছুক্ষণেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে। আগুন নেভাতে ভক্তরা ছুটে আসেন। খবর পেয়ে আসে পুলিসও। তবে হতাহতের কোনও খবর এখনও পাওয়া যায়নি।

নিম্ন আদালতকে পরামর্শ সুপ্রিম কোর্টের

এমপি এমএলএ'দের বিরুদ্ধে রায়দানে সতর্ক হোন

নয়াদিল্লি, ৩০ মার্চ ঃ এমপি-এমএলএ'দের বিরুদ্ধে মামলার রায়দানে নিম্ন আদালতের বিচারকদের সতর্ক হওয়ার পরামর্শ দিল সুপ্রিম কোর্ট। বৃহস্পতিবার একটি মামলায় বিচারপতি কেএম জোসেফ এবং বিচারপতি বিবি নাগরত্নার বেঞ্চ তাদের পর্যবেক্ষণে বলে, যেহেতু দু বছর বা তার বেশি সাজা হলে এমপি-এমএলএ'দের সদস্যপদ তৎক্ষণাৎ চলে যায় তাই সাজা ঘোষণার সময় অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে বিচারকদের। রাহুল গান্ধির সাজার পরিপ্রেক্ষিতে শীর্ষ আদালতের ডিভিশন বেঞ্চের এই পর্যবেক্ষণকে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ মনে করছে রাজনৈতিক এবং আইনজ্ঞ মহল। রাহুল এক দুদিনের মধ্যেই উচ্চ আদালতে সুরাতের নিম্ন আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে আবেদন জানাবেন। রাহুলের মামলায় কংগ্রেসের পাশাপাশি আইনজ্ঞদের অনেকেই মনে করেন, কংগ্রেস নেতার বিরুদ্ধে মানহানির অভিযোগের সাজা দু বছর জেল হতে পারে না। একটি টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ প্রশ্ন তুলেছেন, কেন রাহুল সাজা কমানোর আর্জি নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে উচ্চ আদালতে গেলেন না। অমিত শাহের বক্তব্য, উচ্চ আদালতে সাজা যদি কমেও মানহানির অভিযোগ থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় নেই রাহুলের। সুপ্রিম কোর্টে বৃহস্পতিবারের মামলাটি ছিল লাক্ষাদ্বীপের সাংসদ মহম্মদ ফৈজলের সাংসদ পদ খারিজ নিয়ে। খুনের চেষ্টার অভিযোগের মামলায় তাঁকে ১০ বছর জেলের সাজা দিয়েছিল নিম্ন আদালত। ফলে তৎক্ষণাৎ তাঁর সাংসদ পদ খারিজ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট তাঁর বিরুদ্ধে খুনের চেষ্টার অভিযোগটাই ভিত্তিহীন বলে খারিজ করে দিয়েছে। তিনি সদস্য পদ ফিরে পেলেও লাক্ষাদ্বীপ প্রশাসন শীর্ষ আদালতের রায়ের বিরোধিতা করে ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হয়েছে। আজ সেই মামলার শুনানিতে সরকারি আইনজীবী সাজা বহাল রাখার আর্জি জানালে দুই বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ বলে, যেহেতু এমপি-এমএলএ'দের সাজার সঙ্গে সদস্য পদ খারিজের মতো কঠোর বিষয় জড়িত, তাই রায় ঘোষণার আগে বিচারকদের খুবই সতর্ক থাকতে হবে।

নীতিপুলিসদের হামলা তরুণ-তরুণীদের ওপর জনসমক্ষে বোরখা খুলতে বলার হুমকি

ভেলোর, ৩০ মার্চ ঃ অবিবাহিত যুগলের ওপর সমাজের চোখরাঙানি লেগেই থাকে। সেই যুগল যদি হয় ভিন্ন ধর্মের তবে তার মাত্রা বেড়ে যায় কয়েক গুণ। সেই অসুস্থতারই প্রতিফলন ফের দেখা গেল চেন্নাইয়ের ভেলোরে। ৩০ মার্চ কয়েকজন দুষ্কৃতীর একটি দল আক্রমণ করে একদল অবিবাহিত যুগলকে। তাদের মধ্যে এক মুসলিম মহিলাকে বোরখা খোলার হুমকি দেওয়া হয়। এখানেই শেষ নয়, গোটা ঘটনার ভিডিও করে আক্রমণকারীদের একজন আপলোড করে সোশ্যাল মিডিয়ায়। অবিবাহিত যুগলদের রীতিমতো ধমকের সুরে বলা হয় যে ভিন্ন ধর্মের যুবকের সঙ্গে মেলামেশা করলে মহিলাদের বোরখা পরা চলবে না। পাশাপাশি, সম্পর্কে থাকলে তাড়াতাড়ি বিয়ে করে নেওয়ার পরামর্শও দেওয়া হয় নীতিপুলিসদের তরফ থেকে। প্রসঙ্গত, এর আগেও অবিবাহিত যুগলের ওপর এমন ভাবেই হেনস্থা চালিয়েছিল একদল দুষ্কৃতী, পরে সেই ভিডিও পোস্ট করা হয় সোশ্যাল মিডিয়ায়। পুলিসের কাছে এই ঘটনার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

সাজাপ্রাপ্ত বিজেপি এমপি'র সদস্যপদ রক্ষা করেছিলেন স্পিকার

নয়াদিল্লি, ৩০ মার্চ ঃ রাহুল গান্ধি আদালতে অভিযুক্ত হওয়ার পরদিনই তাঁর সাংসদ পদ খারিজ করে দেন লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা। কংগ্রেসের অভিযোগ এর পিছনে বিজেপি ও কেন্দ্রীয় সরকারের হাত রয়েছে। এই অভিযোগের সপক্ষে কংগ্রেস এবার একটি জোড়ালো দৃষ্টান্ত সামনে এনে লোকসভার সচিবালয়ের বিরুদ্ধে মামলা করার ভাবনা চিন্তা শুরু করেছে। রাহুল গান্ধির থেকেও গুরুতর অভিযোগে সাজাপ্রাপ্ত এক বিজেপি সাংসদকে আদালত সাজা ঘোষণার পর ১৬দিন পর্যন্ত লোকসভার সচিবালয় কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। ওই সময়ের মধ্যে সেই সাংসদ সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত দৌড়ে সাজা এবং দোষী সাব্যস্ত হওয়ার রায়ের উপর স্থগিতাদেশ আদায় করে সাংসদ পদ বাঁচিয়ে নিয়েছেন। বিজেপির সেই সাংসদের নাম নারাণভাই কাচ্ছাদিয়া। তিনি গুজরাতের আমরেলির সাংসদ। তাঁকে গুজরাতের আদালত তিন বছরের জেলের সাজা দিয়েছিল একজন সরকারি চিকিৎসককে হাসপাতালে ঢুকে মারধর করার অভিযোগে। ঘটনাটি ২০১৬-র এপ্রিলের। একজন বিজেপি কর্মী পথ দুর্ঘটনায় আহত হলে সাংসদ কাচ্ছাদিয়া ওই চিকিৎসককে ফোন করেন। কিন্তু তিনি ফোন ধরেননি। পরে এক বিজেপি নেতার ফোনে ফোন করে ওই চিকিৎসককে কাচ্ছাদিয়া বলেন, যত দ্রুত সম্ভব আহত বিজেপি কর্মীর চিকিৎসা শুরু করতে। চিকিৎসক জানান, তিনি এমন কিছু রোগীকে দেখছেন যাঁদের অবস্থা খুবই গুরুতর। তাঁর পক্ষে এখন ওয়ার্ড ছেড়ে ইমার্জেন্সিতে যাওয়া সম্ভব নয়। অভিযোগ, এরপরই দলবল নিয়ে ওই সাংসদ হাসপাতালে ঢুকে সেই চিকিৎসককে মারধর করেন। আদালতে অভিযোগ প্রমাণের পর বিচারক তাঁকে তিন বছরের কারাবাসের সাজা দেন। কিন্তু লোকসভার তৎকালীন সচিবালয় তাঁর সদস্যপদ খারিজ নিয়ে উচ্চবাচ্য করেনি। স্পিকার তখন ছিলেন বিজেপির সুমিত্রা মহাজন। একাধিক বিরোধী দল স্পিকার এবং তাঁর সচিবালয়কে চিঠি দিয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানালেও সাড়া মেলেনি। এই ফাঁকে আমরেলির সাংসদ সেশন কোর্ট, হাইকোর্ট হয়ে সুপ্রিম কোর্টে পৌঁছে যান। সেশন কোর্ট এবং হাইকোর্ট জানিয়ে দেয় অভিযোগ গুরুতর। আক্রান্ত চিকিৎসক তফসিলি সম্প্রদায় ভুক্ত। মামলা হয়েছিল তফসিলি জাতি-উপজাতিদের উপর নির্যাতন প্রতিরোধের আইনেও। সুপ্রিম কোর্ট সাংসদকে ক্ষমা চাওয়া এবং চিকিৎসকের ক্ষতিপূরণ বাবদ পাঁচ লাখ টাকা দেওয়ার শর্তে রেহাই দেয়। সমস্ত আইনি প্রক্রিয়া ১৬ দিনের মধ্যে শেষ হয়। এই ক'দিন লোকসভার সচিবালয় কোনও পদক্ষেপ করেনি। কংগ্রেসের বক্তব্য, এখন ওম বিড়লা স্পিকার থাকলেও লোকসভার সচিবালয়ের নিয়মকানুন বদলে যেতে পারে না। রাহুল গান্ধির ক্ষেত্রে রায় ঘোষণার পরদিনই সাংসদ পদ কেড়ে নেওয়া হয়েছে। অথচ, বিজেপি সাংসদের ক্ষেত্রে গুরু পাপ এবং তিন বছরের কারাদণ্ডের সাজা ঘোষণার পরও হাত গুটিয়ে ছিল সচিবালয়। কংগ্রেসের ভাবনায় আছে, রাহুল গান্ধির মামলায় বিজেপি সাংসদের বিষয়টি তারা তুলে ধরবে। প্রয়োজনে লোকসভার সচিবালয়ের বিরুদ্ধে পৃথক মামলা দায়ের করবে।

অন্ধ্রপ্রদেশের পশ্চিম গোদাবরী জেলার তনুকু মণ্ডলের দুভা গ্রামের ভেনুগোপাল স্বামী মন্দিরের ছাদে বিধ্বংসী আগুন। *ফটো ঃ সংগৃহীত*

দইয়ের প্যাকেটে হিন্দিতে দহি লিখতে হবে

কেন্দ্রের নির্দেশে ক্ষোভ তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রীর

চেন্নাই, ৩০ মার্চ ঃ তামিলে নয়, দইয়ের প্যাকেটে হিন্দিতে লিখতে হবে দহি। কেন্দ্রীয় খাদ্য সুরক্ষা সংস্থার এমন নির্দেশে শোরগোল পড়ে গিয়েছে তামিলনাড়ুতে। খোদ মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্ট্যালিন এই নির্দেশের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। তামিলনাড়ুর দুগ্ধ এবং দুগ্ধজাত দ্রব্য উৎপাদনকারী সংস্থাগুলিকে এমনই নির্দেশ দিয়েছে দ্য ফুড সেফটি অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ডস অথরিটি অফ ইন্ডিয়া (এফএসএসএআই)। নির্দেশে বলা হয়েছে, দইয়ের প্যাকেটের উপর তামিল ভাষায় লেখা তাহির-এর পরিবর্তে হিন্দিতে দহি লিখতে হবে। সঙ্গে ইংরেজিতেও লেখা থাকবে। শুধু দইয়ের প্যাকেট নয়, দুগ্ধজাত অন্য দ্রব্যের প্যাকেটের উপরেও হিন্দিতে লেখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় খাদ্য সুরক্ষা সংস্থার এমন নির্দেশের পরই তামিলনাড়ু এবং পার্শ্ববর্তী রাজ্য কর্নাটকের দুগ্ধ এবং দুগ্ধ উৎপাদনকারী সংস্থাগুলি প্রতিবাদ শুরু করেছে। পাশাপাশি, আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহারে ছাড় দেওয়ার আর্জিও জানিয়েছে এ এস এস এ আই-কে। তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী স্ট্যালিন অভিযোগ তুলেছেন, এভাবে জোর করে হিন্দি চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলছে। এই ধরনের প্রচেষ্টাকে কোনও ভাবেই প্রশ্রয় দেওয়া হবে না বলেও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি। এই প্রথম নয়, কেন্দ্রের বিরুদ্ধে এর আগেও জোর করে হিন্দি চাপিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে তামিলনাড়ু থেকে।

শিক্ষিত প্রধানমন্ত্রী চাই

মোদির শিক্ষা নিয়ে খোঁচা দিয়ে নয়া প্রচারে আপ

নয়াদিল্লি, ৩০ মার্চ ঃ 'মোদি হঠাও দেশ বাঁচাও' বলে এক সপ্তাহ আগে প্রচার শুরু করেছে আম আদমি পার্টি। ১১টি ভাষায় ওই স্লোগান সম্বলিত পোস্টার দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে দিয়েছে তারা। বৃহস্পতিবার থেকে নতুন প্রচার শুরু করল অরবিন্দ কেজরিওয়ালের দল। এই প্রচারের মূল কথা হল, দেশ একজন শিক্ষিত ব্যক্তিকেই প্রধানমন্ত্রী পদে দেখতে আগ্রহী। যার অর্থ বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা। কালক্ষেপ করেনি বিজেপি। দিল্লি বিজেপির মুখপাত্র হরিশ খুরানা আপের প্রচারের নিন্দা করে বলেন, প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলার পরিণতি ভুগতে হবে। একাধিকবার প্রমাণিত হয়েছে, দেশবাসী মোদিজির নিন্দা সহ্য করেন না। বৃহস্পতিবার আপের নয়া প্রচারের প্রসঙ্গ সামনে আনেন দলের রাজ্যসভার সাংসদ মনোজ সিং। এক ভিডিও বার্তায় তিনি রসিকতার সুরে বলেন, দেশের কি একজন শিক্ষিত প্রধানমন্ত্রী দরকার? এই কথা লেখা পোস্টার দিল্লি পুলিস সরিয়ে দিচ্ছে। এর অর্থ প্রধানমন্ত্রী এবং বিজেপি পরিবার মনে করে একজন অশিক্ষিত ব্যক্তিরই প্রধানমন্ত্রী হওয়া উচিত। এর আগে মোদি হঠাও, দেশ বাঁচাও স্লোগান লেখা পোস্টার দিল্লি পুলিস সরিয়ে দেয়। শতাধিক ব্যক্তির বিরুদ্ধে দিল্লি পুলিস এফআইআর করেছে। গ্রেফতারও করা হয়েছে শতাধিক ব্যক্তিকে।

আপের শিক্ষিত প্রধানমন্ত্রী চাই পোস্টারের পর নয়া বিতর্ক। *ফটো ঃ সংগৃহীত*

পাঞ্জাব এবং হরিয়ানা হাইকোর্টের পর্যবেক্ষণ

স্ত্রীকে দেখভালের দায়িত্ব স্বামীর, ভিক্ষে করে হলেও খোরপোশ দিতে হবে

চন্ডিগড়, ৩০ মার্চ ঃ স্ত্রীকে দেখভালের দায়িত্ব স্বামীর, পেশায় ভিখারি হলেও খোরপোশ দিতে হবে। একটি বিবাহ বিচ্ছেদ তথা খোরপোশের মামলায় এমনই পর্যবেক্ষণ পাঞ্জাব এবং হরিয়ানা হাইকোর্টের। তরুণীর আবেদনের ভিত্তিতে নিম্ন আদালত রায় দিয়েছিল, স্বামীকে মাসে ৫০০০ টাকা খোরপোশ দিতে হবে। এর বিরোধিতা করে হাইকোর্টে আবেদন করেছিলেন যুবক। সেই আবেদন খারিজ করে পাঞ্জাব এবং হরিয়ানা হাইকোর্টের মন্তব্য, ভিক্ষে করে হলেও খোরপোশ দিতে বাধ্য স্বামী। পাঞ্জাব এবং হরিয়ানা হাইকোর্ট সূত্রে জানা গিয়েছে, নিম্ন আদালতে বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা করেছিলেন তরুণী। এইসঙ্গে হিন্দু বিবাহ আইনে খোরপোশের দাবি জানান। মাসে ১৫ হাজার টাকা খোরপোশের দাবি জানিয়েছিলেন ওই তরুণী। একইসঙ্গে মামলার খরচ হিসেবে অতিরিক্ত ১১ টাকা দাবি করেন। বিচারক যুবকের আর্থিক সক্ষমতা বিবেচনা করে মাসে ৫ হাজার টাকা খোরপোশ নির্ধারণ করেন। সঙ্গে মামলার খরচের জন্য ৫,৫০০ দিতে হবে স্বামীকে। এই রায়ের বিরোধিতা করে পাঞ্জাব এবং হরিয়ানা হাইকোর্টে আবেদন করেছিলেন যুবক। যদিও যুবকের দাবি খারিজ করে দিলেন বিচারপতি এইচ এস মাদান। তিনি বলেন, স্বামী সুস্থসবল মানুষ। একজন দিনমজুরও ৫০০ টাকা পারিশ্রমিক পান। অতএব, দ্রব্যমূল্যের বাজারে খোরপোশের জন্য নির্ধারিত অর্থ একদমই বেশি নয়। বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, স্ত্রীর দেখভাল করা স্বামীর নৈতিক এবং আইনি কর্তব্য। পেশাদার ভিখারি হলেও এই কাজ করতে হবে তাঁকে। যুবতীর উপার্জনক্ষম নন, তিনি প্রচুর সম্পত্তির মালিকও নন, ফলে খোরপোশ স্বামীকে দিতেই হবে জানাল আদালত।

রাহুল প্রসঙ্গে তপ্ত অসম বিধানসভা

গুয়াহাটি ৩০ মার্চ ঃ রাহুল গান্ধির সাংসদ পদ খারিজ হওয়ার প্রতিবাদে আজ অসম বিধানসভায় কালো পোশাক পরে হাজির হন কংগ্রেসের সব বিধায়ক। বিধানসভার মূল প্রবেশপথে প্ল্যাকার্ড হাতে বিক্ষোভ দেখান তাঁরা। বিরোধী দলনেতা দেবব্রত শইকিয়ার দাবি ছিল, গণতন্ত্র রক্ষার স্বার্থে বিধানসভায় রাহুল প্রসঙ্গে আলোচনা হোক। সরকার পক্ষ ও স্পিকার সেই দাবি না-মানায় বিধানসভায় হুলস্থুল চলতে থাকে। মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা রাহুলকে অপরিপক্ক রাজনীতিবিদ বলায় আরও ক্ষিপ্ত হয় কংগ্রেস। তারা রাহুল গান্ধি জিন্দাবাদ স্লোগান তোলায় বিজেপি পাল্টা রাহুল গান্ধি মুর্দাবাদ ও ভারত মাতা কি জয় স্লোগান দিতে থাকে। ১৫ ও ২০ মিনিটের জন্য অধিবেশন স্থগিত করতে বাধ্য হন স্পিকার বিশ্বজিৎ দৈমারি। হিমন্ত স্পিকারের কাছে আবেদন জানান, নাগাড়ে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি সৃষ্টির জন্য কংগ্রেসের বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ ও রাইজর দলের বিধায়ক অখিল গগৈকে ৫ এপ্রিল পর্যন্ত সাসপেন্ড করা হোক। স্পিকার কমলাক্ষ, অখিল ও কংগ্রেসের জাকির হুসেন শিকদারকে সাসপেন্ড করে মার্শাল দিয়ে বার করে দেন। হিমন্ত বলেন, আদালত কোনও সাংসদকে দোষী সাব্যস্ত করে সাজা দিলে তাঁর সাংসদ পদ খারিজ হওয়া সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্ত।। আমরা বিধানসভায় সুপ্রিম কোর্টের রায়কে চ্যালেঞ্জ জানাতে পারি না। কংগ্রেস আদালতের রায়কে চ্যালেঞ্জ করুক। এ ভাবে কালো পোশাক পরে বিধানসভা আসা উচিত নয়। মন্ত্রী জয়ন্তমল্ল বরুয়া বলেন, কংগ্রেস নেতাদের এখন অন্তত গান্ধি পরিবারের মায়া ও ছায়া থেকে বেরিয়ে আসার সময় হয়েছে। পূর্ব গুয়াহাটির বিধায়ক সিদ্ধার্থ ভট্টাচার্য বলেন, কংগ্রেসের আদালতে আস্থা নেই, তারা কী ভাবে গণতন্ত্র রক্ষার কথা বলে? হিমন্ত মনে করান, সাজাপ্রাপ্ত জনপ্রতিনিধিদের পদ খারিজ রুখতে ইউপিএ সরকারের আনা অধ্যাদেশ ছিঁড়ে ফেলার কথা বলেছিলেন রাহুলই। সেই আইনেই তাঁর পদ বাতিল হয়েছে। এতে অসম বিধানসভার বা বিজেপির কোনও ভূমিকা নেই।

অসম বিধানসভার মূল প্রবেশপথে প্ল্যাকার্ড হাতে বিক্ষোভ দেখান কংগ্রেসের সব বিধায়ক। ফটো ঃ পিটিআই

রামনবমীর আগেই রণক্ষেত্র ঔরঙ্গাবাদ, পাথরবৃষ্টি, জ্বলল পুলিসের গাড়ি

ঔরঙ্গাবাদ, ৩০ মার্চ ঃ রামনবমীর আগের সন্ধেয় রণক্ষেত্রের চেহারা নিল মহারাষ্ট্রের ঔরঙ্গাবাদ। দুই গোষ্ঠীর মধ্যে কথা কাটাকাটি থেকে সংঘর্ষ বেঁধে যায়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নামে বিশাল পুলিস বাহিনী। পালটা তাঁদের উপর চড়াও হয় ৫০০-৬০০ জন। পুলিসের ভ্যান-সহ একাধিক গাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে উন্মত্ত জনতার বিরুদ্ধে। অভিযুক্তদের খোঁজে চিরুনি তল্লাশি শুরু করেছে পুলিস। বৃহস্পতিবার সকাল পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করা যায়নি। অশান্তির সূত্রপাত বুধবার সন্ধেয়। রমজান মাসেই রামনবমী। সেই উপলক্ষে দুই সম্প্রদায় মানুষের মধ্যেই উৎসবের আমেজ। এমন পরিস্থিতিতে ঔরঙ্গাবাদের কিরাদপুরা এলাকায় বুধবার সন্ধেয় যুবকদের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে কথা কাটাকাটি শুরু হয়। পরে তা রণক্ষেত্রের চেহারা নেয়। খবর পেয়ে এলাকায় যায় বিশাল পুলিসবাহিনী। পুলিস কমিশনার নিখিল গুপ্তা জানিয়েছেন, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে পুলিস নামতেই পালটা হামলা চলে। পুলিসের গাড়ি-সহ ছয়-সাতটি গাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। প্রায় ঘণ্টাখানেক তাণ্ডব চালায় উন্মত্ত জনতা। পরে পুলিস পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। অভিযুক্তদের খোঁজ চলছে। তবে এখনও কাউকে গ্রেপ্তার করা যায়নি। এদিকে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, স্থানীয়দের শান্ত করতে মাঠে নেমেছেন জনপ্রতিনিধিরা। স্থানীয় সাংসদ ইমতিয়াজ জলিল জানিয়েছেন, একটি ঘোষণাকে কেন্দ্র করে দুই গোষ্ঠী অশান্তিতে জড়িয়ে পড়ে। সেই অশান্তিকে কেন্দ্র করে কয়েকশো লোক জড়ো হয়ে যায়। পাথর ছোঁড়া হয়। বর্তমানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণেই বলে দাবি তাঁর।

রামনবমীতে ইন্দোরে মন্দিরে পুজো দিতে গিয়ে কুয়োয় পড়ে গেলেন ৩০ জন!

ইন্দোর, ৩০ মার্চ ঃ রামনবমীর সকালে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটল ইন্দোরে। পুজো দিতে গিয়ে মন্দিরের কুয়োয় পড়ে গেলেন ৩০ জন পুণ্যার্থী। চলছে জোরকদমে উদ্ধারকাজ। বৃহস্পতিবার সকালে মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরের বালেশ্বর মন্দিরে দুর্ঘটনাটি ঘটে। ইতিমধ্যেই ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে পুলিস, উদ্ধারকারী দল। জানা গেছে, পুজো চলাকালীন আচমকাই মন্দিরের ছাদ ভেঙে পড়ে। যার জেরে কুয়োয় পড়ে যান পুণ্যার্থীরা। এখনও পর্যন্ত ৫ জনকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। বাকিরা আটকে আছেন। পুলিস সূত্রে খবর, ইন্দোরের প্যাটেল নগরের ওই মন্দিরে ছিল ভক্তদের ভিড়। আর এই মন্দির চত্বরে রয়েছে একটি পরিত্যক্ত কুয়ো। তবে সেই কুয়োটির মুখ কংক্রিটের স্ল্যাব দিয়ে বন্ধ করা ছিল। তবে এই কুয়োর কথা অনেকেই জানেন না। পুণ্যার্থীদের পায়ের চাপে হঠাৎই হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে কংক্রিটের স্ল্যাবটি। তারফলেই পুণ্যার্থীরা নীচে পড়ে যান। প্রথমে মন্দিরে থাকা অন্যান্য ভক্তরাই উদ্ধারকাজে হাত লাগান। খবর পেয়ে ভানাড়ওয়ারকুয়ান পুলিস ও উদ্ধারকারী দল তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে যায়। তারাই উদ্ধারকাজ চালাচ্ছে। মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান বলেন, অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। উদ্ধারকাজ চলছে। বেশ কয়েকজনকে উদ্ধার করা হয়েছে। বাকিদের যত তাড়াতাড়ি সম্ভব উদ্ধার করা হবে। আমি বিশ্বাস করি সকলকেই অক্ষত অবস্থায় বের করে আনা সম্ভব হবে। ইন্দোরের কালেক্টর টি রাজা জানান, পরিস্থিতির দিকে নজর রাখা হচ্ছে।

রামনবমীতে ইন্দোরে মন্দিরে পুজো দিতে গিয়ে কুয়োয় পড়ে গেলেন ৩০ জন! উদ্ধারকাজ চলছে। ফটো ঃ সংগৃহীত

জেলায় জেলায়

সরকারি অনুষ্ঠানে তৃণমূল নেতারা কেন? উঠছে প্রশ্ন!

আনসার মোল্লা, বহরমপুর : রাজ্যের অন্য জেলার সঙ্গে মুর্শিদাবাদেও রাস্তাশ্রী-পথশ্রী প্রকল্পের সূচনা হল। সূচনা করেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এখানকার বিভিন্ন ব্লকে সেই অনুষ্ঠানে, মঞ্চ আলো করে বসে থাকতে দেখা গেছে তৃণমূলের ব্লক সভাপতি থেকে শুরু করে ছোট, বড়, মাঝারি অনেক নেতাকে। যা নিয়ে জেলা জুড়ে প্রশ্ন তুলেছেন বিরোধীরা। তাদের অভিযোগ সরকারী কর্মসূচিকে দলীয় কর্মসূচি মনে করা তৃণমূলের বরাবরই অভ্যেস। মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদের সভাধিপতি সামসুজ্জোহা বিশ্বাস বলেন, তারা তৃণমূলের নেতা হিসেবে নয় তারা এলাকাবাসী হয়ে গিয়েছেন। জেলাশাসক রাজর্ষি মিত্র এ বিষয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি।

জেলা কংগ্রেসের মুখপাত্র জয়ন্ত দাস জানান, তৃণমূল কর্মীরা কোনটা সরকারী অনুষ্ঠান আর কোনটি দলীয় অনুষ্ঠান এই শিক্ষাই তাদের নেই। বিজেপি জেলা সভাধিপতি শাখারভ সরকার বলেন, তৃণমূল সরকার আর দল কি আলাদা? সব এক হয়ে গেছে! সামনে পঞ্চায়েত নির্বাচন তাই তৃণমূল নেতারা মোড়ল সাজতে মঞ্চ দখল করে বসেছিল।

বেলডাঙা-২ ব্লক বিডিও পূর্ব ও পশ্চিম তৃণমূলের সভাপতি যথাক্রমে আতাউর রহমান ও ইন্দ্রনীল প্রামাণিককে চিঠি দিয়ে আমন্ত্রণ জানান। বিডিও কে প্রশ্ন করা হলে, তিনি বলেন তাদের সমাজসেবী হিসেবে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম। আবার প্রশ্ন তবে কি বিরোধী দলগুলিতে কোন সমাজসেবী নেই? তাদের ডাকা হয়নি কেন? তার উত্তরে তিনি বলেন, কাজের চাপে তাদের আমন্ত্রণ চিঠি পাঠানো হয়নি। ব্লক সভাপতিকে তাহলে চিঠি পাঠানোর সময় কাজের চাপ ছিল না? এর উত্তর দিতে পারেননি বিডিও। অনেক জায়গায় সভা পরিচালনাও করেছেন তৃণমূলের ব্লক নেতারা।

জেলার ২৬টি ব্লকের বাসিন্দারা জানান, রাস্তাশ্রী-পথশ্রী করেও তৃণমূল এবার মানুষের মন ঘোরাতে পারবে না। মানুষ বুঝে গেছে তাদের মিথ্যাচার। দলটা এখন চোর, ডাকাতদের সঙ্গে পরিচিত বলে অনেকের মন্তব্য।

শিক্ষার পর স্বাস্থ্যদপ্তরেও কি চাকরি বিক্রি, ধৃত ১

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিয়োগ দুর্নীতিতে এমনিতেই নাজেহাল রাজ্যের শাসকদল তৃনমূল। যত দিন গড়াচ্ছে ততই অস্বস্তিতে পড়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার। শিক্ষাক্ষেত্রের পর এবার দুর্নীতি কি স্বাস্থ্য দপ্তরেও?

নিয়োগের কোনও বিজ্ঞপ্তি নেই, শূন্যপদের জন্য আবেদনও করা হয়নি। তারপরেও নিয়োগপত্র নিয়ে চাকরিতে যোগদান করতে হাজির দুই প্রার্থী। এমনটাই ঘটেছে মালদহ মেডিক্যাল কলেজ। এই ঘটনায় পুলিস একজনকে গ্রেফতার করেছে।

সরকারি গ্রুপ-সি পদের নিয়োগপত্র নিয়ে হাজির হন দু'জন প্রার্থী। তবে, সরকারি বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই গ্রুপ-সি পদে নিয়োগ নিয়ে সন্দেহ হয় মালদহ মেডিক্যাল কলেজ কর্তৃপক্ষের। চাকরি প্রার্থীদের নিয়োগপত্র দেখতে চান মেডিক্যালের এমএসভিপি। দুই প্রার্থী মোবাইলে তাঁদের নিয়োগপত্র দেখান। এতে আরও সন্দেহ বাড়ে। চাকরিপ্রার্থী দু'জনকে অফিসে অপেক্ষা করতে বলে মেডিক্যালের কর্তারা খবর দেন পুলিসে। পুলিস এসে দু'জনকে আটক করে। পরে পুলিসে অভিযোগও করা হয় মেডিকেল কলেজের পক্ষ থেকে। তাঁদের অভিযোগের ভিত্তিতে সোমবার রাতে ঘটনায় মূল অভিযুক্ত হবিবপুরের এক যুবককে পুলিস গ্রেফতার করেছে।

জানা গেছে, লক্ষাধিক টাকার বিনিময়ে দুই চাকরিপ্রার্থীকে ভুয়ো নিয়োগপত্র দেয় প্রকাশ সাহা নামের এক যুবক। মালদহ মেডিক্যালের ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসতেই জেলাজুড়ে হইচই পড়েছে। ধৃত প্রকাশ সাহাকে মালদহ জেলা আদালতে পেশ করে হেফাজতে নিয়েছে পুলিস।

একই রাস্তা ২ বার উদ্বোধনে গ্রামবাসীদের বাধা

একই রাস্তা দু'বার উদ্বোধন মঞ্চের সামনে এসে গ্রামবাসীদের বাধা। ফটো : সংগৃহীত

নিজস্ব সংবাদদাতা : তিন বছর আগেও একবার উদ্বোধন হয়। কিন্তু রাস্তা তৈরি হয়নি। দ্বিতীয়বার আবার ঐ একই রাস্তা উদ্বোধনের তোড়জোড় করতে দেখে গ্রামবাসীরা বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। গ্রামবাসীরা বলেন আগে রাস্তা তৈরি হোক তারপর উদ্বোধন।

রাস্তার উদ্বোধনের জন্য এদিন মঞ্চ তৈরি হয়েছিল হাওড়ার উলুবেড়িয়ার নুরুল্লাপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। প্রচার হয়েছিল কাজের সূচনা করতে আসবেন উলুবেড়িয়া উত্তর কেন্দ্রের শাসকদলের বিধায়ক নির্মল মাজি। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, তিন বছর আগে রাস্তা তৈরির জন্য বোর্ড লাগানো হয়েছিল। ঘটা করে নারকেল ফাটিয়ে রাস্তার কাজের সূচনাও হয়েছিল। কিন্তু উলুবেড়িয়া-২ ব্লকের বাণীবন পঞ্চায়েতের নুরুল্লাপাড়া গ্রামের উত্তরপাড়া থেকে সাঁতরাপাড়া পর্যন্ত ০.৯৮ কিলোমিটার লম্বা রাস্তাটি আর তৈরি হয়নি। গ্রামবাসীদের ক্ষোভ তখন থেকেই। মঙ্গলবার 'পথশ্রী' প্রকল্পে ফের ওই রাস্তার কাজের উদ্বোধনের তোড়জোড় হতে দেখেই বাধা দিলেন তাঁরা। বিক্ষোভও হয়। উদ্বোধকদের কার্যত তাড়িয়ে দেন গ্রামবাসীরা। তাঁদের দাবি, আগে রাস্তার কাজ হোক। তারপর কাজের বোর্ড লাগানো এবং নারকেল ফাটানো হোক।

হুগলির সিঙ্গুর থেকে এ দিন 'পথশ্রী-রাস্তাশ্রী' প্রকল্পে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যে যে ১২ হাজার কিলোমিটার রাস্তার কাজের সূচনা করেন, তার মধ্যে রয়েছে নুরুল্লাপাড়ার ওই ঢালাই রাস্তার কাজও। সেটি করার কথা জেলা পরিষদের। এ জন্য বরাদ্দ হয়েছে ৩৪ লক্ষ ৫৯ হাজার ৮৮০ টাকা।

এদিন ঠিকাদার সংস্থার কর্মীরা 'পথশ্রী' প্রকল্পের বোর্ড লাগাতে গেলে মহিলারা বাধা দেন। দুপুর দুটো নাগাদ মঞ্চের কাছে হাজির হন পঞ্চায়েত প্রধান শরিফা বেগম এবং ব্লকের কয়েকজন ইঞ্জিনিয়ার ও শাসকদলের নেতারা। কিন্তু বিক্ষোভের জেরে তাঁদের ফিরে যেতে হয়। মানুষের অসন্তোষের কথা মেনে নিলেও কাজের উদ্বোধন থেমে থাকেনি বলে দাবি করেছেন শরিফা। তিনি বলেন, মঞ্চের কাছে না করলেও খানিকটা এগিয়ে একটি রাস্তার উপরে নারকেল ফাটিয়ে উদ্বোধন করেছি। উলুবেড়িয়া-২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শেখ ইলিয়াস বলেন, এদিন রাজ্যের সব রাস্তার কাজের উদ্বোধন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁরা নামমাত্র বিভিন্ন জায়গায় উপস্থিত ছিলেন।

গ্রামবাসীরা জানান, তিন বছর আগে ঘটা করে কাজের সূচনা হলেও একটি ইটও পাতা হয়নি। কাজের বোর্ডের ছবি তুলে সরকারি লোকজন চলে যান। কাঁচা রাস্তাটির এমন অবস্থা, হাঁটাচলা দুষ্কর। কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে কাঁধে করে হাসপাতালে বা ডাক্তারখানায় নিয়ে যেতে হয়। গাড়ি ঢুকতে চায় না।

গ্রামের দুই প্রবীন রবীন ভুঁইয়া এবং শেখ শাহ আলম আলি বলেন, বছর ২৫ আগে বাম আমলে রাস্তায় মাটি ফেলা ও ইট পাতা হয়েছিল। তারপরে আর কাজ হয়নি। গ্রামের মানুষকে বারে বারে বর্তমান শাসকদল ধোঁকা দিচ্ছে। তাই গ্রামবাসীরা ঠিক করেছেন আগে রাস্তা হবে, তারপরে বোর্ড লাগানো হবে। অভিযোগ বিক্ষোভের মুখে পড়বেন জেনেই বিধায়ক আসেনি।

সিগারেট ও গুটকা বিক্রির বিরুদ্ধে দুর্গাপুরে পড়ুয়াদের অভিনব প্রচার

নিজস্ব সংবাদদাতা : সরকার আইন করে স্কুল চত্বরের ১০০ গজের মধ্যে যে কোনও ধরনের নেশাজাত দ্রব্য বিক্রি নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। কিন্তু সরকার আইন তৈরি করলেও বাস্তবে তা প্রয়োগ করা হয়না। তার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা বা সেই আইন বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কঠোরভাবে কার্যকরী করতেও দেখা যায় না।

পশ্চিম বর্ধমানের একটি স্কুলের ১০০ গজের মধ্যে প্লিজ বিড়ি, সিগারেট, গুটকার মত তামাকজাত ক্ষতিকারক দ্রব্য বিক্রি করবেন না! দোকানদারদের হাতে গোলাপ ফুল তুলে দিয়ে এমনই আব্দার করছে স্কুলের ছাত্রীরা। দুর্গাপুরের জেমুয়া ভাদুবালা বিদ্যাপীঠের পড়ুয়ারা স্কুলের চারপাশ নেশামুক্ত রাখতে এমনই অভিনব উদ্যোগ নিয়েছে।

জোর জবরদস্তি নয়, গান্ধিজির পথে হেঁটে স্কুলের চারপাশ

নেশামুক্ত রাখতে চাইছে খোদ পড়ুয়ারাই। পাশে পেয়েছে শিক্ষক এবং প্রশাসনকে। ইদানিং বিভিন্ন সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে তরুণ প্রজন্ম আগের থেকে অনেক বেশি তামাকজাত দ্রব্যে আসক্ত হয়ে পড়েছে। স্কুলে পড়াকালীনই অনেকে ধূমপান করতে শুরু করেছে। সরকার দাম বাড়িয়েও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পারছে না। এর ফলে ক্যান্সার আক্রান্তের সংখ্যা আগের থেকে অনেক বেশি পরিমাণে বেড়ে গিয়েছে। এই পরিস্থিতি বদলাতেই এমন অভিনব উদ্যোগ নিল পশ্চিম বর্ধমানের ওই স্কুলের পড়ুয়ারা।

স্থানীয়রা জানায় জেমুয়া ভাদুবালা বিদ্যাপীঠের পরিবেশ, তার চর্চা দুর্গাপুরের মত দামি শহরের বহু নামজাদা বেসরকারি স্কুলকেও হার মানিয়ে দেয়। সেই স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরাই পুলিসকে সঙ্গে নিয়ে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণের আশপাশের এলাকা তামাক মুক্ত করার জন্য উঠেপড়ে লেগেছে। প্রতিটি দোকানে গিয়ে দোকানদারের হাতে গোলাপ ফুল ধরিয়ে পড়ুয়ারা একটাই অনুরোধ করছে, দয়া করে তামাকজাত কোনও দ্রব্য স্কুলের আশেপাশে বিক্রি করবেন না। কখনও কোনও ছাত্র সিগারেট বা গুটকা কিনতে এলে তাকে দেবেন না। উল্লেখ্য, বহু বছর আগে রাজ্য সরকার আইন করে স্কুল চত্বরের ১০০ গজের মধ্যে যেকোনও ধরনের নেশাজাত দ্রব্য বিক্রি নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। কিন্তু সেই আইন বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কঠোরভাবে প্রয়োগ করা হয় না।

শান্তনুর রিসর্টের পাশে গঙ্গায় বান্ডিল বান্ডিল দলিল মিলেছে

নিজস্ব সংবাদদাতা : হুগলির বলাগড়ে নিয়োগ দুর্নীতিতে ধৃত শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়ের রিসর্ট। তার পাশের গঙ্গায় বান্ডিল বান্ডিল দলিল মিলেছে বলে সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা গেছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, উদ্ধার হয়েছে শতাধিক দলিল।

হুগলির বলাগড়ের চাঁদড়া এলাকার গঙ্গা থেকে উদ্ধার হয়েছে ওই দলিলের বান্ডিলগুলো। তা নিয়ে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ওই দলিলে ঠিকানা লেখা রয়েছে মুর্শিদাবাদের ডোমকলের। দলিলগুলি খতিয়ে দেখছে পুলিস।

পুলিস সূত্রের খবর মঙ্গলবার দুপুরে গঙ্গায় স্নান করছিলেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তাঁরা ওই দলিলের বান্ডিলগুলি দেখতে পেয়ে উদ্ধার করেন। সেগুলি বস্তাবন্দি ছিল না, দড়িতে বাঁধা ছিল। ফলে ভিজেও গিয়েছিল। এর পর তারা বিষয়টি পুলিসকে জানায়। অভিযোগ প্রায় একশোর উপর দলিল ছিল। যেখানে দলিলগুলো পাওয়া গিয়েছে তার কাছেই রয়েছে নিয়োগ দুর্নীতিতে ধৃত বহিস্কৃত তৃণমূল নেতা শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়ের রিসর্ট। স্থানীয়দের মতে, দলিল দরকারি জিনিস। এটা ফেলে দেওয়ার নয়। মনে হয় এর পিছনে অন্য কোনও ব্যাপার আছে। পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, দলিলগুলি আসল না নকল তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

চার মাস ধরে হাতির একটি দল গ্রামের পর গ্রামে দাদাগিরি করে চলেছে

নিজস্ব সংবাদদাতা : প্রায় চার মাস ধরে ৭০টি হাতির একটি দল বাঁকুড়া এবং পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার বেশ কিছু গ্রামের ও চাষীদের ফসলের উপর দাদাগিরি করে চলেছে। আগে মাঠে আমন ধান পাকার সময় খাবারের খোঁজে দফায় দফায় মোট ৮০টি হাতি বাঁকুড়ায় চলে আসে। বিষ্ণুপুর বনাঞ্চল, বাঁকুড়া উত্তর বনবিভাগের বিভিন্ন জঙ্গলে ঘাঁটি গাড়ে হাতিগুলি।

দীর্ঘ ৪ মাস পর মঙ্গলবার রাতে হাতির দলটি বিষ্ণুপুর বনবিভাগের এলাকা অতিক্রম করে পশ্চিম মেদিনীপুরে ফিরে গিয়েছে। এমনটা জানা গিয়েছে বন দফতর সূত্রে। আরও জানা গিয়েছে, ওই দলটিতে হাতি রয়েছে প্রায় ৭০টি। তবে এখনও

৯টি হাতি বাঁকুড়ায় রয়েছে বলে জানা গেছে বন দফতর সূত্রে। জেলা জুড়ে শুরু হয় হাতির তাণ্ডব। গত কয়েক মাস ধরে এলাকা দাপিয়ে অবশেষে সপ্তাহ খানেক আগে পশ্চিম মেদিনীপুরের দিকে রওনা দিতে শুরু করে ওই হাতির পাল। এর মধ্যে মঙ্গলবার রাতেই ৭০টি হাতির দল সীমানা পেরিয়ে পশ্চিম মেদিনীপুরে ঢুকে পড়েছে বলে বন দফতর সূত্রে খবর। বাকি হাতিগুলির মধ্যে বড়জোড়া রেঞ্জে ৪টি, বেলিয়াতোড় রেঞ্জে ৪টি এবং সোনামুখী রেঞ্জে ১টি হাতি রয়েছে।

মুখ্য বনপাল (কেন্দ্রীয় চক্র) এস কুলানডাইভেল বলেন, হাতির দলটি বাঁকুড়া জেলা থেকে বেরিয়ে পশ্চিম মেদিনীপুরে ফেরার চেষ্টা করছিল। তাঁরা কড়া নজরদারির মধ্যে দলটিকে পশ্চিম মেদিনীপুরে ফিরে যেতে সাহায্য করেছে। এখনও যে হাতিগুলি বাঁকুড়া জেলায় আছে সেগুলিও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা অভিমুখে রয়েছে। খুব শীঘ্র সেগুলিও বাঁকুড়া জেলার সীমানা পেরিয়ে যাবে বলে তাঁদের আশা।

পশ্চিম মেদিনীপুরের বন দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রায় ৬০টি হাতির একটি দল তিন ভাগে ভাগ হয়ে রয়েছে রূপনারায়ণ বন বিভাগের অধীনস্থ গোয়ালতোড় এবং গড়বেতায়। দলটিকে ঝাড়খণ্ডের দিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে বন দফতর। ডিএফও (রূপনারায়ণ বিভাগ) মণীশ যাদব বলেন, হুমগড়ের হদহদি, গড়বেতার জামডোবা, বাগডোবা এলাকায় ৬০টি হাতি রয়েছে। হাতির দলকে অন্যত্র নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা চলছে। মঙ্গলবার দলছুট দাঁতাল হাতিকে বাগে আনতে গিয়ে আক্রান্ত হয়েছিলেন এক বন আধিকারিক। এরপর ওই হাতি ঢুকে পড়েছে গোপগড় পার্কে। গোপগড়ে হাতিটিকে ঘুমপাড়ানি গুলি ছুড়ে কাবু করেন বনকর্মীরা। এরপর নিয়ে যাওয়া হয় ঝাড়গ্রাম মিনি জু-তে। সেখানে তার চিকিৎসা চলছে।

সদ্য প্রকাশিত

তরী হতে তীর
পরিবেশ প্রত্যক্ষ ও প্রত্যয়ের বৃত্তান্ত
হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
চতুর্থ প্রকাশ
দাম : ৫০০.০০ টাকা

ঠিকানা কলকাতা
সুনীল মুন্সী
তৃতীয় সংস্করণ
দাম : ২০০.০০ টাকা

বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাস অনুসন্ধান
(চতুর্থ খণ্ড)
মঞ্জুকুমার মজুমদার ও ভানুদেব দত্ত
দ্বিতীয় পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ
দাম : ৪৫০.০০

মনীষা গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড
৪/৩ বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা -৭৩

মনীষা প্রকাশিত কিছু উল্লেখযোগ্য বই

জীবনী
কার্ল মার্কস সংক্ষিপ্ত জীবনী : নিকালাই ইভানভ ৭০.০০

দর্শন
দার্শনিক লেনিন : দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ৯০.০০

ইতিহাস
ইতিহাসের ধারা : সুশোভন সরকার ৭৫.০০
সাম্প্রদায়িক ইতিহাস ও রামের অযোধ্যা : রামশরণ শর্মা ৩০.০০
বাংলার ফ্যাসিস্ট বিরোধী ঐতিহ্য ১০০.০০
ঠিকানা : কলকাতা : সুনীল মুন্সী ২০০.০০

সাহিত্য
আলেক্সান্দর পুশকিন নির্বাচিত রচনাবলি ২৫০.০০

রবীন্দ্র সাহিত্য
রবীন্দ্র ভাবনা নির্বাচিত প্রবন্ধ : তপতী দাশগুপ্ত ১৫০.০০

কাব্যগ্রন্থ
দিনেশ দাস কাব্যসমগ্র : ২৫০.০০

বিজ্ঞান
রাসয়নিক মৌল কেমন করে সেগুলি আবিষ্কৃত হয়েছিল : দ. ন. ত্রিফোনভ, ভ. দ. ত্রিফোনভ ২৫০.০০
বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাস অনুসনন্ধান : মঞ্জুকুমার মজুমদার, ভানুদেব দত্ত (মোট ১৫ খণ্ড)
CAA, NRC, NPR মানছি না : ডি. রাজা, এইচ মহাদেবন ড. বি. কে. কঙ্গো
বিজেপির স্বরূপ (পরিবর্তিত সংস্করণ) : এ. বি. বর্ধন

মনীষা গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড
৪/৩ বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা -৭৩

OUR ENGLISH PUBLICATIONS

Karl Marx Remembered : Editor : Philip S. Foner Rs. 55.00
Somenath Lahiri Collected Writings : Rs.15.00
Rise of Radicalsm in Bengal in the 19th Century : Satyendranath Pal Rs. 190.00
Peasant Movement in India 19th-20th Centuries : Sunil Sen Rs. 90.00
Political Movement in Murshidabad 1920-1947 : Bishan Kr. Gupta Rs. 85.00
Forests and Tribals : N. G. Basu Rs. 70.00
Essays on Indology Birth Centenary tribute to Mahapandita Rahula Sankrityayana : Editor. Alaka Chattopadhyaya Rs. 100.00

মনীষা গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড
৪/৩ বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা -৭৩

‘পেনশন সংস্কার নীতি’-র বিরোধে

আবার উত্তাল হয়েছে ফ্রান্স

প্যারিস, ৩০ মার্চ ঃ ইমানুয়েল ম্যাক্রো সরকারের পেনশন সংস্কার নীতির বিরোধিতায় আবারও রাস্তায় নেমেছে ফ্রান্সের ক্ষুব্ধ জনগণ। প্যারিস সহ একাধিক শহরে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন তাঁরা। প্রবল আন্দোলনের জেরে অবরুদ্ধ রেল লাইন থেকে হাইওয়ে। বিক্ষোভকারীদের হটাতে বল প্রয়োগ করে পুলিস। পাল্টা রুখে দাঁড়ান আন্দোলনকারীরা। এক পর্যায়ে, পুলিসের সঙ্গে খন্ডযুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন আন্দোলনকারীরা। সূত্রের খবর, আন্দোলনের জেরে প্যারিসের গণপরিবহন ব্যবস্থা অচল হয়ে পড়ে। এমনকি, শহরতলির লাইনেও যান চলাচল ব্যাহত হয়। আইফেল টাওয়ার এবং ল্যুভরের মতো পর্যটন কেন্দ্রগুলিতেও প্রবেশাধিকার বন্ধ করে দেয় প্রশাসন। জানা যাচ্ছে, গারে দে লিয়ন স্টেশনে কাছে রেল লাইনের উপর আগুন জ্বালিয়ে দেয় বিক্ষোভকারীরা। এছাড়া, পশ্চিমাঞ্চলীয় শহর নান্টেসের রাস্তায় পুলিস ও বিক্ষোভকারীদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে। সংবাদ সংস্থা এএফপি জানিয়েছে, বিক্ষোভকারীদের হটাতে পুলিস কাঁদানে গ্যাস ব্যবহার করলে, পাল্টা পুলিসকে লক্ষ্য করে ক্ষেপণাস্ত্র ছোঁড়ে আন্দোলনকারীরা। এছাড়া, একটি ব্যাঙ্কের শাখা এবং আবর্জনার স্তূপেও আগুন লাগানো হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় শহর লিয়নে বিক্ষোভকারীদের ওপর জলকামান এবং টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ করা হয়েছে। এবং উত্তরের শহর লিলেতেও ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে। ব্রিটিশ সংবাদ মাধ্যম বিবিসি জানিয়েছে, ফ্রান্সে অবসরের বয়সসীমা ৬২ বছর থেকে বাড়িয়ে ৬৪ বছর করেছে ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁর সরকার। কোনও গণভোট ছাড়াই পেনশন নীতি’র এই সংস্কারের বিরুদ্ধে পথে নেমে পড়েছে সাধারণ মানুষ। ফ্রান্সের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জেরাল্ড ডারমানিন জানান, পরিস্থিতি মোকাবিলায় সারাদেশে প্রায় ১৩,০০০ নিরাপত্তা কর্মী মোতায়েন করা হয়েছে। এরমধ্যে ৫,৫০০ নিরাপত্তা কর্মী মোতায়েন করা হয়েছে প্যারিসে। তবে, বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে সংঘর্ষে ১৭৫ পুলিস কর্মকর্তা আহত হয়েছেন। উত্তেজনা ছড়ানোর দায়ে ২০১ জন বিক্ষোভকারীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

ফ্রান্সে পুলিস এবং পেনশন হোল্ডারকারীদের খন্ডযুদ্ধ। *ছবি : সৌজন্যে – ডটসে ওয়েলে*

এপ্রিলে তুরস্ক সফর করতে পারেন পুতিন

আঙ্কারা, ৩০ মার্চ ঃ পারমাণবিক বিদ্যুকেন্দ্র উদ্বোধনে আগামী মাসে তুরস্ক সফর করতে পারেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ান বুধবার এ কথা বলেন। তুরস্কের দক্ষিণাঞ্চলীয় মেরসিন প্রদেশের আক্কুয়ু শহরে দেশটির প্রথম পারমাণবিক বিদ্যুকেন্দ্র নির্মাণ করা হচ্ছে। বিদ্যুকেন্দ্রটির চুল্লি নির্মাণ করেছে রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় পারমাণবিক শক্তি করপোরেশন (রোসাটম)। এরদোয়ান দেশটির বেসরকারি সম্প্রচারমাধ্যম এটিভিকে বলেন, উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পুতিনের আগামী ২৭ এপ্রিল তুরস্কে আসার সম্ভাবনা রয়েছে। অথবা তাঁরা অনলাইনে যুক্ত হয়েও উদ্বোধনী অনুষ্ঠান করতে পারেন।

বুধবারই এরদোয়ান জানান, ২৭ এপ্রিল আক্কুয়ু পারমাণবিক বিদ্যুকেন্দ্রর প্রথম ইউনিটে প্রথম জ্বালানি লোড করা হবে।

পুতিন তুরস্ক সফরের পরিকল্পনা করছেন বলে ইতিমধ্যে তুর্কি গণমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদন গত সোমবার অবশ্য অস্বীকার করে ক্রেমলিন।

গত শনিবার ক্রেমলিনের পক্ষ থেকে বলা হয়, পুতিন ও এরদোয়ানের মধ্যে ফোনালাপ হয়েছে। এ সময় দুই নেতা আক্কুয়ু পারমাণবিক বিদ্যুকেন্দ্র নির্মাণসহ জ্বালানি খাতে যৌথ কৌশলগত প্রকল্পের সফল বাস্তবায়ন নিয়ে আলোচনা করেন।

তুরস্ক ২০২৩ সালে পারমাণবিক বিদ্যুকেন্দ্রটির প্রথম চুল্লি চালু করার পরিকল্পনা আগেহ ঘোষণা করেছিল। ইউক্রেনে যুদ্ধাপরাধের অভিযোগে চলতি মাসের শুরুর দিকে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত (আইসিসি) রুশ প্রেসিডেন্ট পুতিনের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করে। এতে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানায় ক্রেমলিন। এ পরোয়ানাকে আইনত অকার্যকর বলে বর্ণনা করে মস্কো। কারণ, আইসিসি গঠনের চুক্তিতে রাশিয়া সই করেনি। তুরস্কও এ চুক্তিতে নেই।

ইমরানের বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য গ্রেপ্তারি পরোয়ানা

ইসলামাবাদ, ৩০ মার্চ ঃ পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ও তেহরিক-ই-ইনসাফ দলের চেয়ারম্যান ইমরান খানের বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছেন ইসলামাবাদের একটি আদালত। বিচারককে হুমকি দেওয়ার অভিযোগে দায়ের করা মামলায় তাঁর বিরুদ্ধে এই আদেশ দিলেন আদালত। আগামী ১৮ এপ্রিলের মধ্যে ইমরানকে আদালতে হাজির করতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিয়েছেন আদালত। বুধবার জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মালিক আরমান এই আদেশ দেন। এ সময় রাষ্ট্রপক্ষে শুনানি করেন রিজওয়ান আব্বাসি। অপরদিকে ইমরানের পক্ষে আদালতে উপস্থিত ছিলেন তাঁর আইনজীবী ফয়সাল চৌধুরী।

শুনানিকালে ইমরানের অনুপস্থিতি নিয়ে আপত্তি তোলেন বিচারক। এ সময় তিনি বলেন, ইমরান আদালতে হাজির না হলে জামিনযোগ্য গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জামিন অযোগ্য পরোয়ানায় পরিণত হবে। এ সময় রিজওয়ান আব্বাসি বলেন, ওয়াজিরাদের ঘটনা নিয়ে ইমরান খানের অনেক অজুহাত শুনেছি। দুই দিন আগেও আদালতে হাজির হয়ে তিনি একই অজুহাত দেখিয়েছিলেন।’ তিনি আরও বলেন, আদালতে হাজির হওয়া থেকে অব্যাহতির অনুরোধ প্রতিটি শুনানিতে মঞ্জুর করা হয়েছিল।

সর্বশেষ বিচারকের বক্তব্য আদালতে তুলে ধরেন রিজওয়ান আব্বাসি। তিনি বলেন, বিচারকাজ চলাকালীন টানা অনুপস্থিত থাকায় ইমরানের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হয়েছিল। যুক্তিতর্ক উপস্থাপন শেষে আদালত আগামী ১৮ এপ্রিলের মধ্যে ইমরান খানকে আদালতে হাজির করতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেন। এর আগে ১৩ মার্চ ইমরানের বিরুদ্ধে একই ঘটনায় জামিন অযোগ্য গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছিলেন সিনিয়র সিভিল জজ মুজাহিদ রহিম। পরবর্তী সময়ে এই আদেশকে চ্যালেঞ্জ করে জেলা আদালতে যায় পিটিআই। এদিকে ইমরানের আইনজীবীর দাবি, বেআইনিভাবে ১৩ মার্চ ইমরানের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হয়েছিল। স্বাস্থ্যগত সমস্যা ও প্রাণহানির আশঙ্কায় ইমরান খান আদালতে হাজির হতে পারেননি।

হাসপাতালে পোপ ফ্রান্সিস

ভ্যাটিকান সিটি, ৩০ মার্চঃ ক্যাথলিকদের প্রধান ধর্মযাজক পোপ ফ্রান্সিস শ্বাসযন্ত্রের সংক্রমণের জন্য হাসপাতালে ভর্তি হয়ে চিকিৎসা নিচ্ছেন। তাঁকে কয়েক দিন হাসপাতালে ভর্তি থাকতে হবে। বুধবার ভ্যাটিকানের পক্ষ থেকে দেওয়া বিবৃতিতে এসব তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে।

বিবৃতিতে বলা হয়, ৮৬ বছর বয়সী পোপ কয়েক দিন ধরে শ্বাস নিতে কষ্ট হওয়ার কথা বলছিলেন। তবে স্বাস্থ্য পরীক্ষায় তাঁর কোভিড-১৯ শনাক্ত হয়নি।

বুধবার সকালে পোপ ভ্যাটিকানে সাপ্তাহিক একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন। তখন শারীরিকভাবে তাঁকে সুস্থ দেখাচ্ছিল। তবে হঠাৎই অসুস্থ বোধ করলে পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য পোপকে হাসপাতালে নেওয়া হয়। এর কয়েক ঘণ্টার মাথায় ভ্যাটিকান থেকে বিবৃতিটি দেওয়া হয়েছে।

হাসপাতালে চিকিসাৎধীন পোপ ফ্রান্সিস

শুরুতে ভ্যাটিকান থেকে বলা হয়েছিল, পোপের স্বাস্থ্য পরীক্ষার বিষয়টি পূর্বনির্ধারিত ছিল। তবে ইতালির একটি সংবাদমাধ্যম এ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল। তারা বলেছে, গতকাল দুপুরে পোপের সঙ্গে একটি টেলিভিশন সাক্ষাৎকার হওয়ার কথা ছিল, শেষ মুহূর্তে তা বাতিল করা হয়েছে। পোপ ফ্রান্সিস ডাইভার্টিকুলাইটিসে ভুগছেন। এ ধরনের ক্ষেত্রে মানুষের অন্ত্র আক্রান্ত হয় কিংবা প্রদাহ হয়। ২০২১ সালে অন্ত্রের অংশবিশেষ অপসারণ করতে গেমেলি হাসপাতালে তাঁর একটি অস্ত্রোপচার হয়।

গত জানুয়ারিতে পোপ আবারও অসুস্থ হয়ে পড়েন। তখন তাঁর ওজন বেড়ে গিয়েছিল। তবে তা নিয়ে পোপ খুব একটা উদ্বিগ্ন ছিলেন না। পোপের হাঁটুতেও সমস্যা আছে। তাঁকে কখনো লাঠিতে ভর দিয়ে আবার কখনো হুইলচেয়ারে করে জনসম্মুখে আসতে দেখা যায়। চলতি বছর পোপ বলেছেন, শারীরিকভাবে গুরুতর অসুস্থ না হয়ে পড়লে বা একেবারে অক্ষম না হয়ে পড়লে তাঁর শিগগিরই পদত্যাগ করার কোনো পরিকল্পনা নেই।

পাকিস্তানে খাদ্য ও অর্থনৈতিক সংকট চরমে

বিনা মূল্যের আটা সরবরাহের ট্রাক লুট করল উত্তেজিত জনতা

ইসলামাবাদ, ৩০ মার্চ ঃ অর্থনৈতিক সংকটের মধ্যে আছে দক্ষিণ এশিয়ার দেশ পাকিস্তান। মুদ্রাস্ফীতি চরম পর্যায়ে পৌঁছানোয় নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য আমজনতার নাগালের বাইরে চলে গেছে। বাইরের দেশ থেকেও আসছে না খাদ্যপণ্য। জ্বালানি তেলের দাম আকাশছোঁয়া। কোথাও কোথাও অর্থ দিয়েও মিলছে না ডাল, আটা, তেলের মতো নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য। এমতাবস্থায় দিশেহারা হয়ে পড়েছেন দেশটির জনগণ। খাদ্যসংকটে দিশেহারা হয়ে বিনা মূল্যে বিতরণের আটার ট্রাক লুটের ঘটনাও ঘটেছে দেশটিতে। দেশটির পেশোয়ার ও ডেরা ইসমাইল খান এলাকায় বিনা মূল্যে আটা ও ময়দা সংগ্রহের জন্য অপেক্ষায় থাকা মানুষেরা ট্রাকে লুটপাট চালিয়েছেন। সোমবার আটার ব্যাগ লুট করেন তাঁরা।

এদিকে বিনা মূল্যে আটা না পেয়ে বান্নু, লাক্কি মারওয়াত, খাইবার ও অ্যাবোটাবাদ এলাকার স্থানীয় বাসিঃদারা বিক্ষোভ করেছেন। সোমবার পেশোয়ারে রিং রোডের কাছে একটি পার্কে আটা লুটের ঘটনা ঘটে। বিনা মূল্যে ময়দা পেতে বিপুলসংখ্যক নারীসহ শত শত মানুষ অপেক্ষা করছিলেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রকাশিত হওয়া ভিডিও ফুটেজে দেখা গেছে, ময়দা বহনকারী ট্রাক ঘটনাস্থলে পৌঁছনর সঙ্গে সঙ্গে বিপুলসংখ্যক মানুষ সেখানে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। তাঁদের অনেকে ট্রাকের ওপর উঠে যান এবং ময়দার ব্যাগ ছ্যাতে থাকেন। এরপর চালকদের সেখান থেকে দ্রুত সরে যেতে দেখা গেছে। ভিডিও ফুটেজে আরও দেখা গেছে, লুট হওয়া ময়দার জন্য মানুষ ঝগড়া করছেন। একে অপরের কাছ থেকে ব্যাগ ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছেন।

এদিকে পুলিস বলেছে, রিং রোডে ময়দার ট্রাক লুটের ঘটনায় তারা ৪০ ব্যক্তিকে আটক করেছে। আটক ব্যক্তিদের জেলে রাখা হয়েছে।

সোমবার ডেরা ইসমাইল খান জেলারও দুটি বিতরণকেন্দ্রে আটার ট্রাকে লুটপাট হয়েছে। অসহায় মানুষদের মধ্যে বিনা মূল্যে আটা বিতরণ করতে ডেরা ইসমাইল খান জেলার দারাজিন্দা টেহসিল এলাকার একটি কলেজে চারটি ট্রাক গিয়েছিল। আটা বিতরণের সময় উত্তেজিত জনতা ট্রাকের ওপর হামলা চালায়। তারা চারটি ট্রাকের মধ্যে একটিতে লুটপাট করেছে। জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে পুলিস লাঠিপেটা করে। কুলাচি টেহসিল এলাকায় আরও একটি ট্রাক লুট হয়েছে। সরহাদ ফ্লাওয়ার মিলসের ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ বলেছে, অসহায় মানুষদের মধ্যে বিনা মূল্যে ময়দা বিতরণের জন্য ট্রাকটি কুলাচিতে পাঠানো হয়েছে। সেখানেও লুট হয়েছে।

পেশোয়ার ও ডেরা ইসমাইল খান এলাকায় বিনা মূল্যে ময়দা ও আটার ট্রাকে লুটপাট চালিয়েছে জনগণ। *ছবি ঃ টুইটার থেকে নেওয়া*

ফিলিপিনে যাত্রীবাহী জাহাজে আগুন, নিহত ৩১

ম্যানিলা, ৩০ মার্চ ঃ ফিলিপিনের দক্ষিণাঞ্চলে একটি জাহাজে আগুন লেগে ৩১ জন নিহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার স্থানীয় গভর্নর এ তথ্য জানিয়েছেন।

বাসিলান গভর্নর জিম সালিমান এএফপিকে বলেন, প্রাথমিকভাবে আমরা ১৩ জনের মৃত্যুর তথ্য পেয়েছিলাম। এরপর ১৮ জনের কথা জানলাম। আর এখন তা ৩১ জনে দাঁড়িয়েছে।

দ্য লেডি ম্যারি জয় থ্রি নামের ওই জাহাজটি মিন্দানাও দ্বীপের জাম্বোয়ানগা শহর থেকে সুলু প্রদেশের জোলো দ্বীপের দিকে যাচ্ছিল। বুধবার রাতে বাসিলান প্রদেশের বালুক দ্বীপের কাছে জাহাজটিতে আগুন ধরে যায়।

ফিলিপাইনের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাবিষয়ক কর্মকর্তা নিক্সন আলোনজো বলেন, বুধবার রাতে জাহাজটিতে আগুন ধরে গেলে যাত্রীরা জলে লাফ দেন।

উদ্ধারকারীদের পাশাপাশি ফিলিপিন কোস্টগার্ড ও জেলেরাও উদ্ধার অভিযানে অংশ নেন। ১৯৫ যাত্রী ও ৩৫ ক্রুকে জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করতে সক্ষম হন তাঁরা। এ ঘটনায় ১৪ জন আহত হয়েছে এবং আরও ৭ জন নিখোঁজ আছে। তবে বাসিলানের গভর্নর জিম সালিমান বলেছেন, আরও অনেক মানুষ নিখোঁজ হয়ে থাকতে পারেন। কারণ, তালিকায় দেখা গেছে জাহাজটিতে ২০৫ যাত্রী উঠেছিলেন। আবার এমন যাত্রীও থাকতে পারেন যাঁরা নথিভুক্ত হননি। সালিমান এএফপিকে আরও বলেন, ১২ জনের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। তাঁদের মধ্যে তিনজন শিশু। এর মধ্যে ছয় মাস বয়সী এক শিশুও আছে। কীভাবে আগুনের সূত্রপাত হয়েছে, তা এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি। সালিমানের ভাষ্যমতে, এ ঘটনায় যাঁরা প্রাণে বেঁচে গেছেন, তাঁদের জাম্বোয়ানগা ও বাসিলানে নেওয়া হয়েছে। আহত ব্যক্তিদের সেখানেই চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।

কোস্টগার্ড প্রকাশিত ছবিতে দেখা গেছে, তাদের একটি জাহাজ থেকে জ্বলন্ত ওই জাহাজে জল ঢালা হচ্ছে। আর কোস্টগার্ডের কর্মীরা ছোট ছোট নৌকায় করে যাত্রীদের উদ্ধার করছেন।

বুধবার রাতে জাহাজটিতে আগুন ধরে যায়। *ছবি ঃ এএফপি*

বাংলাদেশে জাতীয় নির্বাচনে সাংবাদিক পর্যবেক্ষকদের বাধা দিলে ৭ বছরের জেল

ঢাকা, ৩০ মার্চ ঃ বাংলাদেশে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে পর্যবেক্ষক ও সাংবাদিকদের কাজে বাধা দিলে ২ থেকে ৭ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের বিধান রেখে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (আরপিও) আইনে নীতিগত অনুমোদন দিয়েছে দেশটির সরকার। পরবর্তী সময়ে মন্ত্রিসভার বৈঠকে প্রস্তাবিত আইনে কী কী সংশোধনী থাকবে, তা চূড়ান্ত করা হবে। বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশনের প্রস্তাবের ভিত্তিতে এই আইনের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। গত বছরের ১১ সেপ্টেম্বরে নির্বাচনের খবর সংগ্রহে সাংবাদিকদের বাধা দিলে সংশ্লিষ্টদের জন্য ৩ বছরের কারাদণ্ডের বিধান চায় নির্বাচন কমিশন (ইসি)। এ লক্ষ্যে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ সংশোধনের (আরপিও) সংশোধনের উদ্যোগ নিয়েছিল সংস্থাটি।এরই প্রেক্ষিতে গত ২৮ মার্চ বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই অনুমোদন দেওয়া হয়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এতে সভাপতিত্ব করেন। বৈঠক শেষে সচিবালয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার) মাহমুদুল হোসাইন খান সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান। সচিবালয়ে এক ব্রিফিংয়ে তিনি বলেন, যারা আমাদের গণমাধ্যমকর্মী এবং পর্যবেক্ষক, তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য এখানে একটা বিধান রাখা হয়েছে। যদি কেউ গণমাধ্যমকর্মী এবং পর্যবেক্ষকদের তার আইনানুগ কাজে বাধা প্রদান করে, সেক্ষেত্রে ২ থেকে ৭ বছর পযন্ত কারাদণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে।’ প্রস্তাবে নির্বাচন কমিশনের কার্ডধারী সাংবাদিক ও পর্যবেক্ষকদের কাজে বাধা দিলে শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, কেউ এই অপরাধ করলে সর্বনিম্ন দুই বছর থেকে সর্বোচ্চ সাত বছর কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে। বর্তমান আরপিওতে কিছু ক্ষেত্রে সংশোধনী আনার প্রস্তাব তৈরি করে গত বছরের অক্টোবরে তা আইন মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়েছিল ইসি। যেসব সংশোধনী আনার প্রস্তাব করা হয়েছে, সেসবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, ফলাফল প্রকাশের পরও অনিয়ম প্রমাণিত হলে নির্বাচন বাতিল করার ক্ষমতা, প্রার্থীর এজেন্টদের ভয়ভীতি দেখালে বা কেন্দ্রে যেতে বাধা দিলে শাস্তির বিধান, দায়িত্বে অবহেলায় কর্মকর্তাদের শাস্তির আওতা বাড়ানো, প্রার্থীদের আয়কর সনদ জমা দেওয়া বাধ্যতামূলক করা, ভোট গণনার বিবরণী প্রার্থী ও তাঁর এজেন্টদের দেওয়া বাধ্যতামূলক করা। পরে আইন মন্ত্রণালয় এসব প্রস্তাব ভেটিং (পরীক্ষা) করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে পাঠায়, যা নিয়ে গত ২৮ মার্চ মন্ত্রিসভার বৈঠকে আলোচনা হয়েছে। এ বছরের শেষে অথবা আগামী বছরের একেবারে শুরুতে দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনের কথা রয়েছে। তার আগেই আরপিও সংশোধনের উদ্যোগ নিল সরকার।

যুক্তরাষ্ট্রে সেনাবাহিনীর ২ হেলিকপ্টার বিধ্বস্ত, হতাহতের শঙ্কা

ওয়াশিংটন, ৩০ মার্চ ঃ যুক্তরাষ্ট্রে সেনাবাহিনীর দুইটি ব্ল্যাক হক হেলিকপ্টার বিধ্বস্ত হয়েছে। দেশটির কেন্টাকি অঙ্গরাজ্যে প্রশিক্ষণ চলাকালে এই দুর্ঘটনা ঘটে। এতে হতাহতের আশঙ্কা করা হচ্ছে। খরব এনবিসি নিউজের। মার্কিন সেনাবাহিনীর মুখপাত্র ননডিস থারম্যান এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন, তাক্ষণিকভাবে হেলিকপ্টারে থাকা ক্রুদের অবস্থা জানা জায়নি। তাছাড়া হেলিকপ্টারে কতজন ছিলেন তাও এখন পর্যন্ত স্পষ্ট নয়। কেন্টাকির গভর্নর অ্যান্ডি বেসিয়ার জানিয়েছেন, এই দুর্ঘটনায় মৃত্যুর আশঙ্কা করা হচ্ছে। সেখানে পুলিস ও জরুরি ব্যবস্থাপনা সার্ভিস কাজ করছে।

এইচএইচ-৬০ মডেলের ব্ল্যাক হক হেলিকপ্টার দুইটি ছিল ১০১তম এয়ারবর্ন ডিভিশনের অংশ। অ্যান্ডি বেসিয়ার জানিয়েছেন, কি কারণে দুর্ঘটনা ঘটেছে সেটি তদন্তাধীন। কমান্ডটি বর্তমানে সার্ভিস সদস্য এবং তাদের পরিবারের ওপর নজর দিচ্ছে।

বিধ্বস্ত হয়ে যাওয়া বিমান থেকে হতাহতদের উদ্ধারকার্য চলছে।
ফটো : সংগৃহীত

বিলুপ্ত প্রাণীর ডিএনএ থেকে মিট বল

আমস্টারডাম, ৩০ মার্চ ঃ কৃত্রিম মাংস নিয়ে আলোচনা চলছে বেশ কিছুদিন ধরেই। এবার কৃত্রিম পদ্ধতিতে তৈরি মিট বল’ নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে। নেদারল্যান্ডসের আমস্টারডামের বিজ্ঞানবিষয়ক জাদুঘর নেমো জানিয়েছে, তাদের হাতে একটি মিট বল এসেছে, যেটি কি না বিলুপ্ত একটি প্রাণীর ডিএনএ থেকে তৈরি।

গত মঙ্গলবার এই তথ্য জানিয়েছেন নেদারল্যান্ডসের গবেষকেরা। তবে এটা বলার সঙ্গে সঙ্গেই বল নিজের কোর্টে নিয়েছে অস্ট্রেলিয়ার একটি প্রতিষ্ঠান। দেশটিতে কৃত্রিম মাংস প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান ভো জানিয়েছে, এই মিট বলটি তারা তৈরি করেছে। এটা মজা করার জন্য তৈরি করা হয়নি। তারা চায় কৃত্রিম পদ্ধতিতে তৈরি করা এ মাংস নিয়ে আলোচনা হোক। প্রাণী থেকে যে মাংস পাওয়া যায়, কৃত্রিম মাংস তার ভালো বিকল্প হতে পারে।

প্রাণিদেহ থেকে বায়োপসির মাধ্যমে কোষ সংগ্রহ করে গবেষণাগারে কোষ বিভাজনের মাধ্যমে বহু কোষের সৃষ্টি করা হয়। পরিবেশবিদেরা এভাবে উৎপাদিত মাংসকে কৃত্রিম মাংস বলছেন। গবেষকেরা দীর্ঘদিন ধরেই বলে আসছেন, প্রাণী থেকে মাংস সংগ্রহের বদলে এমন মাংস ব্যবহার করা হলে গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণ কম হবে। পরিবেশের ক্ষতি কমবে।

নতুন করে এই কৃত্রিম মাংস আলোচনায় আসার পর ভো-এর প্রতিষ্ঠাতা টিম নোয়াকেম্মিথ বলেন, আপনি বর্তমানে পাচ্ছেন এমন যেকোনো কিছু থেকে আমরা ব্যতিক্রম কিছু তৈরি করতে চাই।’ তবে বিলুপ্ত বিশালাকার প্রাণী বেছে নেওয়ার কারণ হিসেবে তিনি বলেছেন, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণেই এই প্রাণী বিলুপ্ত হয়েছে বলে মনে করেন বিজ্ঞানীরা। এ জন্যই এমন প্রাণী বেছে নেওয়া হয়েছে বলে জানান তিনি।

তবে একটি প্রাণীর ডিএনএ থেকে কৃত্রিম উপায়ে এমন মাংস তৈরি করা হয়েছে, এমনটা নয়। ভো নামের ওই প্রতিষ্ঠান প্রথমে বিলুপ্ত বিশাল প্রাণীর ডিএনএ সংগ্রহ করেছে। এ সঙ্গে আফ্রিকা অঞ্চলের হাতির ডিএনএ যুক্ত করা হয়েছে। তবে টিম জানিয়েছেন, এই গবেষণা বা মাংস তৈরির জন্য কোনো প্রাণী হত্যা করা হয়নি।

যদিও সংকটটি অন্য জায়গায়। নতুন যে মিট বলটি তৈরি করা হয়েছে, তার গন্ধ কুমিরের মাংসের মতো

কৃত্রিম পদ্ধতিতে তৈরি মিট বল। *ছবি ঃ রয়টার্স*

আজ শুরু আইপিএল, মুখোমুখি গুজরাট টাইটান্স চেন্নাই সুপার কিংস

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পারফর্ম করবেন তামান্না ভাটিয়া, থাকতে পারেন অরিজিৎ-ক্যাটরিনাও

আমেদাবাদ, ৩০ মার্চ ঃ শুক্রবার শুরু আইপিএল। জমকালো অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শুরু হতে চলেছে মেগা টুর্নামেন্ট। প্রতিবারেই এই অনুষ্ঠানে বসে চাঁদের হাট।

নাচে-গানে মেতে ওঠে আইপিএলের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। চলতি বছরেও এর অন্যথা হবে না। ভারতের নানা প্রান্তের বিখ্যাত তারকারা উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন। ইতিমধ্যেই বলিউড তারকা তামান্না ভাটিয়ার নাম ঘোষণা করেছে আইপিএল কর্তৃপক্ষ। শোনা যাচ্ছে, ক্যাটরিনা কাইফ, অরিজি সিংয়ের মতো তারকারাও উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মঞ্চ মাতাবেন।

৩১ মার্চ আমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে আয়োজিত হবে আইপিএলের প্রথম ম্যাচ। গুজরাট টাইটান্স বনাম চেন্নাই সুপার কিংসের ম্যাচ দিয়ে শুরু হবে আইপিএল। তার আগেই বিকেল ছ'টা থেকে শুরু হবে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। আইপিএলের তরফে টুইট করে জানানো হয়, অনুষ্ঠানে পারফর্ম করবেন তামান্না ভাটিয়া। বিখ্যাত বাহুবলী ছবিতে অভিনয় করেছেন তিনি। এছাড়াও তামিল ও তেলুগু ছবির দুনিয়ায় বিখ্যাত নাম তামান্না।

আইপিএলের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আর কে কে পারফর্ম করবেন, তা বেশ জল্পনা শুরু হয়েছে। শোনা যাচ্ছে, অভিনেত্রী রশ্মিকা মান্ধানা থাকতে পারেন উদ্বোধনে। আগে কোনওদিন এই অনুষ্ঠানে পারফর্ম করেননি পুষ্পার অভিনেত্রী।

এছাড়াও ক্যাটরিনা কাইফ অনুষ্ঠানে পারফর্ম করতে পারেন। গানের তালে শ্রোতাদের মাতিয়ে তুলতে হাজির থাকতে পারেন অরিজি সিংও। তবে এখনও আইপিএলের তরফে কিছু ঘোষণা করা হয়নি। কয়েকদিনের মধ্যেই জানা যাবে, কাদের জৌলুসে ভরে উঠবে আইপিএলের উদ্বোধনী মঞ্চ।

ধোনি আরও কয়েক মরশুম আইপিএল খেলবে ঃ রোহিত

মুম্বাই, ৩০ মার্চ ঃ এবারের আইপিএল খেলেই কি ব্যাট-প্যাড তুলে রাখবেন মহেন্দ্র সিং ধোনি?

চেন্নাই সুপার কিংসের অধিনায়ককে নিয়ে জোর জল্পনা মেগা টুর্নামেন্টের বল গড়ানোর আগে থেকেই। কেউ বলছেন এটাই ধোনির শেষ বছর। আবার কেউ বলছেন, ধোনি আইপিএল খেলা চালিয়ে যাবেন। মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সের প্রেস কনফারেন্সে ধোনিকে নিয়ে প্রশ্ন করা হয় রোহিত শর্মাকে। ধোনির অবসর জল্পনা নিয়ে জিজ্ঞাসা করা হয়। বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে রোহিত জবাব দেন, গত ২-৩ বছর ধরেই আমি একই কথা শুনছি ধোনিকে নিয়ে। প্রতিবারই নাকি শেষ বছর। আমার মনে হয় ধোনি ভালই ফিট রয়েছে। আরও কয়েক মরসুম খেলতেই পারে।

এদিকে একটি সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, রোহিত শর্মা এবার মেগা টুর্নামেন্টের সবক'টি ম্যাচে নামবেন না। ওয়ার্ক লোডের জন্যই রোহিত বিশ্রাম নেবেন। তবে তিনি বিশ্রাম নিলে সূর্যকুমার যাদব মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সকে নেতৃত্ব দেবেন। রোহিত অবশ্য স্বীকার করে নিয়েছেন জশপ্রীত বুমরাহকে না পাওয়া বড় ক্ষতি মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সের জন্য।

পিঠের চোট থেকে দ্রুত সেরে ওঠার জন্য বুমরাহর অস্ত্রোপচার করা হয়েছে নিউজিল্যান্ডে। আইপিএলের পাশাপাশি এশিয়া কাপেও নামতে পারবেন না বুমরাহ। এবার মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স দলের বোলিং আক্রমণের পুরোভাগে থাকবেন জোফ্রা আর্চার।

হিটম্যান বলছেন, বুমরাহর অভাব আমরা অনুভব করবো। তবে দলের তরুণ খেলোয়াড়দের সামনে বড় সুযোগ। আমি অবশ্য কোনও তরুণ খেলোয়াড়কে চাপ দেব না। রবিবার আরসিবির বিরুদ্ধে নামছে মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স।

বিশ্বকাপ খেলতে ভারতে আসবে না পাকিস্তান, ভেন্যু হতে পারে বাংলাদেশ

করাচি, ৩০ মার্চ ঃ এগিয়ে আসছে ২০২৩ বিশ্বকাপ। সেই মেগা টুর্নামেন্টে বাংলাদেশের মাটিতে গিয়ে খেলতে পারে পাকিস্তান। একটি ক্রিকেট সংক্রান্ত ওয়েবসাইটের খবর সেরকমই। পঞ্চাশ ওভারের বিশ্বকাপ এবার হবে ভারতের মাটিতে। কিন্তু ভারত ও পাকিস্তানের রাজনৈতিক সম্পর্ক তলানিতে এসে ঠেকেছে। সেই কারণেই ভারতের মাটিতে এসে বিশ্বকাপ খেলবে না পাকিস্তান। বাবর আজমরা বাংলাদেশে গিয়ে খেলবেন। প্রতিবেদন অনুযায়ী, এই নিয়ে কথাবার্তাও শুরু হয়ে গিয়েছে।

বিশ্বকাপের আগে রয়েছে এশিয়া কাপ। পাকিস্তানের মাটিতে এবার হচ্ছে টুর্নামেন্ট। কিন্তু ভারত যাবে না পাক মুলুকে। নিরাপত্তার কারণে ভারতের ম্যাচগুলি অন্য কোনও দেশে সরিয়ে দেওয়া হবে, এমনটাই খবর। বিশ্বকাপেও এশিয়া কাপ মডেল অবলম্বন করা হতে পারে। উল্লেখ্য, শেষ বার ২০১৬ সালে ভারতের মাটিতে খেলতে এসেছিল পাকিস্তান। সেবারও টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আয়োজন করেছিল ভারত। ভারতীয় দলকে পাকিস্তানে পাঠানো হবে না, এমনটাই সাফ জানিয়ে দিয়েছিলেন বিসিসিআই সচিব জয় শাহ। প্রয়োজনে এশিয়া কাপ আয়োজনের দায়িত্ব পাকিস্তানের পরিবর্তে অন্য কোনও দেশকে দেওয়া হোক, এমন দাবিই করেন তিনি।

আইপিএল সূচি নিয়ে বেশ চিন্তিত দিল্লি কোচ পন্টিং

নয়াদিল্লি, ৩০ মার্চ ঃ করোনার পর এই বছর আইপিএল হোম এবং অ্যাওয়ে ভিত্তিতে হতে চলেছে। দলগুলি নিজেদের হোম গ্রাউন্ডে খেলার সুযোগ পাবেন। করোনার সময় ক্রিকেটারদের কথা মাথায় রেখে জৈব সুরক্ষা বলয়ের মধ্যে রেখে আইপিএল খেলানো হয়। একটি নির্দিষ্ট শহরে হয় এই টুর্নামেন্ট। এবার চেনা মেজাজে দেখা যেতে চলেছে এই টুর্নামেন্টকে। তবে এই হোম অ্যাওয়ে প্রথা ফিরে আসায় আইপিএল আরও কঠিন হয়ে উঠবে বলে করেন দিল্লির ক্যাপিটালস দলের কোচ রিকি পন্টিং। তাঁর মতে আইপিএলের অন্যতম কঠিন অংশ হতে চলেছে এই হোম ও অ্যাওয়ে ম্যাচ।

সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, এই আইপিএলে এক শহর থেকে অন্য শহরে গিয়ে ক্রিকেট খেলা যা অনেক বেশি কঠিন হয়ে উঠবে ক্রিকেটারদের জন্য। তবে এটি ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটের অংশ। আমি মনে করি বেশি ভ্রমণ টুর্নামেন্টকে আরও উত্তেজনাপূর্ণ করে তোলে। তবে বিভিন্ন শহরে গিয়ে সেখানকার সমর্থকদের সামনে আমরা খেলতে পারব, সেটা ভেবে ভালো লাগছে।

এই বছরের আইপিএলে দিল্লিকে অনেক ঘুরে ঘুরে ম্যাচগুলি খেলতে হবে। যেভাবে আইপিএলের সূচি তৈরি করা হয়েছে একটি ম্যাচ ঘরে এবং অপর একটি ম্যাচ বাইরে খেলবে। গত বছরের শেষের দিকে গাড়ি দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়ে জাতীয় দল সহ আইপিএল থেকে ছিটকে গিয়েছেন ঋষভ পন্ত। বর্তমানে মাঠের বাইরে থাকলেও চোট থেকে ধীরে ধীরে সেরে উঠছেন ঋষভ।

তিনি না থাকায় ডেভিড ওয়ার্নারকে দিল্লির অধিনায়ক ঘোষণা করা হয়েছে। এই অজি ক্রিকেটার সানরাইজার্স হায়দরাবাদকে ২০১৬ সালে আইপিএল নেতৃত্ব দিয়েছেন।

ঋষভ খেলতে পারবেন না ঠিকই, কিন্তু তাঁর দল তাকে নিজেদের শিবিরের সঙ্গে যুক্ত করার চেষ্টা করছে। রিকি এই বিষয়ে বলেন, আমি ঋষভের সঙ্গে কথা বলেছি। আমরা তাকে এই মরশুমে দলের সঙ্গে যুক্ত করার জন্য চেষ্টা চালাচ্ছি। যদি ওকে ড্রেসিংরুমে পাওয়া যায়, তাহলে এর থেকে ভালো আর কিছুই হতে পারে না। তবে যাই হোক ডেভিড এই মরশুমে খুব ভালো অধিনায়কত্ব করবে। অতীতে ওর অধিনায়কত্বের অভিজ্ঞতা রয়েছে। ও দলকে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য মুখিয়ে রয়েছে।

রিকি প্রাক্তন ভারতীয় অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে কাজ করার বিষয়েও কথা বলেছেন। তিনি বলেন, আমি এবং সৌরভ অনেক দিনের বন্ধু। এর আগেও আমরা এক সঙ্গে কাজ করেছি। ফলে ওর সঙ্গে মানিয়ে নিতে কোনও রকম সমস্যা হয় না। ভারতের হয়ে দীর্ঘদিন খেলেছে এবং অধিনায়কত্ব করেছে। ফলে সেই অভিজ্ঞতা আমাদের দলের কাজে লাগবে। প্রতিদিন আমরা দলের লাইনআপ নিয়ে কথা বলি। কী করলে আরও ভালো ফলাফল করা যায় সেই নিয়েও আমাদের আলোচনা হয়।

ওপেনিং নয়, চার নম্বরে ব্যাট করুক রোহিত, চান কুম্বলে

মুম্বাই, ৩০ মার্চ ঃ আসন্ন আইপিএল-এ মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সের কাছে কিছু আশ্চর্যজনক ব্যাটসম্যান আছে কিন্তু ভারতের প্রাক্তন স্পিনার অনিল কুম্বলে মনে করেন দলের মিডিল অর্ডারে ব্যাট করা উচিত রোহিত শর্মার। বা তাঁর মতো কারোর এই জায়গাটা সামলানো উচিত। কারণ সাত থেকে ১৫ ওভার নিয়ন্ত্রণ করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ভারতের প্রাক্তন স্পিনার অনিল কুম্বলে, যিনি আইপিএল ২০১৩ মরশুমে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের মেন্টর হিসাবে কাজ করেছিলেন, তিনি জানিয়েছেন যে দলের তৎকালীন নবনিযুক্ত অধিনায়ক, রোহিত শর্মা যা বলতে চেয়েছিলেন তা বলতে ভয় পাননি। তিনি অভিজ্ঞ খেলোয়াড়দের কথা শুনতেন কিন্তু নিজের সিদ্ধান্তও নিতেন। মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সের হয়ে পাঁচবার শিরোপা জেতা রোহিত এখনও পর্যন্ত আইপিএলের ইতিহাসে সবচেয়ে সফল অধিনায়ক। রোহিত শর্মা সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে কুম্বলে বলেছেন, তার যা বলার ছিল তা বলতে ভয় পাননি। তার অনেক অভিজ্ঞতা ছিল এবং তাদের কাছেও পৌঁছেছিল, কিন্তু তারপর নিজের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। আপনি একজন অধিনায়কের কাছ থেকে এটাই চান। ৫২ বছর বয়সি কুম্বলে ২০১৭ সালে রোহিতকে নতুন দলের নেতৃত্ব দেওয়ার বিষয়েও কথা বলেছিলেন। তিনি বলেছেন, ২০১৭ একটি নতুন দল ছিল এবং কম স্কোর রক্ষার ক্ষেত্রে আমরা তাঁর কাছ থেকে যে ধরনের অধিনায়কত্ব দেখেছি তা দারুণ ছিল। আসলে তখনই আপনার আসল নেতৃত্ব বেরিয়ে আসে।

এদিকে, ভারতের প্রাক্তন ফাস্ট বোলার জাহির খান কীভাবে অধিনায়কের ভূমিকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তার উপর জোর দিয়েছেন। জাহির খান বলেন, অধিনায়কের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে তিনি যেভাবে চিন্তা করছেন এবং শান্তভাবে সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন এবং সঠিক সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন এবং যদি এটি আপনার মতো না হয় তবে তিনি পরিস্থিতি সামাল দিতে পারেন। অধিনায়কের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে টুর্নামেন্ট দলের দীর্ঘ সময়ের পারফরমেন্স কী হতে পারে। ক্যাপ্টেনের প্রতিটি ম্যাচের সিদ্ধান্ত ও দলের পারফরম্যান্স পরবর্তী ম্যাচে প্রভাব ফেলতে পারে। জাহির খান বলেন, রোহিতের চাপ সামলানোর ক্ষমতা ও ব্যক্তিত্ব আছে। তিনি যেভাবে শুধু খেলোয়াড়দের সঙ্গেই নয়, প্রেস কনফারেন্সেও শান্তভাবে যোগাযোগ করেন, আমি মনে করি এটাই তার সবচেয়ে বড় শক্তি। রোহিতের নেতৃত্বে দারুণ সাফল্য পেয়েছে মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স। তার মানে এই নয় যে তিনি ব্যাট হাতে কম প্রাণঘাতী। চার নম্বরে রোহিতের ব্যাটিং দেখতে চান কুম্বলে। প্রাক্তন স্পিনার বলেছেন, বিশেষ করে বর্তমান মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স দলের সঙ্গে মিডল অর্ডারে আপনার সেই অভিজ্ঞতা দরকার। এমআই-এর কাছে কিছু আশ্চর্যজনক ব্যাটসম্যান রয়েছে, কিন্তু আমি মনে করি মাঝখানে রোহিত শর্মার মতো কেউ সাত থেকে ১৫ ওভার নিয়ন্ত্রণ করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

কঠিন পরিশ্রম করেছি বলেই দল আমার উপর ভরসা দেখিয়েছে-অক্ষর

দিল্লি, ৩০ মার্চ ঃ জাতীয় দলে ভালবেসে তাঁকে সবাই বাপু' বলে ডাকে। আইপিএলে দিল্লি ক্যাপিটালসেও সেই নামে পরিচিত অক্ষর পটেল। এ বার বাড়তি দায়িত্ব তাঁর। সহ-অধিনায়ক করা হয়েছে তাঁকে। নতুন দায়িত্ব পেয়ে মুখ খুলেছেন অক্ষর। তাঁর মতে, এত দিন ধরে যে কঠিন পরিশ্রম তিনি করেছেন তার ফলেই সহ-অধিনায়ক করা হয়েছে তাঁকে।

দিল্লি ক্যাপিটালসের টুইটার হ্যান্ডেলে অক্ষরের একটি ভিডিয়ো প্রকাশ করা হয়েছে। সেখানে অক্ষর বলেছেন, আমার মনে হয়, এই দায়িত্ব দেওয়া মানে দলে আমি এখন অভিজ্ঞদের দলে পড়ি। দলের জন্য এত দিন যা করেছি তারই পুরস্কার পেয়েছি। কঠিন পরিশ্রম করেছি বলেই দল আমার উপর ভরসা দেখিয়েছে। নতুন ভূমিকায় নামার জন্য উত্তেজিত হয়ে পড়েছি।

দিল্লি দলে খুব একটা বেশি পরিবর্তন হয়নি। তার সুবিধা তাঁরা পাবেন, এমনটাই মনে করেন অক্ষর। তিনি বলেছেন, আমাদের দল প্রায় একই রয়েছে। ৩-৪ বছর ধরে খুব একটা বদল হয়নি। সবাই সবাইকে ভাল ভাবে চেনে। সেটা আমাদের একটা বড় শক্তি।

দিল্লির অধিনায়ক ঋষভ পন্থ গাড়ি দুর্ঘটনায় আহত হওয়ার পরে থেকে মাঠের বাইরে। আইপিএলে খেলতে পারবেন না তিনি। তাই দলের নতুন অধিনায়ক করা হয়েছে ডেভিড ওয়ার্নারকে। তাঁর উপর ভরসা রয়েছে অক্ষরের। তিনি বলেছেন, ওয়ার্নার খুব ভাল ক্রিকেটার। ওকে সব রকম ভাবে সাহায্য করার চেষ্টা করব। সেই সঙ্গে এত বছর পরে আবার ফিরোজ শাহ কোটলায় খেলব। দিল্লির মানুষের সমর্থন পাব। সব মিলিয়ে ভাল ফল করার বিষয়ে আমরা আশাবাদী।

এ বার দিল্লি দলে রিকি পন্টিংয়ের পাশাপাশি নতুন ভূমিকায় রয়েছেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। দলের ডিরেক্টর অফ ক্রিকেট তিনি। বেশ কিছু দিন আগে থেকে অনুশীলন শুরু করে দিয়েছে রাজধানীর দল। ১ এপ্রিল লখনউ সুপার জায়ান্টসের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচে খেলতে নামবে দিল্লি।

পরিস্থিতি বুঝে ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার নামাবেন কেকেআরের কোচ চন্দ্রকান্ত

মোহালি, ৩০ মার্চ ঃ ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের ২০২৩ মরশুমে নতুন ইমপ্যাক্ট প্লেয়ারের নিয়ম যে চ্যালেঞ্জিং হতে চলেছে সেটা মনে করেন কলকাতা নাইট রাইডার্সের কোচ চন্দ্রকান্ত পণ্ডিত। প্রাক-মরশুম প্রেস কনফারেন্সে কথা বলতে গিয়ে চন্দ্রকান্ত পণ্ডিত বলেছিলেন, আমরা এটা নিয়ে কাজ করছি, স্পষ্টতই (আইডেন্টিফাইড ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার?) এটা একটা চ্যালেঞ্জিং নিয়ম। এটা খুব মজার। মূলত, কোচ এবং অধিনায়কদের জন্য, এটি আকর্ষণীয় হতে চলেছে। আমরা এটি সম্পর্কে চিন্তা করছি, আমাদের সহায়তা কর্মীদের সঙ্গে বিভিন্ন বিকল্প নিয়ে আলোচনা করছি। মাঠে এলে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। তবে হ্যাঁ, আমরা এর জন্য প্রস্তুত। প্লেয়িং ইলেভেন ছাড়াও দলগুলো খেলার যে কোনও পর্যায়ে বিকল্প আনতে পারে। টসে প্লেয়িং ইলেভেন ছাড়া দলগুলোকে চারটি বিকল্প নাম দিতে হবে। তাদের একজনকে বিকল্প হিসেবে যে কোনও সময় একাদশে আনা হতে পারে। কলকাতা নাইট রাইডার্স কোচ চন্দ্রকান্ত পণ্ডিত বলেন, আমরা প্রতিটি সম্ভাব্য উপায় থেকে এটি দেখছি। সেই নির্দিষ্ট দিন সিদ্ধান্ত নেবে এবং বিরোধীরা আমাদের প্রভাবশালী খেলোয়াড়ের সিদ্ধান্ত নেবে।

শ্রেয়স আইয়ারের অনুপস্থিতিতে দলের অধিনায়ক করা হয়েছে নীতিশ রানাকে। তাঁর সম্পর্কে কথা বলতে গেলে চন্দ্রকান্ত পন্ডিত বলেছেন, আন্তর্জাতিক স্তরে প্রত্যেকেই তাদের নিজস্ব উপায়ে বিশেষ এবং নীতিশ রানাকে অধিনায়কত্ব দেওয়া কোচ এবং সাপোর্ট স্টাফদের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত ছিল। এবং সকলেই এটি খুব ভালো ভাবে গ্রহণ করেছে। তিনি আরও বলেন, অধিনায়ক নির্বাচনের চেয়ে বেশি দায়িত্ব দেওয়া নিয়ে এবং আমরা ভেবেছিলাম যে সে খুব সক্ষম। তিনি বহু বছর ধরে কেকেআর-এ আছেন এবং সমস্ত বাক্সে টিক দিয়েছিলেন। আমরা তার সামর্থ্যের প্রতি খুবই আস্থাশীল। পিঠের চোটের কারণে আইপিএল মিস করতে চলেছেন শ্রেয়স আইয়ার। অই বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে চন্দ্রকান্ত পন্ডিত বলেছেন, আমি যতই ছোট ক্রিকেট খেলেছি বা কোচিং করি না কেন, স্কোয়াডের অনুপলব্ধতার মতো বিষয় নিয়ে আমি কখনও পিছিয়ে যাইনি। শ্রেয়সের অনুপস্থিতি একটি পার্থক্য তৈরি করবে যেহেতু সে গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু এটি সত্যিই দুর্ভাগ্যজনক। পন্ডিত আরও যোগ করে বলেছেন, আমরা আশা করছি শ্রেয়স খুব শীঘ্রই ফিরে আসবে এবং এটি দলে অনেক পরিবর্তন আনবে।

এশিয়ান কাপের পরই ভারতীয় ফুটবল দলের কোচের পদ ছাড়বেন স্টিমাচ

নয়াদিল্লি, ৩০ মার্চ ঃ ভারতীয় ফুটবল দলের কোচ তিনি। তাঁর নেতৃত্বে অনেক সফলতা পেয়েছে ভারতীয় ফুটবল দল। তবে এবার কোচের দায়িত্ব থেকে সরতে চলেছেন ইগর স্টিমাচ। নিজেই জানিয়েছেন এই কথা। আগামী বছর জানুয়ারিতে অনুষ্ঠিত হতে চলা এশিয়ান কাপের পরে দায়িত্ব ছাড়বেন তিনি।

২০১৯ সালে ভারতীয় পুরুষ ভারতীয় ফুটবল দলের কোচ হয়ে আসেন যুগোস্লোভিয়ার হয়ে অনূর্ধ্ব-২০ ফিফা চ্যাম্পিয়নশিপে দলের সদস্য। ক্রোয়েশিয়ার হয়েও খেলেছেন তিনি। ১৯৯৮ সালে ক্রোয়েশিয়ার বিশ্বকাপ দলের অংশ ছিলেন ইগর। নিজের ফুটবল কেরিয়ারে স্পেনের কাডিজ এবং ইংল্যান্ডে ডার্বি কাউন্টি এবং ওয়েস্টহ্যাম ইউনাইটেড সহ বিভিন্ন ক্লাবের হয়ে খেলেছেন স্টিমাচ। একজন ম্যানেজার হিসেবে স্টিমাচ ২০১২ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত ক্রোয়েশিয়ার জাতীয় দলের দায়িত্বও সামলেছেন। তারপর ২০১৯ সালে ভারতীয় পুরুষ দলের প্রধান কোচ হিসেবে নির্বাচিত করা হয় তাঁকে।প্রথমবারের চুক্তি শেষ হওয়ার পর তাঁর অধীনে ভারতীয় দলের পারফরম্যান্সের উপর ভিত্তি করে পরবর্তী এশিয়ান কাপ পর্যন্ত তাঁর চুক্তি নবীকরণ করা হয়। সেই চুক্তি শেষ হতে চলেছে আগামী বছর। তাঁর আগেই স্টিমাচ জানিয়ে দেন, তিনি আর ভারতীয় দলের কোচ হিসাবে থাকবেন না। ইগর বলেন, এশিয়ান কাপের ফলাফল যাই হোক না কেন, আমি এরপর আর ভারতের কোচ থাকবো না।

পাঁচ বছরে আমরা সকলে মিলে ভারতীয় ফুটবলের কিছু উন্নতি করতে পেরেছি। তবে কিছু জিনিসের পরিবর্তন হতে অনেক সময় লাগতে পারে, যার জন্য আমার অপেক্ষা করা সম্ভব নয়। সবসময় ভারতীয় ফুটবলের ভালো চাইব। আরও উন্নতি করুক ভারতীয় ফুটবল। তবে আমি এশিয়ান কাপের পর আর এই দায়িত্ব পালন করব না। চলতি বছরেই এশিয়ান কাপ অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল চিনে। তবে তা পিছিয়ে আগামী বছর জানুয়ারিতে দোহায় অনুষ্ঠিত হবে। ইতিমধ্যেই এই টুর্নামেন্টের জন্য ইগরের নেতৃত্বে প্রাথমিক প্রস্তুতিও শুরু করে দিয়েছে ভারতীয় দল।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পরিষদের পক্ষে স্বপন ব্যানার্জি কর্তৃক ৩০/৬, ঝাউতলা রোড, কলকাতা-৭০০০১৭ থেকে প্রকাশিত এবং এস এস এন্টারপ্রাইজ ৩০/৬, ঝাউতলা রোড, কলকাতা ৭০০০১৭ থেকে মুদ্রিত। সম্পাদক : কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়; সম্পাদনা ও রিপোর্টিং : ২২৬৫-০৭৫৬, প্রেস : ২২৪৩-৪৬৭১; ই-মেল : kalantarpatrika@gmail.com Reg.No. KOL RMS/12/2016-2018. RNI NO. 12107/66

Printed and Published by Swapan Banerjee on behalf of Communist Party of India, West Bengal State Council from 30/6, Jhowtala Road, Kolkata-700017 and printed at S.S.Enterprise. 30/6 Jhowtala Road, Kolkata-700017, Editor : Kalyan Bandyopadhyay, Phone Editing and Reporting : 2265-0756, Press : 2243-4671, Email : kalantarpatrika@gmail.com Reg.No. KOL RMS/12/2016-2018. RNI NO. 12107/66